উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৩১১.০৬ (-৪২৪.৯০)
নিফটি : ২২,৭৯৫.৯০ (-১১৭.২৫)

ফিটনেস ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবে শঙ্কা
কেন্দ্র ফিটনেস ফি বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়ায় মফস্সল থেকে হাওয়া হয়ে যেতে পারে বাস-মিনিবাস। এক ধাক্কায় কয়েক হাজার টাকা ফি বাড়লে ব্যবসা লাটে উঠবে, মত মালিকদের। » ৭

ভাষা দিবসে অন্য প্রচেষ্টা
ভাষা দিবস বলে কথা। তাই একদিনের জন্য হলেও বাংলায় সওয়াল হল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে। » ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৬°	৩০°	১৫°	৩০°	১৬°	৩০°	১৬°

সৌরভের কাছে ফেভারিট ভারত » ১৩

৯ ফাল্গুন ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 22 February 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 274

সাদা চোখে সাদা কথায়

রেখার মুখ্যমন্ত্রিত্বেও নারীজীবনে আলোর রেখা নিশ্চিত নয়

গৌতম সরকার

আনন্দের আর সীমা নাই রে...। নারীর ক্ষমতায়নের আরেক ধাপ বলে দাবি করা হচ্ছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিকে। এতদিন কথায় কথায় তৃণমূলের গর্বিত উচ্চারণ শোনা যেত, দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই একমাত্রের গর্বে ভাগ বসিয়ে দিলেন রেখা গুপ্তা। দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি মনে করছে মাস্টারস্ট্রোক। জয়ের মালা আসবে কি না পরের কথা। বসন্তে ফুল গাঁথা তো হলই।

বাস্তবে রেখাকে বেছে নেওয়ার পিছনে নারীকে মর্যাদা দেওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক অঙ্ক অনেক বেশি। নারী পরিচয়ই বিজেপি নেতৃত্বের তাঁকে মনে ধরার একমাত্র কারণ নয়। তাঁর বানিয়া (বৈশ্য) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বিজেপির কাছে অন্যতম তুরুপের তাস। সেটা অবশ্য দিল্লির রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে। তবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক মাইলেজ পাওয়ার ছক কষা হয়েছে। ভোটের ফল প্রকাশের পর এজন্য প্রায় দেড় সপ্তাহ খরচ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

রেখাকে বাছাই, তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা ইত্যাদি যাচাই করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। নারী সম্পর্কে ভোট অঙ্ক, সামাজিক ভাবনার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা বহু মাত্রার খোঁজের চেষ্টা থাকবে লেখায়। সব রাজনৈতিক দল কিংবা বিভিন্ন সরকার কথায় কথায় মহিলাদের জন্য কাজের ফিরিস্তি দেয়। নারী নিয়ে ভাবনা জাহির করে। সদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করা বাজেটকে 'মেয়েদের বাজেট' আখ্যা দিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' ক্রমে অনেক রাজ্যে অন্য দলেরও ড্রিম প্রোজেক্ট হয়ে উঠেছে সেই মহিলা সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যেই। দিল্লিতে মহিলাদের ২১০০ টাকা ভাতা দেওয়ার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। তবে, ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভোটে কিস্তিমাত করেছেন মোদি-অমিত শা'য়েরা। মহারাষ্ট্রে পদ্মের ঝুলি ভরেছে 'লাডলি বহিন' মহিলাদের আঁচলে টাকা ঢেলে। ঝাড়খণ্ডে 'মাইয়া সম্মান' দিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিশ্চিত করেছেন হেমন্ত সোরেন।

ভাতায় ভোট আসে। পরীক্ষিত সত্য। তৃণমূল প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এখন সবাই সেই পথে ছুটছে। ভাতা ও ভোটের দুই ভ-এর এই সমন্বয় এখন ঘোর বাস্তব। কিন্তু তাতে নারীর আরেক 'ভ'- ভার (ক্ষমতায়ন) সৃষ্টি নিশ্চিত নয়। নিশ্চিত হলে পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানের চেয়ারে তাঁর স্বামী বসে ছড়ি ঘোরাতে পারতেন না।

এরপর দশের পাতায়

অমর একুশে

অ আ ক ই চ এ ও

বাংলাদেশে ভাঙা হল শহিদ স্মারক

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভাষার বাঁধনও যেন আলগা বাংলাদেশে। অমর একুশে উদযাপন থেকে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে বেআব্রু হয়ে গেল এমনকি সাংস্কৃতিক অনৈক্য। রাষ্ট্রপতিকে পর্যন্ত অসম্মান, অসৌজন্যের মুখে পড়তে হল। রীতি ভেঙে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সময় উপস্থিতই হলেন না অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। উপস্থিত থাকলেও সরকারের অন্য উপদেষ্টারা এড়িয়ে গেলেন রাষ্ট্রপতিকে।

সাহাবুদ্দিন যতক্ষণ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে, ততক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান চলল অনতিদূরে। পুলিশবাহিনী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। উপদেষ্টারা কেউ স্লোগান, বিক্ষোভ থামানোর চেষ্টা মাত্র করলেন না। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবশ্য হিংসাত্মক কোনও পরিস্থিতির সাক্ষী হয়নি। কিন্তু দেশের কিছু কিছু জায়গায় ভাষা দিবস উদযাপন বাধার মুখে পড়েছে।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গুণবতী কলেজে ভাষা শহিদ মিনার পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে। যে ঘটনার ভিডিও (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি)

এরপর দশের পাতায়

শ্রদ্ধা ও অবমাননা।। একদিকে যখন ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বাস ঢাকায়, তখন শহিদ বেদি ভাঙা হল কুমিল্লায়। একই দিনে দুই ছবি দেখল বাংলাদেশ। যা নজির হয়ে থাকল আপামর বাঙালির কাছে।

ব্লক সভাপতি বাছাইয়ে দ্বন্দ্ব

নাম পাঠানোয় বিদ্ধ প্রকাশ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : ব্লক সভাপতি হিসেবে নামের প্রস্তাব পাঠানো নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইকের দিকে অভিযোগের আঙুল। ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে দলের সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি খারাপ ফল বয়ে আনতে পারে বলে দলের একাংশের আশঙ্কা।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শাসকদলের খারাপ ফলাফল হয়েছে। মমতা তাই আগামী ভোটে উত্তরবঙ্গকে পাখির চোখ করেছেন। উত্তরবঙ্গের আসনগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে তৃণমূল সুপ্রিমো ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্লক সভাপতিদের জন্য নামের তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। মমতার স্পষ্ট নির্দেশ, দলের বিধায়করা প্রতি ব্লক থেকে তিনজন করে ব্লক সভাপতির নামের প্রস্তাব নেত্রীর কাছে পাঠাবেন। যে বিধানসভায় দলের বিধায়ক নেই সেখান থেকে পরাজিত প্রার্থীরা ব্লক সভাপতির নামের প্রস্তাব দেবেন।

অভিযোগ, দলের একাংশ নেতৃত্বের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক কুমারগ্রাম, কালচিনি ও ফালাকাটা এই তিন ব্লক থেকে সভাপতি হিসেবে তিনজনের নামের প্রস্তাব ওপরমহলে পাঠিয়েছেন। ঘটনাটি সামনে আসতেই শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল কার্যত সামনে চলে এসেছে। দলের দুই প্রাক্তন জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী এবং মৃদুল গোস্বামীর বক্তব্য, 'আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না। কোনও বৈঠক করা হয়নি। বৈঠক করে তবেই নাম পাঠানো উচিত ছিল। কে কীভাবে নাম পাঠাচ্ছে সে বিষয়ে কিছুই জানি না।' কুমারগ্রামে গতবার তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়ানো লুইস কুজুর বর্তমানে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কালচিনিতে ভোটে দাঁড়ানো পাশাং লামা ঘাসফুল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মূলত এই দুই কেন্দ্র নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রকাশের অবশ্য বক্তব্য, 'বিধায়কদের ব্লক সভাপতির নামের প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে। কুমারগ্রাম ও কালচিনিতে আমাদের বিধায়ক নেই। যাঁরা গতবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা দলত্যাগ করেছেন। ফালাকাটায় যিনি গতবার ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলেই ওই তিন কেন্দ্রের ব্লক সভাপতির জন্য নাম পাঠানো হয়েছে। এতে বিতর্কের কিছু নেই।'

আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বিজেপি থেকে তৃণমূলে এসেছেন। মাদারিহাট উপনির্বাচন তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো জিতেছেন। এই দুই কেন্দ্রের জন্য তাঁরাই অবশ্য ব্লক সভাপতির নামের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

ঘাসফুলে ক্ষোভ

- প্রকাশ চিকবড়াইক তিন ব্লক থেকে সভাপতি হিসেবে তিনজনের নামের প্রস্তাব ওপরমহলে পাঠিয়েছেন
- কুমারগ্রাম ও কালচিনি ব্লক নিয়ে জলঘোলা, কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই নাম পাঠানোর অভিযোগ
- এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে কানাঘুষো, বিষয়টি বিধানসভা ভোটে খারাপ ফল ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা

দুলকি চালে

পড়ন্ত বিকেলে তেষ্টা মিটিয়ে জঙ্গলমুখী হাতির পাল। বক্সায় শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ফাঁকা বাড়িতে চুরি ৪০ লক্ষের গয়না

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশনের পশ্চিম জিৎপুর এলাকায়। দুষ্কৃতীরা দোতলার সিঁড়ি ঘরের টিনের চাল ফাঁকা করে ভিতরে ঢুকেছিল। একে একে পাঁচটি দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পাঁচটি আলমারির লকার খুলে সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বাড়ির কর্তা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তিনি গৃহকর্ত্রীকে নিয়ে কুম্ভমেলায় গিয়েছেন। চার ছেলে চাকরি সূত্রে বাইরে থাকেন। ফলে বাড়ি একরকম ফাঁকাই ছিল। সেই সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলেছে পুলিশের অনুমান।

ফাঁকা বাড়িতে গোরু, বাছুর দেখার জন্য একজন কর্মী রয়েছেন। তিনি শুক্রবার সকালে গোরুর খাবার দিতে গিয়ে ঘরের পিছনের দরজা খোলা দেখতে পান। তাতেই তাঁর সন্দেহ হয়। বিষয়টি তিনি প্রতিবেশীদের জানান। প্রতিবেশীরা এসে দেখেন পাঁচটি আলমারির লকার ভেঙে সব চুরি গিয়েছে। তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করে। জংশন ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব বর্মন বলেন, 'চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

প্রতীকী ছবি।

চুরির আগে রেইকি

- দুষ্কৃতীরা দোতলার সিঁড়ি ঘরের টিনের চাল ফাঁকা করে ভিতরে ঢুকেছিল
- পাঁচটি আলমারির লকার ভেঙে সোনার গয়না ও নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা
- চুরির আগে এলাকা রেইকি করে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা
- রাত সাড়ে ১০টার পর চুরি হয়ে বলে পুলিশির সন্দেহ

খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থেকে ফিরে আসেন পরিবারের এক সদস্য দুর্গেশ পান্ডে। তিনি দাবি করেন, 'প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার সোনার গয়না চুরি হয়েছে। ফাঁকা বাড়ি থাকার জন্য এই চুরি। পুলিশে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি স্কুটারে তিনজনকে এলাকা রেইকি করতে দেখা গিয়েছিল। এলাকার সিসিটিভির সেই ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। দুর্গেশরা চার ভাই। সকলেই কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। তাঁদের বাবা ও মা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি কুম্ভে গিয়েছেন। বাড়িতে কেউ ছিল না। দোতলা বাড়ির একতলায় তিনটি ঘর ও ওপরতলায় দুটি ঘর। প্রতিটি ঘরের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিল দুষ্কৃতীরা। প্রতিটি ঘরে একটি করে আলমারি ছিল। সেই আলমারিগুলির লকার ভেঙে সোনার গয়না ও নগদ টাকা হাতিয়ে নেয় দুষ্কৃতীরা।

বাড়ির বাইরে রাস্তায় পর্যাপ্ত আলো নেই। দোতলা বাড়িতে কোনও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো নেই। বাড়ির পিছনের দিকে পাকা দেওয়াল নেই। ফলে দুষ্কৃতীদের চুরি করে পালাতে সুবিধা হয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ।

চুরির আগে এলাকা রেইকি করে গিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। বাড়ির গা ঘেঁষেই একটি মুদি দোকান রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সেই দোকান বন্ধ হয়। ফলে তার পরেই চুরির ঘটনাটি হয়েছে বলে পুলিশের সন্দেহ। আশপাশের দু'একজন ছাড়া এলাকার কেউই চুরির বিষয়টি টের পাননি।

এডিশন স্পেশাল

৪৫ হাজারে মাসকেট
» *তিনের পাতায়*

দ্রুত দুই লেনের সেতু
» *চারের পাতায়*

মার্কিন বরাদ্দ নিয়ে তর্জা
» *নয়ের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ডি কোম্পানির নাম করে হুমকি কৃষ্ণেন্দুকে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২১ ফেব্রুয়ারি : এবার টার্গেট কৃষ্ণেন্দু।

'ডি কোম্পানি'র নাম করে টাকা চেয়ে মেসেজ ও ফোন এল ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর কাছে। চাহিদামতো টাকা না মেটালে পরিবার সহ তাঁকে খুন করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনায় তুমুল শোরগোল পড়েছে তৃণমূলের অন্দরে। কৃষ্ণেন্দুর অভিযোগ পেয়েই তাঁর নিরাপত্তা দ্বিগুণ করে দিয়েছে প্রশাসন। বেশ কয়েকটি থানা এবং জেলা পুলিশের বাছাই করা অফিসারদের নিয়ে তৈরি হয়েছে তদন্ত টিম। ইতিমধ্যে মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করা হলেও এখনও তা প্রকাশ্যে আনা হয়নি। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মুখ খোলেনি জেলা পুলিশ। যদিও কৃষ্ণেন্দু দাবি করেছেন, এই ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

কেন কৃষ্ণেন্দুকে হুমকি, তা নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়িয়েছে। অপরাধ জগৎ নিয়ে যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন ডি কোম্পানি মানে দাউদ ইব্রাহিম অ্যান্ড কোং, আর ১ পেটি মানে ১ লক্ষ টাকা। তাই ডি কোম্পানির নাম জড়িয়ে যাওয়ায় ঘটনার গুরুত্ব নিয়ে যেমন চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে, তেমনই মাত্র ২০ লক্ষ টাকার জন্য দাউদের লোক ফোন করছে, সেটাতেও অনেকে বিস্মিত হয়েছেন।

কিছুদিন আগে মালদায় খুন হয়েছেন তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। কালিয়াচকেও পিটিয়ে মারা হয়েছে তৃণমূল নেতাকে। মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের ওপরও প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ উঠেছে সম্প্রতি। একের পর এক নেতারা টার্গেট হয়ে যাওয়ায় কৃষ্ণেন্দুকে হুমকির এই অভিযোগকে যথেষ্টই আমল দিচ্ছে পুলিশ।

কৃষ্ণেন্দু বলছেন, 'শুক্রবার ১০টা ৪০ মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটি ফোন আসে। একজন হিন্দিভাষী নিজেকে ডি কোম্পানির প্রদীপ পরিচয় দিয়ে কথা বলে।

এরপর দশের পাতায়

জল চাই, জল নাই জল নাই...

মানুষ যখন চাতকপাখি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ড থেকেই জয়ী হয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন জয়ন্ত অধিকারী। অভিযোগ, খোদ ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেই মেলে না পরিস্রুত পানীয় জল। তিন বছর আগে ওয়ার্ডের বড়ডোবায় পানীয় জলের জন্য পাইপ পাতা হয়েছিল। এমনকি বাড়ি বাড়ি সংযোগও দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও ওই পাইপ দিয়ে এক ফোঁটা জল আসেনি। ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকেই বাড়ি থেকে পাইপলাইন উপড়ে ফেলছেন। পরিস্রুত পানীয় জল না পেয়ে তাই এখন ভাইস চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন।

যদিও এলাকার কাউন্সিলার তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দাবি, 'এলাকায় জলের বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে।' তবে পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আম্রুত-২ প্রকল্পে আমরা পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই পানীয় জল পৌঁছে দেব। বাদ যাবে না বড়ডোবাও।'

চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের কথায় কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছেন না বড়ডোবার বাসিন্দারা। ওয়ার্ডের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তাঁদের এলাকা বরাবরই বঞ্চিত। এইজন্য যখন ফালাকাটায় পুরসভা নির্বাচন হয় তখন বেশকিছু শর্তে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে পরিস্রুত পানীয় জল। প্রায় তিন বছর আগে নাগরিকদের দাবি মেনে পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বড়ডোবায় পানীয় জলের কাজ শুরু হয়। ওই সময় রাস্তা খুঁড়ে বেশিরভাগ বাসিন্দার বাড়িতে পাইপলাইনের সংযোগও দেওয়া হয়। এমনকি নতুন কল বসানোর সময় বাসিন্দাদের থেকে প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ডের জেরক্সও নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পুরভোটের পর এলাকার কাউন্সিলার তথা ভাইস চেয়ারম্যান দ্রুত সব বাড়িতেই পানীয় জল চালু হবে বলেও জানিয়েছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। প্রায় তিন বছর কেটে গিয়েছে। আজও পানীয় জল আসেনি ওয়ার্ডে। এলাকার প্রায় তিন হাজার বাসিন্দা পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত।

বঞ্চিত প্রায় তিন হাজার বাসিন্দা

জলের আশায় কলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহিলারা। বড়ডোবায়।

স্থানীয় বাসিন্দা বাদল চক্রবর্তী বলেন, 'তিন বছর আগে বাড়িতে পাইপলাইন দেওয়া হয়। কাউন্সিলার জানালেন দ্রুত আমরা জল পাব। ভেবেছিলাম এবার হয় তো পরিস্রুত পানীয় জল পাবই। কিন্তু কোথায় কি? তিন বছর ধরেই ওই পাইপলাইন দিয়ে এক ফোঁটা জলও পড়েনি।'

বড়ডোবার বাসিন্দা সরলা সরকারের কথায়, 'রাস্তা খুঁড়ে পাইপলাইন বসানো হয়েছিল। বাড়িতে বসানো হয় কল। তখন আধার কার্ডের ফোটোকপিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত জল পেলাম না। বাধ্য হয়ে বাড়িতে

এরপর দশের পাতায়

বাগানের পড়ুয়াদের জন্য ফের স্টাইপেন্ড

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বন্ধ ও খোলা বড়-ছোট সব ধরনের বাগানে শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা ফের চালু করছে টি বোর্ড। ইতিমধ্যেই বিষয়টি ই-মেল মারফত বোর্ডের শিলিগুড়ির কার্যালয়ের ফ্যাক্টরি অফিসার সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

টি বোর্ডের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এজন্য সার্ভিস প্লাস নামে একটি অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই পোর্টালটি ফের খোলা হয়েছে। আবেদন করার শেষ দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি। স্টাইপেন্ডকে তিনটি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১ হেক্টর আয়তনের ক্ষুদ্র চা চাষি ও বড় চা বাগানগুলির শ্রমিক পরিবারের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়াদের পুরস্কার প্রদান, বন্ধ চা বাগান সহ অন্যান্য বড় চা বাগানগুলির শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বইপত্র ও ইউনিফর্ম বাবদ অনুদান এবং বড়, ক্ষুদ্র দু'ধরনের বাগানেরই শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাগত সহযোগিতা।

চা মহল জানাচ্ছে, কয়েক বছর আগেও টি বোর্ডের তরফে ওই ধরনের সহযোগিতা নিয়মিতভাবে করা হত। মাঝে তা বন্ধ হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভও তৈরি হয়েছিল চা বাগানগুলিতে। এমনকি কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনের শীর্ষ নেতারাও কেন্দ্রীয় শিল্পবাণিজ্য মন্ত্রকের কাছে স্টাইপেন্ড ফের চালু করার দাবিতে সরব হয়েছিলেন। টি বোর্ডের সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে চা বাগানগুলিতে বিজেপিকে বিপাকেও পড়তে হচ্ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক নেতারা এই ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে আসছিলেন।

দলের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার চা বলয়ের তিন সাংসদ রাজু বিস্ট, ডাঃ জয়ন্ত রায় ও মনোজ টিগ্গা এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দুই মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও জিতিন প্রসাদের কাছে বারবার দরবার করেছিলেন। টি বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে চা বলয়ের গেরুয়া শিবির যে স্বস্তির শ্বাস ফেলছে তা বেকায়দায় থাকা মনোজ টিগ্গার মন্তব্যেই পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি শিল্পবাণিজ্যমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। কেরলের কোচিতে একটি কর্মসূচিতে টি বোর্ডকে এটা নিয়ে চেপে ধরি। কেন এই সহযোগিতা বন্ধ রয়েছে, এমন প্রশ্ন বোর্ডকর্তাদের করেছিলাম। অবশেষে শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য টি বোর্ডের ফের এগিয়ে আসার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

চা বণিকসভা ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'স্টাইপেন্ডের জন্য আবেদন সংক্রান্ত পোর্টাল চালু হওয়ার বিষয়টি বাগানগুলিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'অবশেষে টি বোর্ডের বোধোদয় হয়েছে দেখে ভালো লাগছে।' ক্ষুদ্র চা চাষিদের সবক'টি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি বলেন, 'টি বোর্ড এতদিন কেন এটা বন্ধ রেখেছিল তা বোধগম্য নয়।'

রিয়েলিটিতে দ্বিতীয় শিলিগুড়ির পরি

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : সোনি টিভিতে সম্প্রচারিত নাচের রিয়েলিটি শো 'চ্যাম্পিয়নস কা তাশান'-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল শিলিগুড়ির পরি তামাং। এই প্রথম নয়, এর আগে ডান্স দিওয়ানে এবং সুপার ডান্সার-এর মতো জনপ্রিয় নাচের শো-তেও অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। সেখানেও প্রতিভার ছাপ রেখে এসেছে পরি।

বলিউডে পা রাখার সুযোগ পরি পায় মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। কিন্তু করোনাকাল হওয়ায় একমাত্র মেয়েকে সেখানে যেতে দেননি মা। ফের একবার সুযোগের আশায় পরির বাবা-মা।

পরি তামাং

শিলিগুড়ি দার্জিলিং পাবলিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াটির তিন বছর বয়সে নাচে হাতেখড়ি। পাঁচ বছর বয়সে রিয়েলিটি শো-য়ে অংশগ্রহণের প্রথম সুযোগ আসে। সেই শো শেষের পর করোনাকাল শুরু হয়ে যায়। তারপর বলিউডে পা রাখার সুযোগ মিললেও রাজি হননি তার মা পম্পা ও বাবা ধনে তামাং।

শিলিগুড়ির কাশ্মীর কলোনির বাসিন্দা পরি ভবিষ্যতে কোরিওগ্রাফার হতে চায়।

পোষ্য ও মালিক ।। কোচবিহার শহর লাগোয়া তোর্ষা নদীর পাড়ে। শুক্রবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

নিউ কোচবিহার থেকে চলতে পারে নতুন ট্রেন

প্রণব সূত্রধর ও পূর্ণেন্দু সরকার

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কলকাতাগামী রাতের ট্রেন পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। তবে তা সম্ভবত জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে নয়। রেল সূত্রেই খবর, আপাতত সাপ্তাহিক ট্রেনটি নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে যাত্রা করতে পারে। পরে তা দৈনিক নিউ আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে।

জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় ঘোষণা করেছিলেন, শীঘ্রই জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে কলকাতা নতুন ট্রেন চলবে। কিন্তু রেল আধিকারিকরা জানান, রোড স্টেশনে পিট লাইন সহ ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। পরিকাঠামো গড়তে অনেক সময় লাগবে। তাই বিকল্প হিসেবে নিউ কোচবিহারের কথা ভাবা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

শুক্রবার সাংসদ বলেন, 'আমি রেলমন্ত্রীর কাছে জলপাইগুড়ি রোড থেকে শিয়ালদাগামী স্লিপার এসি ও নন এসি কোচের ট্রেন চেয়েছিলাম, যে ট্রেন রাতে এখান থেকে ছেড়ে সকালে শিয়ালদা পৌঁছাবে। তবে রোড স্টেশনে কারশেড সহ কিছু পরিকাঠামোগত উন্নতি করবে রেল। তারপর ট্রেন চালুর ব্যবস্থা করা হবে বলে রেলমন্ত্রী আমাকে জানিয়েছিলেন।' জয়ন্তর সংযোজন, 'আমার প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে রেলের তরফে লিখিত জানানো হয়েছিল। এর বাইরে কে কী বলেছেন, জানি না।'

উত্তরবঙ্গ-কলকাতা যাওয়ার রাতের ট্রেনের টিকিটের জন্য সারাবছর হাহাকার থাকে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এবং পদাতিক এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও পদাতিক এক্সপ্রেসের বিশেষ চাহিদা দেখে আরেকটি ট্রেনের প্রস্তাব রেলের বিবেচনায় ছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক কর্তা বলেন, সেই ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের বদলে নিউ কোচবিহার বা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে ছাড়লে অনেক বেশি মানুষ সুবিধা পাবেন। কোনও স্টেশন থেকে ট্রেন যাত্রা করলে সেখানে পিট লাইন সহ ট্রেন রক্ষণাবক্ষেণের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে নিউ কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের দুটি স্টেশনে সেই ব্যবস্থা রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিআরএম (আলিপুরদুয়ার) অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'দক্ষিণবঙ্গগামী একটি নতুন ট্রেন চলাচলের ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হচ্ছে। তবে কোথা থেকে কবে তা চলাচল করবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।'

নয়টি নতুন ব্রাঞ্চ বন্ধনের

নিউজ ব্যুরো

২১ ফেব্রুয়ারি : বন্ধন ব্যাংক তিনটি রাজ্যে তাঁদের নতুন ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করল। তার মধ্যে কলকাতায় পোদ্দার কোর্টে একটি শাখা খোলা হয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশে ছয়টি, মহারাষ্ট্রে দুটি শাখা হয়েছে। বন্ধন ব্যাংক সারাদেশে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে ও বৈচিত্র্য আনতে কাজ করে চলেছে। এর মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছে আরও সহজে আধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে। বন্ধন ব্যাংকের এমডি ও সিইও পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত বলেন, 'আমাদের ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্কের এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা আরও দক্ষতার সঙ্গে গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে পারব।'

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my client Sri Bhanu Roy, son of Late Bhushan Chandra Roy going to obtain a loan from ICICI Home Finance Limited by depositing his landed property measuring 0.07 Acre along with single storied building standing thereon, appertaining to Plot No. 568 (R.S.), 133 (L.R.), Khatian No. 6/3 (R.S.), 1729 (L.R.), Mouza Dumriguri, J.L. No. 94, under Lower Bagdogra Gram Panchayat, Police Station Bagdogra, District - Darjeeling and my client is not able to deposit the Chain Deed being Deed No. I 3372 for the year 1940 in the name of Smt. Subhadra Rani Roy, wife of Late Bhushan Chandra Roy because the said deed has been lost or misplaced and lodge a General Diary before the Bagdogra Police Station vide G.D. Entry No. 864 dated 19-02-2025 by declaring the said fact. If any persons, Bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.

Tapash Nandi, (Advocate)
Siliguri, (M):- 94341- 51274

জল সরবরাহের পুনঃনির্মাণ, মেরামত, বৃদ্ধি, উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০৯ অফ ২০২৫, তারিখ: ১৭-০২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: ডিইএনজিএইচওয়াই-০৭-২০২৫; কাজের নাম: নিউ গুয়াহাটিতে — এসএসই/ডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি -এর এখতিয়ারের অধীনে কলোনি এবং সার্ভিস ড্রেন মেরামত সহ বিভিন্ন স্থানে ব্যাকবোন ড্রেন পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ₹২,৩৪,৮৬,৫৪৬.৯৭/-; বায়না মূল্য: ₹ ২, ৬৭, ৪০০/-; টেন্ডার নং.: ডিইএনজিএইচওয়াই-০৮-২০২৫; কাজের নাম: পাণ্ডু (পূর্ব)-তে — পিএস ট্যাঙ্ক ০৩ এবং পিএস ট্যাঙ্ক ০২ -এর মধ্যে চ্যানেল মেরামত এবং পথ মেরামত সহ আরসিসি জ্যাকেট দিয়ে পিএস ট্যাঙ্ক নং. ০৩ মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,৭২,৪৪,৩৯৪/-; বায়না মূল্য: ₹ ২,৮৬,২০০/-; টেন্ডার নং.: ডিইএনজিএইচওয়াই-০৯-২০২৫; কাজের নাম: পাণ্ডুতে — এসএসই/ডব্লিউ/ইস্ট/পাণ্ডু-এর এখতিয়ারের অধীনে পাণ্ডু ইস্ট কলোনিতে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১, ৪০, ৯০, ৯৮৮.৯১/-; বায়না মূল্য: ₹ ২, ২০, ৫০০/-; টেন্ডার নং.: ডিইএনজিএইচওয়াই-১০-২০২৫; কাজের নাম: নিউ গুয়াহাটিতে — স্বাস্থ্য ইউনিট, বসার ব্যবস্থা, টয়লেট কমপ্লেক্স ইত্যাদির উন্নতি। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১,৪০,৯১,৯২৬.৫০/-; বায়না মূল্য: ₹ ২, ২০, ৫০০/-; টেন্ডার নং.: ডিইএনজিএইচওয়াই-১১-২০২৫; কাজের নাম: নিউ গুয়াহাটিতে — এসএসই/ডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি -এর অধীনে এসটি/১৭ থেকে সিএন্ডডব্লিউ -এর দিকে যাওয়ার সার্ভিস রোড, ডিজেল শেড এবং অন্যান্য পরিষেবা ভবনের পুনর্নির্মাণ এবং মেরামত। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১, ১২, ৭২, ৫৯৭.৯৬/-; বায়না মূল্য: ₹ ২,০৬,৪০০/-; উপরের সমস্ত টেন্ডারের বন্ধের তারিখ ও সময় ১২-০৩-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ১২-০৩-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিই/গুয়াহাটি, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি মাস, ২০২৫-এর ই-অকশন সূচিতে সংশোধনী। এইচএলআর ডিপোর বর্তমান নিলামের তারিখ : ২৫.০২.২০২৫। এইচএলআর ডিপোর সংশোধিত নিলামের তারিখ : ২৪.০২.২০২৫ ও ২৮.০২.২০২৫ (অতিরিক্ত)। অন্যান্য সকল তারিখ অপরিবর্তিত থাকবে। (Stores-80/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender Notice

E-NIT No. 14/e-Chl-I/PS/ 2024-25, Dated- 21.02.2025, Online applications for e-Tender are invited by the U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement website www.wbtenders.gov.in.
Details may be seen in the office during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-I Dev Block and District Website, Malda.

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-I Panchayat Samity

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/ডি/নিউ বঙাইগাঁও, এন.এফ. রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য মার্চ/২০২৫ মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	তারিখ
১	মার্চ / ২০২৫	০৪-০৩-২০২৫, ১১-০৩-২০২৫, ১৮-০৩-২০২৫ এবং ২৮-০৩-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/ডি/নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PRIMARY SCHOOL COOCH BEHAR

(Recognised by Directorate of School Education, Government of West Bengal

REQUIREMENT OF STAFF

1. Vacancies available in Army Primary School, Cooch Behar :-

Post	Qualification
Pre/Primary School Teachers	Graduate with B.Ed/Two Years Diploma in Elementary Education (D.El.Ed)/NTT/Montessori trg from recognized institution.
Sports/ Activity Teacher	Degree/Post Graduate in Phy edu i.e. B.P.Ed/M.P.Ed. (a course prescribed by NCTE) from a recognized university. Certification in Yoga & Martial Arts of any form.
Head Clerk cum Acct Clerk	Preferably an Ex-serviceman clerk upto the age of 55 years, with minimum 5-10 years of experience in office management, account handling as Head Clerk and drafting experience.

Preferences will given to experienced, highly motivated & creative candidates with good communication skills with adequate flair of music knowledge.

Note:
(i) Computer literacy is mandatory for teacher applicant
(ii) Selection Process. Through Interview by the Board, only short listed candidates will be informed telephonically for interview. (iii) No TA/DA admissible for interview.
(iv) Age. Minimum 25 years at the time of joining
(v) Interested Candidate to submit application alongwith Resume/CV and self-attested supporting documents and also sports regarding certificate to the School Office.
Application to be forwarded by hand/speed post at following address latest by 05 March 2025 :-

Army Primary School
Military Station, N. N. Road, Gwalapatti, Cooch Behar, West Bengal-736101
E-mail at appscoochbehar@awesindia.edu.in
School Office Contact No - 7047970757

সংশোধনী-০৩

"১০ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বুট এর আধারে (বিল্ড অউন অপারেট ট্রান্সফার) কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনের কোচসমূহে প্রক্ষালিত লিনেনের লোডিং এবং কাটিহার, কিশনগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশনের কোচসমূহ থেকে নোংরা লিনেনের সংগ্রহ। কাটিহারে যন্ত্রচালিত লন্ড্রীর পরিচালন এবং সম্পর্কিত পরিকাঠামো ও সরঞ্জাম, প্ল্যান্টের যোগান, স্থাপন, কমিশনিং কাজের হেতু টার্ণ-কী ঠিকার" কাজের জন্যে টেন্ডার নোটিস নং. ২০-বিওওটি-কেআইআর-২৪ যোগে জারি করা টেন্ডারে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে:

ক্রম সংখ্যা.	আইটেম	পূর্বে উল্লেখিত অনুসারে	এখন এইরকমে পড়তে হবে
১	পৃষ্ঠা ২২ এবং ২৩ ১.৪.১.১ (xxi) স্কোরিঙের টেবল	ক্রমিন নং. ১ এর ওজন = ২০% ক্রমিন নং. ২ এর ওজন = ৩৫% ক্রমিন নং. ৩ এর ওজন = ২০% ক্রমিন নং. ৪ এর ওজন = ২৫%	ক্রমিন নং. ১ এর ওজন = ২৫% ক্রমিন নং. ২ এর ওজন = ৫০% ক্রমিন নং. ৩ এর ওজন = ২৫% ক্রমিন নং. ৪ এর ওজন =
২	পৃষ্ঠা ২২ এবং ২৩ ১.৪.১.১ (xxi) স্কোরিং নোটের টেবল	যিহেতু এই ঠিকার জন্যে নির্দিষ্ট মানব শক্তি নেই, ফার্মটিকে নিশ্চিতভাবে পরিশিষ্ট IV সম্পূর্ণ করতে হবে এবং উক্ত কাজের জন্যে নিয়োজিত হওয়া মানব শক্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উপরোক্ত টেবলের আইটেম ৪ এর মূল্যাঙ্কন এই পরিশিষ্ট ভিত্তিতে হবে।	বাদ দেওয়া হয়েছে

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

চিতা : ব্লাড ব্রাদার্স দুপুর ১.৫০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, বিকেল ৪.১০ হিরোগিরি, সন্ধে ৭.০০ বিবেক, রাত ৯.৫০ শুধু তোমার জন্য

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.০০ স্বপ্ন, বিকেল ৫.০০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ১০.০০ পিতা মাতা সন্তান, ১২.৩০ থাই কারি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ মন মানে না, ১০.০০ নায়ক- দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ বিবাহ অভিযান, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.৩০ ভালোবাসা ভালোবাসা, রাত ১০.৩০ প্রতীক, ১.০০ প্রতিদ্বন্দ্বী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শ্যামলী, সন্ধে ৭.৩০ বিরোধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্রেফতার, রাত ৯.০০ আই লভ ইউ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৫ জুদাই, বিকেল ৪.৩৫ টয়লেট : এক প্রেম কথা, সন্ধে ৭.৩০ সনম তেরি কসম, রাত ১০.২৩ আইপিসি ৩৭৬

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.২২ তু খিলাড়ি ম্যায় অনাড়ি, বিকেল ৪.৩২ কিশন কানহাইয়া, সন্ধে ৭.৩০ জাল : দ্য ট্র্যাপ, রাত ১০.১৬ ভূতমামা

সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.৪৯ রাজ, দুপুর ১.৩২ শোলা অওর শবনম, বিকেল ৪.৩৪ সীতা অওর গীতা, সন্ধে ৭.৫৪ বড়ে ঘর কি বেটি, রাত ১০.৫৪ হাত কি সফাই

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.১৫ কিংসম্যান : দ্য সিক্রেট সার্ভিস, বিকেল ৫.১৫ রায়া অ্যান্ড দ্য লাস্ট ড্রাগন, সন্ধে ৬.৪৫ ব্ল্যাক প্যান্থার, রাত ৯.০০ বেবিজ ডে আউট, ১০.৩০ দ্য কনজিওরিং-টু

প্রাণের উৎসব সন্ধে ৭.০০ সান বাংলা

টয়লেট : এক প্রেম কথা বিকেল ৪.৩৫ অ্যান্ড পিকচার্স

রায়া অ্যান্ড দ্য লাস্ট ড্রাগন বিকেল ৫.১৫ স্টার মুভিজ

বিবাহ অভিযান দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

Public Notice dtd. 22-02-2025

I am going to surrender my SEBI registration certificate as a Research Analyst with registration number INH300007651 and BSE RA Enlistment Number 5381. If anyone has any grievances, they can lodge the grievances at scores.gov.in

- Arunabha Chakraborty
Jalpaiguri, West Bengal
9932533339/9932776287

Tender Notice

E-tenders are invited for : Installation of leaded door and taking out windows from X-Ray Unit, Rambi RH, Kalimpong GTA (3rd Call) (Tender ID : 2025_HFW_818915_1) (Last Date : 28.02.2025) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in.
The CMOH Office, Kalimpong, Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samity, Kalimpong

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ২০৪-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ : ১৩.০২.২০২৫ এবং ২০২, ২০৩, ২০৭-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ১৮.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্রমিক নম্বর ১। টেন্ডার নম্বর : ২০৪-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুরের অধীনে মন্দার হিল - হাঁসডিহা শাখার মধ্যে [illegible] হল্ট স্টেশন, [illegible] এবং টিকানি - [illegible] স্টেশনের মধ্যে [illegible] হল্ট স্টেশনে আইভিএস ব্যবস্থাকরণের জন্য সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,১১,৮৬,৪৬৮.৪৯ টাকা। ক্রমিক নম্বর ২। টেন্ডার নম্বর : ২০২- এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে মালদা ডিভিশনে ১৬টি ব্রীজের থ্রু গার্ডারের পেন্টিং (ব্রিজ নং ১৬৪ আপ, ৩৬৮ আপ ও ডাউন, ৩৬৩/ডি আপ, ৪৬/ডি, ৬১, ৯৯, ১১১, ১১৩, ১২৩, ১২৭, ১৪৯, ১৫৩, ৮৫, ৩২৯আর এবং ২১৫) বকেয়া পেন্টিং পিরিয়ড অফ ২০২৫-২০২৬ এবং মোট ব্যাপ্তি ৮৮টি-এর কিমিঃ ২৫৮/০-২৬০/২-তে অবস্থিত ব্রিজ নং ৪৬/ডি আপ ও ডাউন পরিদর্শন ও পরিষ্কারের জন্য ভারা নির্মাণ এবং অন্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,১৭,৩৫,৪৪৯.৭০ টাকা। ক্রমিক নম্বর ৩। টেন্ডার নম্বর : ২০৩-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিক্ষেত্রাধীনে ভাগলপুর স্টেশনে যাত্রী সুবিধার উন্নয়নের জন্য এসআইজি গ্রুপের সঠিক কার্যকারিতার জন্য বিদ্যমান বিল্ডিং-এর উন্নয়ন কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ৪১,৯৩,১৪০.৭৭ টাকা। ক্রমিক নম্বর ৪। টেন্ডার নম্বর : ২০৭-এমএলডিটি-২৪-২৫। কাজের নাম : সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জের অধিক্ষেত্রাধীনে লিমিটেড হাইট সাবওয়ে নং ৭৭, ৯৭ এবং ১০৬-এ শেড, পাম্প হাউস ড্রেন সাম্প, পাম্পিং ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ১,৩১,৩১,৬১৩.৪৮ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৭.০৩.২০২৫ দুপুর ৩.৩০ মিনিট ক্রমিক নং ১-এর জন্য, ১৩.০৩.২০২৫, সকাল ১১.৩০ মিনিট ক্রমিক নং ২, ৩ ও ৪-এর জন্য। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in /ডিআরএম অফিস/মালদা। (MLD-227/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

দুধমোড় এলাকায় ২৬০ sq.ft. গ্যারাজ বিক্রয়। M : 98323-82131. (C/115082)

জ্যোতিষ

ছেলেমেয়ের, বিবাহে বিলম্ব, কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষ খণ্ডন, সংসারে অশান্তি, ছেলেমেয়ে অবাধ্য, সন্তানহীন, জ্যোতিষী ও তন্ত্র জগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তন্ত্রসাধক, অধ্যাপক ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী, এমএপিএইচডি। যোগাযোগ :- 9002004418, নিজস্ব চেম্বার, শিলিগুড়ি, সেবকরোড।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, মালদার জন্য মার্কেটিং স্টাফ প্রয়োজন। M : 8653877529. (M/M)

•

শিলিগুড়ি এবং শিলিগুড়ির আশেপাশে এলাকাতে কাজ করবার জন্য প্রচুর সিকিউরিটি সুপারভাইজার চাই, বেতন 12,000/- থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। OT+PF+ESI, (M) 9434603126, 8695090771. (C/114879)

•

Wanted High School Teacher only for Science Group. Hessed English School (Baniagaon, Samuktala, Alipurduar, W.B.), Qualification : M.Sc. or B.Sc. (with D.El.Ed or B.Ed.), Salary : Initial 20K, Accomodation : Free, Mandatory to be fluent in English, Contact for further information 7063787068, Email Id : hessedenglishschool@gmail.com (C/115025)

SUNSHINE SCHOOL

Birpara-Alipurduar, WB-735204, (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi) Applications are invited for the following post:- PGT-Biology. Hand written application with Bio-Data and photocopies of Marksheets should reach the Principal before 05/03/2025. The same can be mailed to sunshineschool_1992@rediffmail.com- Principal. (C/114877)

VACANCIES

PGT- Physics, Chemistry, TGT-English, PRT- Bengali, Mathematics, Mother Teacher (LKG). For a CBSE school in Islampur,U.D. Please submit your resume in greenvalleyisp@gmaill.com or in WhatsApp +918617428281. (S/N)

Delhi Public School

(DPS-Dooars), Ethelbari-Allipurduar, W.B.-735204, Affiliated to CBSE-New Delhi-Affiliation No. 2430291. Application are invited for the following post:- PGT-Computer Science. Aspiring candidates may forward handwritten Application with Marksheets to the Principal by 05/03/2025. The same can be mailed to dpsdooars@gmail.com- Principal (C/114877)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৪/ডিসেম্বর/০১ তারিখঃ ১৯-১২-২০২৪ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৭

টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/এনটিডি/ইপিসি/২০২৪/০৫ এর বিপরিতে সংশোধনী- ৭ জারি করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in এ অবলোকন করুন।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/লামডিং
প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর সৌজন্যে পারিবারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন। উচ্চ-শিক্ষায় বাধা কাটবে। বৃষ : চাকরির ক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। পেটের কারণে সামাজিক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। মিথুন : একাধিক উপায়ে আয়বৃদ্ধির যোগ। কাউকে কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারায় অনুতাপ। কর্কট : সাংসারিক দায়িত্ব বাড়বে। জমি কেনাবেচায় অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। সিংহ : রপ্তানি ব্যবসায় বড় বরাত পেতে পারেন। আধ্যাত্মিক চর্চায় শান্তি। কন্যা : রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। শ্লেষ্মা, বাতের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : আধ্যাত্মিক কোনও মানুষের সংস্পর্শে মনে শান্তি মিলবে। লটারি, ফাটকায় প্রাপ্তিযোগ। বৃশ্চিক : কোনও বন্ধুর সাহায্যে ব্যবসায়িক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পড়ুয়াদের বিদেশযাত্রায় যোগ। ধনু : মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। কর্মক্ষেত্রে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। মকর : বাড়ি নির্মাণে হাত দিতে পারেন। প্রেমে মান অভিমান চলবে। কুম্ভ : সারাদিন আনন্দে কাটবে। সন্ধের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগম। মীন : কোনও নিকট আত্মীয়ের পরামর্শে আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। প্রেমে শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ফাল্গুন, ১৪৩১, ভাঃ ৩ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৯ ফাগুন, সংবৎ ৯ ফাল্গুন বদি, ২৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১০, অঃ ৫।৩২। শনিবার, নবমী দিবা ৯।৪৩। জ্যেষ্ঠনক্ষত্র দিবা ২।৪২। হর্ষণযোগ দিবা ৯।২৭। গর-করণ দিবা ৯।৪৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১০।৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টে-াত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ২।৪২ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৯।৪৩ গতে উত্তরে। কালবে-লাদি- ৭।৩৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪২ মধ্যে ও ৪।৭ গতে ৫।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৫২ মধ্যে ও ৪।৩৬ গতে ৬।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৭।৩৬ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।২৭ গতে পুনঃযাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৪৯ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৬ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ১।৪৯ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শেষ লগ্নে বিক্ষিপ্তভাবে ধসার প্রকোপ আলুতে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : আলু চাষে সবথেকে বড় আতঙ্কের নাম নাবিধসা। চাষি এবং কৃষিকর্তাদের অভিজ্ঞতায়, ভাইরাসঘটিত এই রোগের আক্রমণের সবথেকে বেশি ভয় থাকে চাষের একেবারে গোড়ায়। যে সময় বীজ থেকে সদ্যোজাত চারা মাটি ফুঁড়ে বের হয় সেসময় ধসা লাগলে ফলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সাধারণভাবে শুরুতে ধসার আতঙ্ক থাকলেও এবারে একেবারে শেষ পর্যায়ে আলু চাষে ধসার ভয়ে বুক কাঁপছে কৃষকদের। কারণ, ব্যাপকহারে না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে জমির কিছু অংশে ধসার খবর আসছে।

জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল সাহা বলেন, 'চলতি বছরে জেলায় ধসার খবর নেই বললেই চলে। বিক্ষিপ্তভাবে কোনও জায়গা থেকে চাষে ক্ষতির খবর পেলেই আধিকারিকরা পৌঁছে যাচ্ছেন। তবে জেলায় আলুর যা বয়স হয়েছে তাতে বড়সড়ো ক্ষতির আশঙ্কা কম। আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। তবে কৃষকরা যেন বিভ্রান্ত না হন সেটাও প্রচার চলছে।'

তবে আলুর ফলন নিয়ে চিন্তিত ধূপগুড়ি গধেয়ারকুঠি গ্রামের বাসিন্দা দেবাশিস রায় বলেন, 'গোটা জমিতে না হলেও মাঝে মাঝেই ধসায় মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে চাষের। আমাদের গ্রামজুড়েই ধসায় ক্ষতি হয়েছে। এভাবে চললে ফলন কম হবে। বড় লোকসানের মুখে পড়বেন কৃষকরা।'

ফলন-মজুত

- কৃষি দপ্তরের পূর্বাভাসে হেক্টর প্রতি ২৮ মেট্রিক টন আলুর ফলন
- জেলায় এবার ১ কোটি ৯৫ লাখ ৭০ হাজার ২০০ প্যাকেট আলুর ফলন হওয়ার কথা
- জলপাইগুড়ি জেলায় চলতি মরশুমে ২৭টি হিমঘরে আলু মজুত হবে
- ৩০ শতাংশ বন্ড থাকবে প্রশাসনের হাতে

এই মুহূর্তে জেলায় মরশুমি আলুর বয়স গড়ে ৭০ দিনের আশপাশে। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি মরশুমে মোটামুটি ৩৪ হাজার ৮৭০ হেক্টর জমিতে মরশুমি সাদা জ্যোতি ও লাল হল্যান্ড আলুর চাষ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক ফলনের আভাস দিচ্ছেন কৃষি আধিকারিকরা। প্রশাসন থেকে হিমঘর কর্তৃপক্ষ এখন ব্যস্ত আলু সংরক্ষণ নিয়ে। জলপাইগুড়ি জেলায় চলতি মরশুমে ২৭টি হিমঘরে আলু মজুত হবে। আলুর উৎপাদন নিয়ে কৃষি দপ্তরের পূর্বাভাসে হেক্টর প্রতি ২৮ মেট্রিক টন আলু ফলনের কথা বলা হয়েছে। সেই হিসেবে জেলায় এবারে মোটামুটি ১ কোটি ৯৫ লাখ ৭০ হাজার ২০০ প্যাকেট আলুর ফলন হওয়ার কথা। জেলায় হিমঘরের যা ধারণক্ষমতা তাতে কমবেশি এক কোটি প্যাকেট বা ফলনের ৫০ শতাংশের কিছু বেশি আলু হিমঘরে রাখা সম্ভব।

আলু ব্যবসায়ীদের দাবি, আলু তোলার মরশুম শুরু হতেই দক্ষিণবঙ্গ, বিহার এবং অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে রেক ও লরি বোঝাই আলু পাঠানো শুরু হবে। হিমঘর মালিক সমিতির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক মনোজ সাহা বলেন, 'প্রশাসনিক নির্দেশিকা মেনেই হিমঘর আলু মজুত করবে। কোনও জায়গাতেই কৃষকদের যাতে সমস্যায় না পড়তে হয় সেদিকে নজর রাখবে হিমঘরগুলি। আশাকরি প্রশাসনিক নজরদারিতে নির্বিঘ্নে আলু মজুত হবে।'

উত্তরের শিকড়

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ভদ্রেশ্বর শিব মন্দির

উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ময়নাগুড়ির ভদ্রেশ্বর শিব মন্দির। ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েতের মরিচবাড়িতে সবুজে ঘেরা এলাকায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। নিউ দোমোহনি রেলস্টেশন থেকেও এই মন্দিরটি সহজে দেখা যায়। ময়নাগুড়ি শহর থেকে দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে এই শিব মন্দিরটি অবস্থিত। মাটির নীচে মূল শিবলিঙ্গটি রয়েছে। এখানে নকশা করা বিভিন্ন পাথর উদ্ধার হয়েছে। সেগুলি মন্দির চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের মুখে পাথরের ছোট দুটি ষাঁড় আছে। ওয়াকিবহাল মহলের মত, সরকারি হস্তক্ষেপে খননকার্য হলে প্রত্নতাত্ত্বিক নানা উপাদান এখান থেকে পাওয়া যাবে। গবেষকদের কাছেও এই মন্দির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ময়নাগুড়ি ব্লকজুড়ে জল্পেশ, জটিলেশ্বর, বটেশ্বর ও সদরখই সহ বিভিন্ন মন্দিরের সঙ্গে ভদ্রেশ্বর মন্দিরের সামঞ্জস্য রয়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। প্রাচীনকাল থেকে প্রতিবছর শিবচতুর্দশীতে এখানে ঘটা করে পুজো হয়ে আসছে।

তাছাড়া শ্রাবণ মাসে এখানে অনেক পুণ্যার্থী শিবলিঙ্গে জলাভিষেক করেন। সেসময় এখানে প্রচুর পুণ্যার্থী সমাবেশ হয়। গবেষকদের মতে, নবম থেকে দশম শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই মন্দির। এটিকে ঘিরে এলাকার পর্যটন বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আশায় স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকদিন ধরে রয়েছেন। তবে সরকার বা প্রশাসনের তরফে এই মন্দিরকে প্রচারের আলোয় আনা বা মন্দিরের উন্নয়নের জন্য তেমন কোনও কাজ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ। প্রশাসন তেমন কোনও উদ্যোগ না দেখানোয় স্থানীয় বাসিন্দারা হতাশ।

রিসর্টের অনিয়ম বন্ধে কড়া প্রশাসন

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : গরুমারা, লাটাগুড়ি ও চাপড়ামারির জঙ্গল ঘিরে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলিকে নিয়ে নাজেহাল প্রশাসন ও বন দপ্তর। কোথাও রাতবিরেতে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজছে, কোথাও অবৈধভাবে নাইট সাফারি করানো হচ্ছে। কারও রিসর্ট আবার অবৈধভাবে সরকারি জায়গা দখল করে তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় রিসর্ট চালানোর জন্য বেশ কিছু গাইডলাইন থাকলেও তা মানছেন না বেশিরভাগ রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। এবার সেইসব রিসর্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি কঠোরভাবে গাইডলাইন বলবৎ করছে প্রশাসন। এজন্য রিসর্ট মালিকদের নিয়ে আগামী সপ্তাহেই প্রশাসনিক বৈঠক হবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে অবশ্য স্বাগত জানাচ্ছে রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও।

গরুমারা, লাটাগুড়ি ও চাপড়ামারি জঙ্গলকে কেন্দ্র করে একের পর এক রিসর্ট গড়ে উঠেছে। এই এলাকায় নথিভুক্ত রিসর্টের সংখ্যা ২২০। অভিযোগ, এদের অনেকেই নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করছেন না। কোথাও গভীর রাত পর্যন্ত বাজছে ডিজে। পূর্ব লাটাগুড়ির স্টেশন যাওয়ার রাস্তায় একটি বিলাসবহুল রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে এজন্য সতর্ক করা হয়েছিল। কোথাও বিয়ের পার্টিতে আলোর ঝলকানি চলছে রাতভর। রিসর্টে থাকার জন্য নিয়মমাফিক পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা থাকলেও বেশ কয়েকটি রিসর্টে ঘণ্টাপিছু ঘরভাড়া দেওয়া হচ্ছে। অবৈধ কাজে ঘরভাড়া দেওয়ায় জন্য মহালক্ষ্মী কলোনিপাড়ার একটি রিসর্টে পুলিশ অভিযান চালায়। বনকর্তাদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়ে কয়েকটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ আবার পর্যটকদের জঙ্গলের রাস্তায় নাইট সাফারি করাচ্ছে। চড়া টাকা নেওয়া হচ্ছে এই নাইট সাফারির জন্য। সম্প্রতি লাটাগুড়ি নেওড়া নদী সংলগ্ন একটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পর্যটকদের আটকে রাখার অভিযোগ ওঠে। প্রবীণ পর্যটকদের দলটিকে উদ্ধার করে পুলিশ অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করে।

লাটাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার অভিযোগ করেন, 'রিসর্টগুলির অব্যবস্থায় শুধু মানুষ নয়, বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না।' চালসার পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলে, 'বহু সরকারি জায়গা ও জঙ্গলের জমি দখল করে অবৈধভাবে রিসর্ট গড়ে উঠেছে। প্রশাসনের তরফে গত বছর একাধিক রিসর্টের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। তবে কয়েক মাস পরেই ফের সেই জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন সবকিছু জেনেও নির্বিকার।'

দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মে চলা রিসর্টগুলির বিরুদ্ধে এবার কড়া অবস্থান নিতে চলেছে প্রশাসন। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রদীপ রোশন দেশমুখ জানান, 'গাইডলাইন বেঁধে দিতে আগামী সপ্তাহেই ব্লক প্রশাসন, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ ও বন দপ্তরকে নিয়ে বৈঠকে বসা হবে। এরপর নিয়মভঙ্গকারী রিসর্টগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।' ক্রান্তি ব্লকের বিডিও রিমিল সোরেন জানান, বিভিন্ন সময় বেশ কিছু রিসর্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। আগামীতে ওই রিসর্টগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'কোনও রিসর্ট সরকারি গাইডলাইন না মানলে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিলে আমরা প্রশাসনের পাশে আছি।'

বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানান, আগামীতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সেই চেষ্টা করা হবে।

১৩ বছরেও গন্ডার নেই পাতলাখাওয়ায়

শিবশংকর সূত্রধর

পুণ্ডিবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : জলদাপাড়া, গরুমারার পর কোচবিহারের পাতলাখাওয়াতে গন্ডারের আবাসস্থল তৈরির কাজ এক দশক আগে শুরু হয়। ১৩ বছর ধরে সেখানে পরিকাঠামো তৈরির কাজ চললেও বন দপ্তর এখনও পর্যন্ত সেখানে গন্ডার ছাড়তেই পারল না। পরিকাঠামোর কাজই নাকি শেষ হয়নি। সেখানে নতুন করে আরও ৩০ হেক্টর জমিতে গন্ডারের খাওয়ার জন্য ঘাস রোপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেজন্য নাসারিগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গন্ডারের আবাস তৈরি করতে আগেই বনাঞ্চলের কিছু অংশে বৈদ্যুতিক তার বসানো হয়েছিল। কাদাযুক্ত জলাশয় ও গন্ডারের খাবারের জন্য নানারকম গাছপালা রোপণ করা হয়। কিন্তু বছরের পর বছর পরিকাঠামোর কাজ চললেও তা বাস্তবায়ন কবে হবে তা বন দপ্তরও স্পষ্ট করে জানাতে পারেনি। দ্রুত গন্ডার ছাড়ার দাবি উঠেছে।

২০১২ সালে হিতেন বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন এখানে গন্ডার ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। হিতেন বর্মন বলেছেন, 'আমার পরে বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বনমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনিও পাতলাখাওয়ায় গন্ডার ছাড়ার জন্য তোড়জোড় করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সেই কাজ কী অবস্থায় রয়েছে জানা নেই। এখানে গন্ডার ছাড়া হলে কোচবিহার পর্যটনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জায়গায় পৌঁছাবে।' ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আবাসস্থলের জন্য ধাপে ধাপে টাকা ঢুকছে। সেই টাকায় পরিকাঠামো তৈরি চলছে। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে।'

কোচবিহারের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল অন্যতম। সেখানকার রসমতি পরিবেশ পর্যটনকেন্দ্রে একসময় বহু পর্যটকের ভিড় হলেও ২০২১ সাল থেকে সেখানে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাইসনের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই বন দপ্তর এই সিদ্ধান্ত নেয়। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পুঁটিমারি বক্সিরবসে ১৬০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে এই পর্যটনস্থল। বুড়িতোর্ষা নদীর এলাকা বাদ দিলে ১৪০০ হেক্টরজুড়ে বনাঞ্চল রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি সেখানে হরিণ, বাইসন, ময়ূর, বন্য শুয়োর, অজগর, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও কীটপতঙ্গ দেখা যায়। তবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিকল্পনা করেও কেন সেখানে গন্ডার ছাড়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'আগে এখানে বহু পর্যটক এলেও এখন পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ। যদি এখানে গন্ডার ছাড়ার পর জঙ্গল সাফারি শুরু করা হয় তাহলে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। এই পর্যটনস্থলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দারাও রুটিরুজির জোগাড় করতে পারবেন।'

বসন্তের গোধূলিবেলায়

কোচবিহারে সাগরদিঘির পাড়ে শুক্রবার অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

৪৫ হাজারে মাসকেট, দোনলা লাখ টাকায়

বিহার-বাংলা সীমান্তের গ্রাম এখন অবৈধ অস্ত্রের আঁতুড়। তবে, লাইনম্যান ছাড়া সেই ডেরায় পৌঁছানো অসম্ভব। একবার এন্ট্রি পেলে আর পকেটে টাকা থাকলেই হাতের মুঠোয় ওয়ান শটার, মাসকেট, পিস্তল।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : ফেব্রুয়ারির বিকেল। সাড়ে তিনটে বাজতে না বাজতেই সূর্যের আলো কেমন যেন ফিকে হয়ে এসেছে। ইসলামপুরের বিহার মোড় থেকে বিহারের পুটিয়ার দিকে যাওয়া ভাঙাচোরা রাস্তায় ইতিউতি গাড়ি ছুটছে। বড় রাস্তা থেকে মেঠোপথ নেমে গিয়েছে গ্রামের ভিতর। সেই রাস্তা ধরে প্রায় চার কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছানো গেল 'স্যরজি'-র ডেরায়।

পেটানো চেহারা। লম্বা জ্যাকেট আর প্যান্টে মানিয়েছে বেশ। পায়ের জুতোটাও দামি। শুধু চোখের চাউনি দেখলে বোঝা যায়, মানুষটা খুব সহজ নন। আপ্যায়নে অবশ্য ত্রুটি নেই। বসতে বললেন আন্তরিকভাবে। শীতের শেষলগ্নেও বিহার-বাংলা সীমান্তে ঠান্ডার আমেজ রয়েছে। আশপাশে তিন-চারজন তরুণ কাঠ জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছে। হাতে গরম চায়ের গ্লাস তুলে দিয়েই স্যরজির কাটা কাটা উচ্চারণে প্রশ্ন, 'কী জানতে চান বলুন?'

বিহার-বাংলা সীমান্তে চিকেন নেকের এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ হয় বুলেটে। তাই অস্ত্রের কারবার এখানকার ওপেন সিক্রেট। পাঞ্জিপাড়ায় পুলিশের ওপর শুটআউটের ঘটনায় বিচারাধীন বিন্দর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এই রুট ধরেই পৌঁছেছিল বলে মনে করেন তদন্তকারী অফিসারদের একাংশ। এখানে হাওয়ায় কান পাতলেই জানা যায়, শুধু অস্ত্র নয়, নোটের বান্ডিল হাতে থাকলে কাজ হাসিল করে দেবে সুপারি কিলাররা। গত বছর ইসলামপুর শহর লাগোয়া মাদারিপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ধাবায় শুটআউটে এক তৃণমূল নেতার মৃত্যু হয়। মোটা টাকা দিয়ে বিহারের সুপারি কিলারদের দিয়ে ওই কাজ করানো হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছিল। একই কায়দায় গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ রাহিকে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে খুন করা হয়েছিল। গোয়ালপোখরের মদিনাচক, চোপড়ার দিঘাবানা, ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় শুটআউটে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু- একের পর এক ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে এলাকার

ইসলামপুর

মাটি কতটা রুক্ষ-কঠিন।

গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে পাঞ্জিপাড়ায় অভিযান চালিয়ে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ১৮০ রাউন্ড কার্তুজ, পাঁচটি সেমি অটোমেটিক ৭ এমএম পিস্তল, তিনটি ওয়ান শটার ও ১০টি ম্যাগজিন উদ্ধার করেছিল। সেই সময় উদ্ধার হওয়া ওই অস্ত্রের বাজারদর ছিল পাঁচ লক্ষ টাকারও বেশি। পুলিশের এক অফিসারই জানিয়েছিলেন, এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। আর সেই সুযোগে কোটি কোটি টাকার অস্ত্রের কারবার শিকড় ছড়াচ্ছে।

একটা ওয়ান শটার কেমন পড়বে? প্রশ্ন শুনে স্যরজি যেন একটু হাসলেন। গলার মেরুন মাফলারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে খুব নির্লিপ্ত গলায় বললেন, 'কিনবেন? আগে আপনাকে ৮০০০-এ দিতে পারতাম। এখন ১৫ হাজার পড়ে যাবে।' আচমকা এত দাম বাড়ল কেন, প্রশ্ন শুনে স্যরজি একঝলক মেপে নিলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'এখন অনেক ভালো মেশিন তৈরি হচ্ছে। দাম বাড়ছে, ডিমান্ডও বাড়ছে।'

হাতের ইশারায় এক শাগরেদকে ডেকে নিলেন। বললেন, 'মেশিনের দামগুলো একটু বলে দে।' গড়গড় করে তিনি বলে গেলেন, ৭ এমএম পিস্তলের দাম পড়বে ৫০ হাজার টাকা। আর ৯ এমএম পিস্তলের দাম শুরুই হচ্ছে ৬০ হাজার থেকে। যত ভালো মেশিন নেবেন দাম তত বেশি। মাস্কেট অবশ্য ৪৫ হাজার টাকায় হয়ে যাবে।

অস্ত্রের আঁতুড়ে বসে জানা গেল, প্রভাবশালী, দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'দাদাদের' যোগ। যাদের দাপটে গত পঞ্চায়েত ভোটে একের পর এক অঞ্চলে দলীয় প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। সারা বছর এলাকায় নিজের 'দবদবা' কায়েম রাখতে অনুগত বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে পিস্তল, মাস্কেট, দোনলা বন্দুক, ওয়ান শটার। সবই পাওয়া সহজ। তবে তার জন্য মোটা টাকা ফেলতে হবে। 'দাদাদের' কোনও রাজনৈতিক রং আছে? মানে একেকজন কি একটা কোনও পার্টির সঙ্গে কাজ করেন, বুঝিয়ে বলি প্রশ্নটা। স্যরজির সোজসাপটা জবাব, 'আমাদের টাকা নিয়ে মতলব। যেখান থেকে টাকা পাই আমাদের মাল সেখানে পৌঁছে যায়। রাজনীতি নিয়ে ভাবি না। তাতে তো পেট চলবে না।' ডেরা থেকে বেরিয়ে বাইকে ফেরার পথ। হাত তুলে বিদায় জানালেন স্যরজি।

ছাদে ফুটো, বন্ধ ওটি রুম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ১৫০ কোটি খরচে তৈরি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না। ফলস সিলিং বিপর্যয়ের পর এবার সামনে এসেছে ছাদ চুইয়ে জল পড়ার ঘটনা। আর এর ফলেই সুপারস্পেশালিটি বিভাগে অন্তর্বিভাগ, অপারেশন থিয়েটার (ওটি) চালু করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

বৃষ্টি হলেই সুপারস্পেশালিটি ব্লকের ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। বিষয়টি সামনে আসতেই ছাদ মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'একাধিকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছি। শুনেছি, এজেন্সি এসে দেখেও গিয়েছে। কিন্তু কবে হবে তা এখনও বুঝতে পারছি না।'

ছাদ চুইয়ে ছ'তলা ভবনের ওপরতলায় থাকা ওটি রুমগুলিতে জল ঢুকতে দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় ওপরতলায় থাকা কোনও ওটিতেই সরঞ্জাম বসানো যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা নজরে আসার পরেই পূর্ত দপ্তর একটি রিপোর্ট তৈরি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়। কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনেও সেই রিপোর্ট পাঠানো হয়। এর পরে দ্রুত এই ব্লকের ছাদ মেরামতির জন্য কেন্দ্রের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও ছাদ মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের উচ্চপদস্থ বাস্তুকার সৌরভ ওঝার বলেন, 'এজেন্সি এই মাসেই কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু এখনও কাজ শুরু করেনি। আমরা আরও একবার ওই এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

আবেগ আর নেই, অন্য ছবি হিলি সীমান্তে

বিধান ঘোষ

হিলি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কারও আর তোড়জোড় নেই। বাড়তি নজরদারির বন্দোবস্তও হয়নি। নিত্যদিনের মতোই কর্তব্যে অবিচল জওয়ান। সাধারণ মানুষও ভিড় করেননি। ম্লান হয়েছে উন্মাদনা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সবাইকে যেন আক্ষেপ গ্রাস করেছে।

ফি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকালে হিলি চেকপোস্ট মেতে উঠত ভারত-বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মীদের সৌহার্দ্য মেলবন্ধনে। দশক দুয়েক থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ আসতেন চেকপোস্টে। কিন্তু এবার ছবিটা আলাদা। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মাহেন্দ্রক্ষণের চিত্রই খোলনলচে বদলে গেল। পড়শি দেশের পটপরিবর্তনের প্রভাব পড়ল দু'দেশের উদযাপনের অনুষ্ঠানে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

অন্যসব দিনের মতোই রইল হিলি চেকপোস্ট। সীমান্তের রক্ষীবাহিনীরা অবলীলায় কর্তব্যে অবিচল। সংস্কৃতিকর্মী থেকে সাধারণ মানুষের আনাগোনা নেই। বিগত দিনের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকালের ছবিটা বদলে গিয়ে চলতি বছর ঐতিহ্যের অপমৃত্যুর নতুন সংযোজন হল।

তিওড় উজ্জীবন সোসাইটি। প্রত্যেক বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকালে হিলি চেকপোস্টের শূন্যরেখায় শামিল হয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করতেন। ওই সংগঠনের কর্ণধার সুরজ দাসের কথায়, 'বিগত পনেরো বছর ধরে ভারত বাংলাদেশ সম্মিলিতভাবে চেকপোস্টের শূন্যরেখায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করে আসছি। কোভিডের সময়েও হয়েছে। কিন্তু এই বছর বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন স্থগিত রইল। দিনটিতে আক্ষেপের যন্ত্রণায় আজ সকালেও গিয়েছি চেকপোস্টে। ঘণ্টাখানেক থাকার পরে কোনও অনুষ্ঠান হয়নি দেখে বাড়ি ফিরেছি। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবেও দিনটি পালন হল না, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। ভবিষ্যতে পরিস্থিতির উন্নতির অপেক্ষায় আছি।'

> আমরা সীমান্তে অনুষ্ঠান, সৌহার্দ্য বিনিময় ও মেলবন্ধনে মিলিত হতাম। কিন্তু এবছর বাংলাদেশের পরিস্থিতির জেরে সব ম্লান হয়ে গেল। মন ভারাক্রান্ত। তবে আমরা হিলি বাসট্যান্ড এলাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিনটি উদযাপন করছি।
>
> **সাইফুল আলম রানা**
> *সুর সংগঠনের নেতা*

হিলির আপজন সমাজসেবী সংগঠন। তাঁদের প্রতিনিধিরা চেকপোস্টে শামিল হত। চলতি বছরে অনুষ্ঠান না হওয়ায় আক্ষেপের সুর সংগঠনের নেতা সাইফুল আলম রানার গলায়। তিনি জানালেন, 'আমরা সীমান্তে অনুষ্ঠান, সৌহার্দ্য বিনিময় ও মেলবন্ধনে মিলিত হতাম। কিন্তু এবছর বাংলাদেশের পরিস্থিতির জেরে সব ম্লান হয়ে গেল। মন ভারাক্রান্ত। তবে আমরা হিলি বাসট্যান্ড এলাকায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দিনটি উদযাপন করছি।'

ফাগুনের মোহনায়...

মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে রাস্তায় পড়ে রয়েছে শিমুল ফুল। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

দ্রুত দুই লেনের সেতু

বর্ষার আগেই কাজ শেষের আশা চরতোর্ষায়

অভিজিৎ ঘোষ ও সুভাষ বর্মন

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে বর্ষাকালে আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে। অবশেষে সেই ভোগান্তি কিছুটা হলেও কমতে চলেছে। মহাসড়কের ঠিকাদারি সংস্থা এবছর বর্ষার আগেই ফালাকাটা ব্লকের চরতোর্ষা নদীর উপর দুই লেনের সেতুর কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বর্ষায় বিভিন্ন নদীতে জল বাড়তেই এলাকার ডাইভারশনগুলি বেহাল হয়ে পড়ে। তাই এবার বেশ কয়েকটি সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল চরতোর্ষার উপরের সেতুটি। এবিষয়ে ঠিকাদারি সংস্থার দায়িত্বে থাকা বিবেক কুমারের বক্তব্য, 'বর্ষার আগে কয়েকটি সেতুর কাজ হতে পারে। বালুরঘাট এলাকায় চরতোর্ষার উপর দুই লেনের সেতুর কাজ করা হবে। বর্ষায় মানুষের যেন সমস্যা না হয় সেই বিষয়টিই দেখা হচ্ছে।'

গত কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর ডিসেম্বর মাস থেকে সলসলাবাড়ি-ফালাকাটার ৪১ কিলোমিটার মহাসড়কের কাজ ফের শুরু হয়েছে। যে সংস্থা রাস্তার কাজ করছে তারাই সেতু তৈরির কাজও করবে। ৪১ কিলোমিটার মহাসড়কে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২৫টি সেতু তৈরি করতে হবে। চরতোর্ষা নদীর উপর বেশ কয়েক বছর ধরেই সেতু ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। ডাইভারশনও দুর্বল। বর্তমানে সেই কাজই জোরকদমে চলছে। আগের নির্মাণকারী সংস্থা পিলারের পাইলিংয়ের কাজ করেছিল এবং দুটি পিলারও তৈরি হয়েছিল। বাকি কাজের জন্য এখন নদীতে বড় বড় মেশিন নামানো হয়েছে। মাটির বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৎপরতার সঙ্গে কাজ হতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা খুশি। পরবর্তীতে চার লেনের পরিকল্পনা থাকলেও আগে দু'লেনের কাজ শেষ হবে।

চরতোর্ষা নদীর উপর সেতু তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

> বর্ষার আগে কয়েকটি সেতুর কাজ হতে পারে। বালুরঘাট এলাকায় চরতোর্ষার উপর দুই লেনের সেতুর কাজ করা হবে। বর্ষায় মানুষের যেন সমস্যা না হয় সেই বিষয়টিই দেখা হচ্ছে।
>
> **বিবেক কুমার** *ঠিকা সংস্থার ইনচার্জ*

চরতোর্ষার পরে দুই কিলোমিটার পূর্বে বুড়িতোর্ষা নদী রয়েছে। এখানে আগে পাকা সেতুর কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল। সেতুর উপর ঢালাইয়ের কাজ করে এখন সেখানে দু'পাশের রাস্তার জন্য মাটি ফেলা হচ্ছে। কাজ শেষ হলেই যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, পলাশবাড়ির সনজয় নদীর উপর পাকা সেতুর কাজ সেভাবে এগোয়নি। পাইলিংয়ের কাজ হচ্ছে। তবে শিলতোর্ষা নদীর উপর আগের সেতুটির পাশে দ্বিতীয় সেতুর পিলার তৈরির কাজ দু'বছর আগে শুরু হয়েছিল। মাঝে বন্ধ থাকলেও আবার সেই কাজ শুরু হয়েছে। এরপর আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত পাঁচটি ছোট সেতুর কাজও শুরু করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে দুটি সেতুর দুই লেনের রাস্তাও বর্ষার আগে খুলে দেওয়া হতে পারে।

দীর্ঘদিন পরে সেগুলির কাজ শুরু হওয়ায় ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাসিন্দারা আশার আলো দেখছেন। এবিষয়ে মহাসড়ক গণসংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তপন বর্মন বলেন, 'রাস্তার কাজ দেরিতে হলেও সেতুগুলির কাজ আগে হওয়া দরকার। আমরা বারবার সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। এখন অবশ্য সেই কাজ হচ্ছে।'

অবরোধের পরেও টনক নড়েনি

মেজবিলে দেড় ঘণ্টা ডাম্পার আটক

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার সাড়ে তিন ঘণ্টা পথ অবরোধের পরেও টনক নড়েনি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। তাই শুক্রবার সকাল থেকে ফের মেজবিল, শিশাগোড় এলাকায় ধুলোর ঝড় শুরু হয়। সড়ক কর্তৃপক্ষ আগের দিনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি না রাখায় এদিন স্থানীয়দের তরফে মহাসড়কের কাজে যুক্ত ডাম্পার আটকে দেওয়া হয় মেজবিলে। কারণ, পথ অবরোধ করলে ভোগান্তিতে পড়েন পথচলতি মানুষ তাই এই সিদ্ধান্ত। তাই সকাল এগারোটা থেকে শুরু হয় এদিনের আন্দোলন। এরফলে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আটকে ছিল বহু ডাম্পার।

পরে খবর পেয়ে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে এসে নিয়মিত জল দেওয়ার আশ্বাস দিলে ডাম্পার ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এরপরেও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না হলে আগামীতে বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব দে'র কথায়, 'সড়ক কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছিল যে রোজ চারবার করে মেজবিল এলাকায় ধুলো রুখতে জল ছেটাবে। কিন্তু এদিন সকাল এগারোটা বেজে গেলেও জলের ট্যাংকারের দেখা মেলেনি। ব্যাপকভাবে ধুলো উড়তে থাকে। তাই এদিন শুধু মহাসড়কের কাজে যুক্ত ডাম্পার আটক করে প্রতিবাদ জানানো হয়।'

পরে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মেজবিলে আসেন মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার। তিনি বলেন, 'নিয়মিত জল দেওয়া হবে। আর রাস্তার দু'পাশের মাটির স্তূপও আগামী দশদিনে ধাপে ধাপে সরানো হবে।' তাঁর এমন আশ্বাসে ডাম্পার ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ফের প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হলে বড় আন্দোলন হবে বলে স্থানীয় বাসিন্দা অবিনাশ বর্মন জানিয়েছেন।

গত ডিসেম্বর থেকে বন্ধ থাকা ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়কের কাজ চলছে। তবে, এই কাজ নিয়ে কোথাও কোথাও অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে এই শুখা মরশুমে ধুলোর সমস্যাই বড় করে দেখা যাচ্ছে। সদ্য শেষ হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনও এই রাস্তায় ধুলোর ঝড় বইতে থাকে। এজন্য পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়। পথচলতি মানুষও ধুলো নিয়ে নাজেহাল। স্থানীয়দের দাবি, শিশাগোড়, নিউ রোড, গুদামটারি মোড়, শিমুলতলা, মেজবিল, পুঁটিমারি মোড়, নিউ পলাশবাড়ি, পলাশবাড়ি এলাকাতেই পুরোনো রাস্তার দু'পাশে মাটি স্তূপাকারে রাখা হয়। আর সেইসব মাটি ধাপে ধাপে মূল রাস্তায় নেমে আসছে। এজন্য যাতায়াতের রাস্তাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। পথচলতি মানুষ বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করছেন। ডাম্পার, বালি, পাথরের ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস চলাচল করলে ওড়ে ধুলোর ঝড়। অথচ নিয়মিত ধুলো রুখতে জল ছেটানো হচ্ছে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে মেজবিল বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেন স্থানীয়রা। কিন্তু সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিশ্রুতি এদিন বাস্তবায়িত না হওয়ায় ফের পথে নামেন এলাকার মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দা পরেশচন্দ্র বর্মনের কথায়, 'শুধু নিয়মিত জল ছেটালেই হবে না। মেজবিল এলাকায় রাস্তার দু'পাশে রাখা মাটির স্তূপ দ্রুত কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। কারণ, যাতায়াতের ক্ষেত্রে সবারই অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এদিনও সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল চোখে পড়েনি। তাই ফের প্রতিবাদে নামা হয়।'

মেজবিলে আটক ডাম্পার। শুক্রবার।

সমস্যা যেখানে

- গত ডিসেম্বর থেকে বন্ধ থাকা ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি মহাসড়কের কাজ শুরু
- এই কাজে অনেক জায়গায় অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, বিশেষ করে শুখা মরশুমে ধুলোর সমস্যা
- মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীনও এই রাস্তায় ধুলোর ঝড়ে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভোগান্তিতে পড়তে হয়
- মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় মাটির স্তূপের জন্য যাতায়াতের রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে
- ডাম্পার, বালি, পাথরের ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাস চলাচল করলেই ওড়ে ধুলোর ঝড়

টুকরো খবর

ব্লক সম্মেলন

পলাশবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী সম্মিলনী সংস্থার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সম্মেলন। এজন্য শুক্রবার থেকেই জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়। সংগঠনের ব্লক সম্পাদক সান্ত্বনা বর্মন জানান, ব্লক সম্মেলনে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হবেন। বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত সেদিন নেওয়া হবে।'

কর্মী সম্মেলন

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ১০/১৫৭ বুথের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি মিহির নার্জিনারি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, ব্লক সভাপতি ধীরেশচন্দ্র রায় প্রমুখ। মিহির জানান, সংগঠনকে শক্তিশালী করাই তাঁদের লক্ষ্য।

দুর্ঘটনা

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার ভোরবেলা খোয়ারডাঙ্গা-২ অঞ্চলের বেলতলা এলাকায় এক বালিবোঝাই ডাম্পার উলটে যায়। এতে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ওই ডাম্পারের চালক পলাতক। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওই এলাকায় এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ পুলিশ গিয়ে ওই ডাম্পারকে উদ্ধার করে। এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ির ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে।

আজ পুজো

ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : শনিবার ফালাকাটার শিশাগোড়ে বিপত্তারিণীপুজো করবেন এলাকার মহিলারা। এজন্য গত ক'দিন ধরে বিভিন্ন হাটবাজারে চাঁদা সংগ্রহ করেন তাঁরা। শনিবার পুরোহিত দিয়ে পুজোর পর স্থানীয়দের সকলকে প্রসাদ খাওয়ানো হবে।

প্রস্তুতি

ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : আগামী রবিবার রাইচেঙ্গা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে তৃণমূলের ফালাকাটা-২ অঞ্চল সম্মেলন হবে। এজন্য শুক্রবার বিকেল থেকে মাঠে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়। এই অঞ্চল সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বুথে বুথে দলের নেতা-কর্মীরা মিটিংও করছেন।

আড়াই বছরেই বেহাল কালভার্ট

রাঙ্গালিবাজনা-ফালাকাটা রোডে দক্ষিণ দেওগাঁওয়ে সাড়ে ২৮ লক্ষের এই কালভার্ট নিয়েই ক্ষোভ।

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ ফেব্রুয়ারি : কোনও টানটান থ্রিলার সিনেমাতেও এরকম ঘটনাক্রম দেখা যায় কি না সন্দেহ। প্রথমে রাস্তা পুনর্নির্মাণ এবং কালভার্ট তৈরির জন্য বরাদ্দ হল ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। এদিকে, রাস্তা তৈরি শেষ হতে না হতেই কংক্রিটের নীচের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কালভার্টের ওপরের অংশ। অগত্যা রাস্তার কাজ শেষের আড়াই বছরের মাথায় কালভার্ট পুনর্নির্মাণে ফের বরাদ্দ হল ২৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা। ওই টাকায় তৈরি করা কালভার্টটিও আড়াই বছরে ফের বেহাল হয়ে পড়ল। ফালাকাটা ব্লকের দক্ষিণ দেওগাঁওয়ে রাঙ্গালিবাজনা পাঁচমাইল রোডের ওই কালভার্টে এভাবে সরকারি টাকার 'হরির লুট' দেখে নিঃসন্দেহে গৌরী সেনও লজ্জা পেতেন।

২০২২ সালে ওই ছয় মিটার দীর্ঘ স্প্যান স্ল্যাব কালভার্ট তৈরির টাকা বরাদ্দ করেছিল ডব্লিউবিএসআরডিএ। তার আগে ২০১৭ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা বা বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনা প্রকল্পে ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় রাঙ্গালিবাজনা পাঁচমাইল রোড পুনর্নির্মাণ করা হয়। রাস্তার কাজের মধ্যেই ধরা ছিল কালভার্ট তৈরিও। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে তৈরি কালভার্টটি ওই বছরেরই জুলাই মাসে বেহাল হয়ে পড়ে। বসে যায় কালভার্টটি। অথচ, কাজের শর্ত মোতাবেক ২০২৪ সালের অগাস্ট মাস পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার ও দেখভালের দায়িত্ব ছিল রাস্তা নির্মাণের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থাটির ওপর। এজন্য ৫২ লক্ষেরও বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

এই অবস্থায় মেয়াদ শেষের অনেক আগেই ২০২২ সালে ২৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করে ডব্লিউবিএসআরডিএ। ওই বছরের মে মাসে কাজ শুরু হয়। কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে ১১ মে কাজ বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। এরপর বাস্তুকারের নির্দেশে নির্মীয়মাণ কালভার্টের একটি অংশ ভেঙে পুনর্নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকাজ চলাকালীন যান চলাচলের জন্য ঘুরপথে একটি রাস্তা মেরামতিতে ৭০ হাজার টাকা খরচ করে দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও। তারপরেও আখেরে কোনও লাভই হয়নি। দেওগাঁওয়ের আরমান আলি জানান, নির্মাণকাজে অনিয়ম হওয়ায় তাঁরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ওই রাস্তা দিয়ে প্রতিনিয়ত দেওগাঁওয়ের অসংখ্য মানুষ ছাড়াও মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন। তারপরেও কালভার্ট সংস্কারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। যদিও জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্যা তনুশ্রী রায় বলছেন, 'খবর নিয়ে জেনেছি কাজ চলাকালীন স্থানীয়দের অসন্তোষের জেরে অ্যাপ্রোচ রোড ঠিকঠাক তৈরি করা যায়নি। অ্যাপ্রোচ রোডে আপাতত বালি-বজরি দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করেছি। রাস্তাটি শীঘ্রই মেরামত করা হবে। ওই সময় কালভার্টটিও মেরামত করা হবে।'

এদিকে ভুক্তভোগীরা জানান, দায়সারাভাবে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করায় প্রথম থেকেই রাস্তায় বেখাপ্পাভাবে উঁচু হয়ে রয়েছে কালভার্টটি। আর তার জেরে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ভুগছেন বাইক এবং টোটোচালকরা। প্রায়ই টোটো উলটে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় পড়ছেন বাইকচালকরাও। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বাসিন্দা শিক্ষক অমিতাভ দেবকার্জির কথায়, 'ওঠানামার সময় প্রায়ই গাড়ির নীচের অংশের সঙ্গে কালভার্টে ধাক্কা লাগে। তাই অত্যন্ত সাবধানে গাড়ি পারাপার করাতে হয়।' একই কথা শোনা যায় অটোচালক বিনয় সরকারের গলাতেও।

> কাজ চলাকালীন স্থানীয়দের অসন্তোষের জেরে অ্যাপ্রোচ রোড ঠিকঠাক তৈরি করা যায়নি। অ্যাপ্রোচ রোডে আপাতত বালি-বজরি দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করেছি। রাস্তাটি শীঘ্রই মেরামত করা হবে। ওই সময় কালভার্টটিও মেরামত করা হবে।
>
> **তনুশ্রী রায়** *পঞ্চায়েত সদস্য*

বাড়িতে ডেকে শিশুকে যৌন হেনস্তা বৃদ্ধের

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে আখ দেওয়ার নাম করে বাড়িতে ডেকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত বৃদ্ধের বয়স ৬৯ বছর। প্রতিবেশী ওই ব্যক্তিকে দাদু বলে সম্বোধন করত শিশুটি। মেয়েটির মা জানান, এদিন ওই শিশুকন্যা তার কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে বাড়ির পাশের একটি দোকান থেকে কুরকুরে কিনতে বাইরে বেরোয়। তার আড়াই বছরের ভাইও সঙ্গে ছিল। দোকান থেকে ফেরার পথে বাচ্চাটিকে আখ দেওয়ার অছিলায় নিজের বাড়িতে আসতে বলে অভিযুক্ত বৃদ্ধ।

তবে প্রথমেই মেয়ে সেখানে যায়নি। ভাইয়ের সঙ্গেই সে বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে মাকে বলে ফের ভাইকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিবেশী ওই দাদুর বাড়িতে আখ আনতে যায়। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি একাই বাড়ি ফিরে যায়। ছেলের সঙ্গে মেয়েকে না দেখে শিশুটির মায়ের সন্দেহ হয়। তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের বাড়িতে যান তিনি। মেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকেন। তখনও দরজা খোলেনি বৃদ্ধ। তারপর ক্রমাগত ধাক্কা দেওয়ার পরে দরজা খোলা হলে মেয়েকে হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান ওই মহিলা।

ওই ব্যক্তি শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্তার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা এসে বৃদ্ধকে ধরে ফেলেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ রাতেই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করেছে। শিশুকন্যার মা-বাবা সহ স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের চরম শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। যদিও এবিষয়ে বৃদ্ধের পরিবারের তরফ থেকে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে পাঠানো হয়েছিল। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে।

লোকসংস্কৃতি উৎসব শুরু

জটেশ্বর, ২১ ফেব্রুয়ারি : লোকসংস্কৃতি ও সংগীত মিলনমেলা কমিটির তরফে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় লোকসংস্কৃতি উৎসবের সূচনা হল। জটেশ্বরে চারদিন ধরে এই মেলা চলবে। এদিন বেলা ১টা নাগাদ বিভিন্ন জনজাতির নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে পথ পরিক্রমা হয়। পরে বেলা ৪টায় লীলাবতী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুশান্তকুমার রউল মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এছাড়া লেখক কবি জগদীশ আসোয়ার সহ লোকশিল্পী মহলের অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

উৎসবের সূচনার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি পরিবেশিত হতে পারেনি। যদিও ওই মঞ্চে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সংগীতের অনুষ্ঠান চলবে। এছাড়া হারিয়ে যাওয়া লোককৃষ্টির বাইদা-বাইদানির নাচ, চণ্ডী নাচ, কুষান, হুদুম সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকবে। পাশপাশি রাজবংশী সহ বিভিন্ন জনজাতির ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন শামুক টাকোয়া, শিদলের আওটা সহ বিভিন্ন পদও নানা স্টলে থাকবে। অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বলেন, 'এবছর এই অনুষ্ঠানের ১৪তম বর্ষ। চারদিন ধরে অনুষ্ঠান চলবে।'

পদ্মের সভাপতি খুঁজতে বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : চলতি মাসের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিজেপির জেলা সভাপতি নির্বাচন শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য বিজেপি। সেই হিসেবে বিভিন্ন জেলায় নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। জেলা সভাপতি কে হবে, মূলত সেই বিষয় নিয়েই বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা রিটার্নিং অফিসার শংকর ঘোষ, রাজ্য বিজেপির নেতা শ্যামচাঁদ ঘোষ। শ্যামচাঁদ জেলা বিজেপির একাধিক নেতার সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করে তাঁদের কাছে জেলা সভাপতির নাম জানতে চান। বিভিন্ন নেতাকে দু-তিনজন করে নাম বলতে বলা হয়।

মূলত জেলার তিন বিধায়ক, তিনজন সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান জেলা সভাপতি তথা সাংসদ মনোজ টিগ্গা, প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতি ভূষণ মোদক এবং গুণধর দাসের কাছে জেলা সভাপতি নির্বাচনের জন্য মতামত নেওয়া হয়। এদিনের আলোচনা থেকে যে নামগুলো উঠে এসেছে সেগুলো রাজ্য বিজেপির মধ্যে আলোচনা হবে। এরপরই চূড়ান্ত হবে কে জেলা সভাপতি হতে চলেছেন। বর্তমান জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গাকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে নতুন কাউকে জেলা সভাপতি করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেই মতোই এদিন আলোচনা করা হয়। মনোজ বলেন, 'রাজ্য থেকে যাকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি সবার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন। সবার মতামত নিয়েছেন। সেটা তিনি রাজ্যে নেতাদের জানাবেন। জেলা সভাপতি ঘোষণা হবে রাজ্য থেকে।'

সুপ্রিয়া চা বাগানের ম্যানেজারকে ঘেরাও

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২১ ফেব্রুয়ারি : জমির ভুয়ো নামজারির নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ফালাকাটা ব্লকের সুপ্রিয়া চা বাগানে। শ্রমিকরা ম্যানেজার অমল মজুমদারকে প্রায় দুই ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। তার চেম্বারে ঢুকে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অপরদিকে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাঁদের গ্র্যাচুইটির দাবিতে একই সময়ে ম্যানেজারের বাংলোর সামনে ধর্নায় বসেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে অবশেষে ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার শ্রমিকদের ফোন করে আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে সকাল ১০টা নাগাদ ঘেরাওমুক্ত হন ম্যানেজার। ধর্না তুলে নেন অবসরপ্রাপ্তরা।

শ্রমিকদের মধ্যে মুকুল দাস বলেন, 'আমরা ম্যানেজারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কার কার নামজারির নোটিশ এসেছে। কিন্তু ম্যানেজার দিতে নারাজ হন। আমরা চিন্তিত। কারণ আমাদের দেওয়া জমির মালিক পরবর্তীতে যদি অন্য কেউ হয়ে যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে উঠবে। সেজন্য যে ২৯ জনের নামে ফালাকাটা ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নাম জানতে গিয়েছিলাম।'

অপরদিকে, অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক সাধন দাস, অমর দাস, প্রণব সরকার, মনোরঞ্জন দাস প্রমুখের বক্তব্য, তাঁদের অবসরগ্রহণের পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্র্যাচুইটির একটি টাকাও পাননি। অমর বলেন, 'ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছি। চিকিৎসার টাকা নেই।' একই কথা জানালেন সাধনও। তাঁর মন্তব্য, 'চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর দিন গুনছি। আমাদের প্রাপ্য টাকা পাচ্ছি না। আমরা ৩২ জন এমন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছি।'

মুকুল দাসের সংযোজন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নিলেও জমা হচ্ছে না। বাগান তৈরির জন্য জমি দেওয়ার সময় মালিকের সঙ্গে ১২টি দাবি নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। আজও একটি চুক্তিও পূরণ হয়নি।'

যদিও এই বিক্ষোভের পেছনে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন বাগানের ম্যানেজার অমল মজুমদার। তাঁর কথায়, 'আসল ঘটনা অন্য জায়গায়। বাগানের চা পাতা থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী পরিবহণ করা হত স্থানীয় একজনের গাড়ি ভাড়া নিয়ে। কিন্তু কোম্পানির নিজস্ব গাড়ি আসার পর ওই ভাড়ার গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপরেই ওই ব্যক্তি শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে এই কাজ করিয়েছে। আর এদিন সকালে আমার চেম্বারে এসে খাউচাঁদপাড়ার পোস্ট মাস্টার আর ওই ব্যক্তি ঝামেলা করেছেন। মালিককে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।' গ্র্যাচুইটির ব্যাপারে ম্যানেজার বলেন, 'বাগানের মালিক এই ব্যাপারে বলতে পারবেন।'

আলোচনায় বসার ব্যাপারে ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদারকে ফোন করা হলে তিনি ধরেননি।

বহুমুখী হিমঘর হচ্ছে কয়াখাতায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে প্রথম এবং একমাত্র বহুমুখী হিমঘর চালু হচ্ছে শীঘ্রই। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি কয়াখাতা গ্রামে কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না সেটির উদ্বোধন করবেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে প্রচুর পরিমাণে আলু এবং অন্যান্য আনাজ চাষ হয়। ফল চাষও শুরু হয়েছে। আলু সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি হিমঘর থাকলেও সবজি, ফল বা অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণ করার মতো হিমঘর এতদিন ছিল না। ফলে কৃষকরা ফল, সবজি চাষ করে সঠিক দাম থেকে বঞ্চিত হন। সে সমস্যা সমাধান করতে দু'বছর আগে ব্লকের কয়াখাতা গ্রামে একটি বহুমুখী হিমঘরের শিলান্যাস করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

টানা দু'বছর হিমঘর নির্মাণের কাজ চলে। সম্প্রতি সে কাজ শেষ হয়েছে। বহুমুখী হিমঘর চালু হচ্ছে জেনে খুশি ছড়িয়ে পড়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক সহ জেলার বিরাট সংখ্যক চাষিদের মধ্যে। ছোট চৌকিরবস গ্রামের কৃষক মতিলাল দেবনাথ বলেন, 'আমাদের গ্রামে ৫০০ একর জমিতে আলু চাষ হয়। আলু ছাড়াও সারাবছর অন্যান্য আনাজ চাষ হয়। কিন্তু শুধু আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। হিমঘরের ঘাটতি থাকার জন্য আলু রাখতে গিয়ে হিমসিম খেতে হয়। অন্যান্য সবজি ও ফল রাখার হিমঘর না পেয়ে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতে হয়। বহুমুখী হিমঘর চালু হলে খুবই ভালো হবে।'

আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি আলিপুরদুয়ার দু'নম্বর ব্লকের টটপাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আলিপুরদুয়ার-শামুকতলা রাজ্য সড়কের পাশে কয়াখাতা হরিবাড়ি এলাকায় বহুমুখী হিমঘরের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন আলিপুরদুয়ার জেলা শাসক আর বিমলা, রাজ্যসভার সংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে খবর, আলিপুরদুয়ার জেলায় বেশ কয়েকটি হিমঘর থাকলেও এই প্রথম আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে বহুমুখী হিমঘর হচ্ছে। এক ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির উদ্যোগে এই হিমঘর তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই কোম্পানির কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সরকারি আর্থিক সহযোগিতায় তাঁরা এই হিমঘর তৈরি করেছেন। হিমঘর তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

হিমঘরের সিইও কৃষ্ণচন্দ্র সরকার বলেন, 'চাষিদের ফসল সংরক্ষণ করার যে সমস্যা হচ্ছিল, এই হিমঘর চালু হলে সেই সমস্যার কিছুটা লাঘব হবে। মোট পাঁচ একর জমির ওপর এই হিমঘর। মোট তিনটি চেম্বার। একটিতে আলু, অন্য দুটি চেম্বারে অন্যান্য সবজি এবং ডিম সংরক্ষণ করা যাবে।'

হিমঘর উদ্বোধনের অপেক্ষায়।

শিক্ষামন্ত্রীকে প্রস্তাব সুমনের

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র নাম থাক চায় আলিপুরদুয়ার

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার কলেজ আর থাকছে না! বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যাবে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করার পর এমন আশঙ্কাই করা হচ্ছে। তবে এবার আলিপুরদুয়ার কলেজকে স্বতন্ত্র রাখার দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন প্রাক্তনীরা। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আন্দোলনের নামার কথাও জানিয়েছেন।

যদিও এর মধ্যে বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দ্বারস্থ হন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। লিখিত আকারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখার ব্যাপারে বিধায়ক শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন সুমন। তাঁর 'মুখ্যমন্ত্রীর দৌলতে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ আমাদের আবেগ। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু থাকবে, সেটা যাতে কলেজের নামে থাকে।' তাঁর আরও সংযোজন, প্রয়োজনে আলিপুরদুয়ার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এমনটাও নাম হতে পারে। তিনি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী আলিপুরদুয়ারবাসীর আবেগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

আলিপুরদুয়ার কলেজ। - ফাইল চিত্র

আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ বাসিন্দা ল্যারি বসুর কথায়, 'আলিপুরদুয়ার জেলায় আর এমন কোনও কলেজ নেই, যেখানে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিভাগ পড়ানো হয়। এই কলেজের একটি ইতিহাস রয়েছে। সবদিক বিচার করে কলেজটিকে আলাদাভাবেই রাখতে হবে।'

সম্প্রতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর যে অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) প্রকাশ করেছে। তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে কলেজ। ডুয়ার্সের এই অন্যতম প্রাচীন কলেজের অস্তিত্ব আর আলাদাভাবে থাকবে না। কলেজের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই পড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এমন কথা ছড়িয়ে পড়তেই কলেজের প্রাক্তনীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যোতিবিকাশ নাথের কথায়, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু রাখবে। কিন্তু এর ফলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অধ্যাপক, সাধারণ কর্মীদের ঘাটতি এবং ল্যাবের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তবে সবদিক বিবেচনা করে আশা করছি আলিপুরদুয়ার কলেজ স্বতন্ত্রভাবেই থাকবে।'

> মুখ্যমন্ত্রীর দৌলতে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ আমাদের আবেগ। তাই শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু থাকবে, সেটা যাতে কলেজের নামে থাকে।
>
> **সুমন কাঞ্জিলাল,** বিধায়ক আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার কলেজ পরিচালন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী জানালেন, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার সময় রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে স্পষ্ট ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর কলেজ আলাদাই থাকবে। তাঁর আরও সংযোজন, 'আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে কলেজের অস্তিত্ব যাতে আলাদাই থাকে তার অনুরোধ করব।'

এদিকে, আলিপুরদুয়ার কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা হওয়ায় খুশি অধ্যাপক থেকে অন্য কর্মীরা। এমনকি গবেষণায় যুক্তরাও এতে খুশি। তাঁদের কথায়, বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের চার বছর পর এতদিনে একটি কাজের কাজ হল। আলিপুরদুয়ার কলেজ এখন পাকাপাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। ফলে যোগ্যতার নিরিখে কলেজের অধ্যাপকরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হবেন। এতে খুব দ্রুত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউট তৈরি করা সম্ভব হবে। স্ট্যাটিউট তৈরি হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন তৈরি হবে। তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য এগজিকিউটিভ কাউন্সেলিং বডিও তৈরি হয়ে যাবে। স্নাতকোত্তরের বিভিন্ন বিষয় দেখার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ তৈরি হবে। বোর্ড অফ স্টাডিজকে নিয়ন্ত্রণ করবে ফ্যাকাল্টি কাউন্সেলিং (অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল)। কলেজের অধ্যাপকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণের ফলে এগুলো দ্রত হবে বলেই বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তরা মনে করছেন।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ী অনেক কর্মীই আছেন যাঁদের নিয়োগে অর্থ দপ্তরের অনুমতি নেই। তাঁদের নিয়ে কী হবে বলেও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও গোটা বিষয়টিও শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছেন আলিপুরদয়ারের বিধায়ক। রীতিমতো চিঠি লিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কিছু দেখার অনুরোধ করেছেন। সুমনের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ার শিক্ষামহলের অনেকেই।

পাঠকের লেন্সে

8597258697

picforubs@gmail.com

ফোটোসেশন।। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন জয়দীপ নাগ।

জনসংযোগ বাড়াতে ফেসবুকে বক্সা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি: আধুনিক সময়ের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়াকে এবার সঙ্গী করতে চলেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ। সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েই বর্তমানে জনসংযোগ ও সচেতনতার প্রচার বাড়ানোর দিকে মন দিতে আগ্রহী কর্তৃপক্ষ। সেই উদ্যোগেই বৃহস্পতিবার ফেসবুকে একটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। মাত্র ২৪ ঘণ্টাতে সেই পেজে ৩৭৬ জন ফলোয়ারও হয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, এবার থেকে ফেসবুক পেজের মাধ্যমে বক্সা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য জানানো হবে। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরেরই সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার মাধ্যমেই বিভিন্ন তথ্য ও কর্মসূচি প্রচার করা হয়। বক্সাই বরং বেশ কিছুটা পরে এই দৌড়ে নাম লেখাল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ২০২১ সালের অগাস্ট মাস থেকে ফেসবুকে সচল। এখন তাদের একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও রয়েছে। সেখানে বন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য দেওয়া হয়। এবার ওই একই পথে হাঁটতে চলেছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষও। এবিষয়ে এদিন বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে বলেন, 'আপাতত ফেসবুক পেজ খুলে দেখা হবে যে তাতে মানুষের মধ্যে কীরকম প্রভাব পড়ছে। সাধারণ মানুষ কতটা এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। পরে ধীরে ধীরে ইনস্টাগ্রাম, এক্স অ্যাকাউন্ট এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও খোলা হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বন দপ্তরের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে মানুষকে জানানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।'

বন দপ্তরের আধিকারিকদের দাবি, সারাবছর বক্সা যে কাজগুলি করে, তা অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের কাছে পৌঁছায় না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেসব প্রচার করা হবে। যদিও বক্সার অন্তর্গত রাজাভাতখাওয়ার প্রজাপতি সংরক্ষণাগারের ফেসবুক পেজ আগে থেকেই ছিল। নতুন ফেসবুক পেজে বক্সা টাইগার রিজার্ভ লোগো এবং রাজাভাতখাওয়া গেটের ছবি পোস্ট করা হয়েছে। জঙ্গলের বিভিন্ন ছবি দিয়ে তৈরি দুটি ভিডিও। বাংলা ও হিন্দিতে রয়েছে ভিডিওগুলি। ইতিমধ্যে ২৪ ঘণ্টায় সেগুলিতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার করে ভিউ এসেছে। ভিডিওতে বলা হয়েছে, ৭৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বক্সা টাইগার রিজার্ভ ছড়িয়ে রয়েছে।

১৯৮৩ সালে এই জঙ্গল দেশের ১৫তম বাঘ সংরক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। জঙ্গলের বিভিন্ন তথ্যও দেওয়া হয়েছে। যেমন বাঘ, লেপার্ড, হরিণ, হাতি, বাইসন, বন্য কুকুর, বানর, বন্য শুয়োরের মতো ৭৩ প্রজাতির প্রাণী এই জঙ্গলে রয়েছে। জঙ্গলে আছে প্রায় ৪৫০ প্রজাতির গাছ, ১৫০ ধরনের অর্কিড, ১০০ রকমের ঘাস। পাশাপাশি ১৩০ ধরনের জলজ প্রজাতির উদ্ভিদ, ২৮৪ প্রজাতির পাখি ও ৫০০ প্রজাতির প্রজাপতিও জঙ্গলে রয়েছে। সংকোশ, ডিমা, বাসরা, জয়ন্তী, রায়ডাকের মতো ১০টি নদীও এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলিতে প্রায় ৬৫ ধরনের মাছ দেখতে পাওয়া যায়। আগামীদিনে এরকম আরও তথ্যনির্ভর ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করা হবে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ গেট। - সংবাদচিত্র

যেমন ভাবনা

- সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চায় কর্তৃপক্ষ
- ফেসবুকে বক্সা সম্পর্কে নানা তথ্য মানুষকে জানানোই উদ্দেশ্য
- প্রথম পোস্ট হওয়া ভিডিওগুলি দেখেছেন প্রায় ৩০০০ মানুষ
- ইনস্টাগ্রাম, এক্স অ্যাকাউন্ট ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও খোলা হতে পারে

মিড-ডে মিল সামগ্রী কম দেওয়ার অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ও স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠল শোভাগঞ্জ বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মিড-ডে মিলের চাল সহ অন্য জিনিসপত্র কম দেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেন রাঁধুনিরা। একইভাবে স্কুলে দেরি করে আসার ও অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শুক্রবার জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেন অভিভাবকরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন, 'প্রধান শিক্ষিকা আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন।'

অন্যদিকে, এই সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে প্রধান শিক্ষিকা কস্তুরী মৈত্রের পালটা অভিযোগ, 'আমি স্কুলে যোগ দেওয়ার পর দেখি যে পরিমাণ মিড-ডে মিলের চালের প্রয়োজন ছিল তার থেকে অতিরিক্ত ২০ কেজি চাল বেশি নেওয়া হত। বিষয়টি নজরে আসার পর তা কমিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ।' তাঁর আরও সংযোজন, আগে শিক্ষকরা যখন তখন ছুটি নিতেন। সম্প্রতি সে সব বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ করতেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ বলে জানিয়েছেন। এবিষয়ে ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

হাতির হামলা

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাতে কুমারগ্রাম ব্লকের মধ্য নারারথলি এলাকায় হাতির হামলায় এক বৃদ্ধা আহত হন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বক্সার জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে ননীবালা রায়ের বাড়িতে হামলা চালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ওই এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হবে।

হ্যামিল্টনগঞ্জের নাটমন্দির প্রাঙ্গণে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

নানা ভাষার মিলনে পালন মাতৃভাষা দিবস

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২১ ফেব্রুয়ারি : কারও মাতৃভাষা সাদরি। কারও নেপালি। আবার কারও কামতাপুরি। তবে ওরা বাংলামাধ্যমের স্কুলে পড়াশোনা করে। তাই দিনভর ওরা কথা বলে বাংলা ভাষাতেই। শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ওদের মুখে মাতৃভাষায় বক্তব্য শুনলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে শিক্ষিকাদের সমবেত সংগীতে মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ধনঞ্জয় বর্মন বলেন, 'প্রত্যেকটি ভাষাই সমমর্যাদাসম্পন্ন। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য মাতৃভাষাকে মায়ের মতো ভালোবাসা।'

এদিন স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র বিক্রম বর্মন কামতাপুরি ভাষায়, অষ্টম শ্রেণির শিখা ছেত্রী নেপালি ভাষায়, দশম শ্রেণির ছাত্রী পায়েল খেরওয়ার সাদরি ভাষায় বক্তব্য রাখে।

জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ভাষাভাষীর এই রকম মিলনের ছবি দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার টেকনো ইন্ডিয়া টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ভাষা নিয়ে চর্চার পাশাপাশি মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা ও সুরক্ষা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ সুভাষচন্দ্র রাউত। সেখানে সাদরি, কুরুখ, রাজবংশী ভাষায় তিনজন ছাত্রী কবিতা পাঠ করেন।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়ি হাই মাদ্রাসায় দিনটিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। বীরপাড়ার সুভাষপল্লির নেতাজি পাঠাগারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষা শহিদদের অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রয়াত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণও করা হয় অনুষ্ঠানে।

শামুকতলা সিধো কানহো কলেজেও উদযাপিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। কলেজের ভাষা শহিদ বেদিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও পুষ্পস্তবক প্রদানের মাধ্যমে কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। প্রারম্ভিক ভাষণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং ধ্রুপদি বাংলা ভাষা নিয়ে কথা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ভাষা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কলেজের অন্যান্য অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশা চৌপথিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেন বারবিশা শিক্ষা ও সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্যরা। কুমারগ্রাম থানা মোড় লাগোয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মৃতিসৌধতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করেন মদনসিং হাইস্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা।

আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা সাংস্কৃতিক সমিতির হ্যামিল্টনগঞ্জ-কালচিনি শাখার উদ্যোগে হ্যামিল্টনগঞ্জের নাটমন্দির প্রাঙ্গণে ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সংগঠনের সম্পাদিকা মৌমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি রবিন ভৌমিক প্রমুখ। সাদরি-নাগপুরি সাহিত্য বিকাশ সমিতির তরফে কালচিনির রায়মাটাং চা বাগানের সাদরি-নাগপুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়। সেখানে সাদরি কবি ও সাহিত্যিক ঘাসিরাম মাহালিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সাদরি-নাগপুরি ভাষা নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন আয়োজক সংগঠনের সহ সভাপতি প্রকাশ লোহার।

জিবি সিনড্রোমে আক্রান্ত স্ত্রীকে বাঁচাতে স্বামীর কাতর আর্তি

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : গুলেন বারে সিনড্রোমে আক্রান্ত হওয়া এক মহিলার চিকিৎসায় সাহায্যের আর্তি জানাল পরিবার। পর্ণা দে নামে ওই তরুণী শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে এই রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে মহিলার পরিবারটি প্রায় সর্বস্বান্ত। এই মুহূর্তে তিনি কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাঁকে পাঁচদিন ধরে ইনজেকশন দিতে হবে। যার মধ্যে চারদিন পাঁচটি করে এবং শেষ দিন ছয়টি ইনজেকশন দিতে হবে।

একেকটি ইনজেকশনের দাম প্রায় ১৪ হাজার ৩০০ টাকা। ইতিমধ্যেই তিনদিন ইনজেকশন দেওয়া সম্ভব হলেও বাকি দু'দিনের টাকা জোগাড় করা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন মহিলার পরিবার।

পর্ণার স্বামী স্বরূপ মোহন্ত জানান, গত সপ্তাহে হঠাৎই পর্ণা অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে কোচবিহারে ডাক্তার দেখানো হয়। বাড়ি ফেরার পরে তাঁর শরীর আরও খারাপ হতে থাকে। জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরও অবস্থার অবনতি হতে থাকলে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহিলার শরীর একদিকে দুর্বল হতে থাকে অন্যদিকে শরীরের নীচ থেকে ওপরের অংশ ধীরে ধীরে অবশ হতে শুরু করে। কথাবার্তাতেও জড়তা আসে। নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর গুলেন বারে সিনড্রোম ধরা পড়ে।

স্বরূপ কোচবিহারের একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করেন। সেখানকার বিমার ব্যবস্থা দিয়ে পর্ণার চিকিৎসা শুরু হয়। এছাড়া বাড়িতে জমানো টাকা এবং প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে এই তিনদিন কোনওক্রমে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগামী দু'দিন চিকিৎসা চালানোর মতো অর্থ স্বরূপের কাছে নেই। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে বাঁচাতে সাহায্যের কাতর অনুরোধ জানিয়েছেন স্বরূপ।

ফিরলেন তরুণ

বীরপাড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : ময়নাগুড়ির চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অলোক মণ্ডল নামের এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ সোমবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন। বুধবার রাতে বিন্নাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ অলোককে ডিমডিমার সমাজকর্মী সাজু তালুকদারের হেভেন শেলটার হোমে দিয়ে যায়। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পর পরিবারের লোকজন খোঁজ পায়। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা শেলটার হোম থেকে অলোককে বাড়ি নিয়ে যান।

গ্রেপ্তার দুই

বক্সিরহাট, ২১ ফেব্রুয়ারি : পাচারের আগে ১৩টি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে অসম-বাংলা সীমানায় একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ।

খেলা শিখতে ভর্তি হয়েছে এই খুদেরা। - সংবাদচিত্র

নিখরচায় হকি ও খো খো'র প্রশিক্ষণ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : গত কয়েকবছর ধরে হকি, নেটবল খেলারই কোচিং হয়ে আসছে পলাশবাড়িতে। এবার থেকে হকি, নেটবলের পাশাপাশি খো খো, ব্যাডমিন্টন, কাবাডি, ফুটবলের মতো খেলারও কোচিং শুরু হবে। তাই পলাশবাড়ির মরিচঝাঁপি যুব সংঘে নাম লেখাচ্ছে পড়ুয়ারা। এখানে একেবারেই নিখরচায় খেলা শেখানো হয়। এর আগে বারবার পলাশবাড়ি থেকে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হকি, নেটবল খেলতে যায় পড়ুয়ারা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া(সাই)-র কলকাতার মাঠেও এখানকার পড়ুয়ারা হকির কোচিং নিয়ে এসেছে। যুব সংঘ চাইছে, আরও বেশি সংখ্যক পড়ুয়া এসব খেলাধুলোয় শামিল হোক। আর সুযোগ পেয়ে অভিভাবকরাও ছেলেমেয়েদের মাঠমুখী করতে খেলার কোচিং সেন্টারে সন্তানদের নাম নথিভুক্ত করাচ্ছেন।

মেজবিলে পুষ্পজিৎ বর্মনের মেয়ে দোহিতা বর্মন দশম শ্রেণিতে পড়ে। পুষ্পজিৎ বলেন, 'যুব সংঘের লিফলেট দেখে যোগাযোগ করি। তাই হকি ও ব্যাডমিন্টনের জন্য ওই ক্লাবের কোচিংয়ে মেয়েকে ভর্তি করিয়েছি।' একইভাবে নারায়ণ বর্মন তাঁর ষষ্ঠ শ্রেণির মেয়ে অপর্ণাকে, প্রদীপ বাওয়ালি তাঁর সপ্তম শ্রেণির ছেলে পঙ্কজকে ওই কোচিংয়ে ভর্তি করিয়েছেন। পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির তপন রায় ছোটবেলায় ফুটবল খেলেছেন। তাঁর ছেলে প্রণয় সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। নিখরচায় খেলা শেখার সুযোগ তিনিও হাতছাড়া করেননি। তপন বলেন, 'যুব সংঘ দীর্ঘদিন ধরে খেলাধুলো শেখাচ্ছে। কোনও টাকাও নেয় না। ছেলেকে ফুটবল খেলার কোচিংয়ে ভর্তি করিয়েছি।'

এভাবে গত এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় একশোজন পড়ুয়া নতুন করে কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছে। সবাইকে খেলার প্রশিক্ষণ দেবেন কোচ সরোজকুমার বসু। তাঁর কথায়, 'এতদিন নেটবল ও হকি শিখিয়েছি। এবার অন্য খেলাও শেখানো হবে। এজন্য পারিশ্রমিক আমিও নিই না।'

ক্লাবের সম্পাদক জীবন সরকারের কথায়, 'যতই উদ্যোগ নিই না কেন, সরোজবাবুর মতো কোচ না পেলে এই কোচিং সম্ভব নয়। তবে এবার যেহেতু অনেক খেলা বেছে নেওয়া হয়েছে তাই সহযোগী হিসেবে আরও একজন কোচকে ঠিক করা হবে।'

পলাশবাড়ি থেকে গত বৃহস্পতিবারই জাতীয় স্তরে নেটবল খেলতে হরিয়ানা পাড়ি দিয়েছে দশজন পড়ুয়া। এর আগেও বহুবার এখানকার পড়ুয়ারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হকি খেলতে গিয়েছিল। পলাশবাড়িতেও হকির নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

'অকালবৈশাখী' শিলাবৃষ্টি নামল বীরপাড়ায়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : দোলা দিয়ে দখিনা হাওয়া নয়! ফাগুন মাসেই ধেয়ে এল কালবৈশাখী! কালো মেঘ ঝরাল রাশি রাশি শিলা। শুক্রবার সন্ধ্যার মুখে গাছের ডালপালা ভেঙে তছনছ হল বীরপাড়ায়। রাস্তা সাদা হয়ে গেল নানা আকারের শিলায়। ছিঁড়ে গেল বিদ্যুতের তার। অন্ধকারে ডুবল বীরপাড়া। নালা উপচে জল ঢুকে পড়ল ঘরে ঘরে। এদিন একই সময়ে ঝড়, শিলাবৃষ্টি হয়েছে রাঙ্গালিবাজনা, শিশুবাড়ি দক্ষিণ খয়েরবাড়িতেও। মাদারিহাটে বৃষ্টি হলেও শিলা পড়েনি।

এদিন বিকেল সাড়ে চারটা থেকেই কালো ঘনঘটা ছিল বীরপাড়ার আকাশে। পৌনে পাঁচটা নাগাদ হালকা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি বাড়ে। হঠাৎ শুরু হয় শিলাবৃষ্টি। দেবীগড়ের রাজীব রায়ের কথায়, 'শিলাবৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হতেই লোকজন ছুটোছুটি করতে শুরু করেন।' এলাকার স্বরূপ দত্ত হঠাৎ শিলাবৃষ্টিতে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'দমকা হওয়ায় কয়েকটি গাছের ডাল ভেঙে বিদ্যুতের তারের ওপর পড়ায় এলাকা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।'

নালা উপচে ঘরে জল, আলু-ভুট্টার ক্ষতি

বীরপাড়ায় শিলাবৃষ্টি। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

> আকাশে মেঘ দেখে বৃষ্টির আশা করেছিলাম। তবে শিলাবৃষ্টি হবে ভাবিনি। কৃষকরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।
>
> **আমানুর রহমান,** স্থানীয় বাসিন্দা দক্ষিণ খয়েরবাড়ি

কলেজপাড়ার বেদান্ত দত্তকে বলতে শোনা গেল, 'বীরপাড়া চা বাগানের রমণ লাইনে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ছিলাম। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত কলেজপাড়া বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন।'

এদিন বীরপাড়ার উত্তরাংশ থেকে বৃষ্টির জল নালা দিয়ে দেবীগড়ের দিকে ছুটতে থাকে। বীরপাড়ার নিকাশিনালাগুলির বেশিরভাগেই আবর্জনা জমে রয়েছে। ফলে জল বেরিয়ে যেতে পারেনি। নালা উপচে জল ও আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। দেবীগড়ের জাহানারা বেগম, বিদ্যানন্দ মিত্রদের ঘরেও নোংরা জল ঢুকে পড়ে। বীরপাড়ায় আবর্জনা সাফাই নিয়ে স্থানীয়দের আক্ষেপ দীর্ঘদিনের। নালা উপচে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ায় এনিয়ে এদিন ফের প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা।

এদিকে, শিলাবৃষ্টির জেরে বিভিন্ন এলাকায় ভুট্টা গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর মিলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আলু গাছও। দক্ষিণ শিশুবাড়ির শাহনুর ইসলাম বলেন, 'অসময়ে শিলাবৃষ্টিতে ভুট্টা গাছের ব্যাপক ক্ষতি হল। ফাল্গুনে সাধারণত দু'-একবার বৃষ্টি হয়। তবে শিলাবৃষ্টি হওয়ার কথা নয়।'

ওই এলাকার অফিদুল ইসলাম জানালেন, আলু গাছ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং শিলার আঘাতে আলু গাছগুলি মাটিতে নুয়ে পড়েছে। এই গাছগুলি সোজা হওয়ার সম্ভাবনা কম। একই বক্তব্য ওই এলাকার সুকেশ রায়েরও।

সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ দক্ষিণ খয়েরবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ফের মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় সন্ধ্যা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। মাদারিহাটের বিল্টু সাহা বলেন, 'বৃষ্টির জেরে ধুলো কমল। শীতের আমেজও কিছুটা ফিরে এল। এটা বাড়তি পাওনা।' ধুলো কমায় স্বস্তিতে বীরপাড়াবাসীও। কারণ বছরভর ধুলো বিশেষ করে ডলোমাইটের গুঁড়ো ভাসতেই থাকে বীরপাড়ার বাতাসে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭৪ সংখ্যা, শনিবার, ৯ ফাল্গুন ১৪৩১

কাঠগড়ায় পরম্পরা

নিয়মকানুনকে বুড়ো আঙুল দেখানোই যেন রীতি এখন। যে প্রবণতা থেকে জন্ম হয় স্বেচ্ছাচারিতার। এজন্য সমালোচনা হলেও কর্ণপাত করছে না সরকার। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, বিরোধী শিবির ছত্রভঙ্গ থাকার সুযোগ নিয়ে শাসক শিবির যা ভালো বুঝবে, তাই করবে। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে সেটা আরেকবার প্রমাণ হল।

গভীর রাতে দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। তার আগে নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক বসেছিল। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পাশাপাশি ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও। বিরোধী দলনেতা নিয়োগ কমিটির গঠন এবং নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি তোলেন। দেড় পাতার অসম্মতি নোটও পেশ করেন।

তাতে কর্ণপাত করেননি মোদি-শা'রা। জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগের সিদ্ধান্ত তাই সর্বসম্মতিক্রমে নয়, একেবারেই একতরফা। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন স্বশাসিত সংস্থা। সরকারের অঙ্গুলিহেলনে কমিশনের চলার কথা নয়। ফলে বিরোধী মত অগ্রাহ্য করে সরকার নিজেদের পছন্দের লোকদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার বাছলে কমিশনের স্বাধীনতা নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

রাহুলের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টে ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে নিয়োগ কমিটির গঠন এবং প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি নির্ধারিত থাকায় মধ্যরাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নাম ঘোষণা একইসঙ্গে অসম্মানজনক এবং অসৌজন্যমূলক। ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলা হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতকে গণতন্ত্রের জননী বলেন। যে নামেই দেশকে ডাকা হোক না কেন, নির্বাচনি সংস্থা প্রশ্নজালে বিদ্ধ হলে ওই নামকরণের সার্থকতা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

কেননা, সুস্থ গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত সুষ্ঠু নির্বাচন। যা নিশ্চিত করা কমিশনের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যাঁদের হাতে সেই কাজের দায়িত্ব, তাঁদের নিয়োগে ত্রুটি থাকলে সমগ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা কাঠগড়ায় উঠতে বাধ্য। দু-বছর আগে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিযুক্তির দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি দেশের প্রধান বিচারপতি থাকবেন।

মোদি সরকার সেই রায়কে অস্বীকার করেছে। ২০২৩ সালে প্রণীত নিয়োগ কমিটি গঠনের আইনে প্রধান বিচারপতিকে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। বদলে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে কমিটিতে রাখা হয়েছে। এভাবে কমিটি গঠনে বিরোধী মতের মূল্য না থাকা নিয়ে সংশয় থাকে না। কারণ, কোনও মন্ত্রীর পক্ষেই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ অসম্ভব।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তৈরি ওই আইনে এই প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ হল। আইনটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আর্জি জমা পড়ায় বিরোধী শিবিরের বক্তব্য ছিল, সেই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ পিছিয়ে দেওয়া উচিত। ইতিমধ্যে ওই শুনানি এক মাস পিছিয়ে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু মামলার নিষ্পত্তির আগেই তাড়াহুড়ো করে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগ করা হল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী নিয়োগে সরকারের একতরফা আচরণ কখনও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পরম্পরার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ কমিটি গঠন করলে বরং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলই হত। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে ভোটারদের আস্থাও বাড়ত।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক্ষেপ থেকে স্পষ্ট, তাঁরা নিজেদের সবকিছুর ঊর্ধ্বে বলে ধরেই নিয়েছেন। তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, বিরোধীদের বক্তব্য ইত্যাদি কোনওকিছুকে তাঁরা ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। এতে ভারতের গণতান্ত্রিক চেতনার মূলেই কুঠারাঘাত করা হচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

সাত বোনের গল্পে এত বিদ্বেষ বিষ কেন

মণিপুরে রাষ্ট্রপতির শাসন হওয়ায় টানাপোড়েন রাজ্য বিজেপিতে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্যে অস্থিরতা লেগেই আছে।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মণিপুরের ওই জনশূন্য গ্রামটাকে, ওই জনশূন্য গ্রামের বাড়িগুলোকে ভোলা খুব কঠিন। সব মনে আছে। মনে আছে সব।

উঠোনময় শ্যাওলা। সবুজ রং কালো হয়ে গিয়েছে। দূর থেকে টের পাই, এটা আসলে তুলসীতলা ছিল। এখন সেই তুলসীতলা ঢেকে গিয়েছে নানা জংলি গাছে। মণিপুরি মেইতেইদের গ্রামীণ বাড়িতে তুলসীতলা বাধ্যতামূলক।

ভাঙা টিনের পর টিন। সব জায়গায় প্রচুর ছাদহীন ঘর। শূন্য বারান্দায় কী নেই? কলসি, কম্বল, কেটলি, কড়াই...। আগুনের চিহ্ন বাড়ির ছাদে, আগুনের চিহ্ন বাড়ির গাছগুলোতে।

এবং ওই ধ্বংসস্তূপের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেওয়ারিশ এক শীর্ণ বেড়াল। বোঝাই যায়, বহুদিন খাবার জোটেনি। মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে দূরের অস্থায়ী শিবিরে। মার্জার শাবক অতি বিভ্রান্ত। বুঝে পায় না, কী হল। চারদিকের পরিস্থিতি এভাবে বদলে গেল কেন? লোকগুলো সব গেল কোথায়?

ওই মার্জার শাবকের ছবিটাকে অনেকটা প্রতীক মনে হচ্ছিল আজকের মণিপুরের।

আসলে মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং এতদিনে পদত্যাগ করার পরে প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল ওই কাংচুপ চিংখং গ্রামকে। ওই এলাকায় ছিল ভারতের প্রথম কার্বন পজিটিভ গ্রাম। সব রুক্ষ পাহাড় আচমকা সবুজ হয়ে উঠেছে। শুধু মানুষ শান্তিতে নেই। এদিকটায় মেইতেইরা থাকেন, পাহাড়ের ওপারে কুকিরা। অনেক পরিত্যক্ত গ্রামের টিনের প্রাচীরে লেখা আছে মেইতেই। যাতে মেইতেইরা ফিরে এসে ভাঙচুর না করে! রাষ্ট্রপতি শাসনে আবার কুকিরা খুশি, মেইতেইরা ততটা নয়।

বিজেপি বীরেনকে এত দেরিতে সরাল কেন, এই আপাতনিরীহ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। স্ট্র্যাটেজিগত দিক দিয়ে এটা মো-শা জুটির ঐতিহাসিক ভুল। মোদির দিক দিয়ে ঐতিহাসিক ভুল হল, এতদিনেও মণিপুরে পা না রাখা। সৈন্যসামন্ত পরিবৃত হয়েও তো যাওয়া যেত।

মণিপুরের এক সাংবাদিকের কাছে শুনলাম, বীরেন এখন দলের মধ্যেই কোণঠাসা। যদি রাষ্ট্রপতি শাসন অনেকদিন ধরে চলে, তা হলে বিজেপির কিছু বিক্ষুব্ধ বিধায়ক মিলে একটা স্থানীয় পার্টি তৈরি করতে পারেন। এঁরা অবিলম্বে মন্ত্রীসভা চান। তাহলে অন্তত বাড়িতে বেশি নিরাপত্তা থাকবে!

এই মুহূর্তে বীরেন বিরোধীদের নেতা প্রাক্তন স্পিকার সত্যব্রত সিং। বীরেনের দিকে আবার বেশি বিধায়ক। সেখানে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার অন্তত দুজন- গোবিনদাস কনথৌজাম এবং বিশ্বজিৎ সিং। আর বিপক্ষ গোষ্ঠীতে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবিদার সত্যব্রত নিজে। সঙ্গে খেমচাঁদ সিং ও রাধেশ্যাম সিং। এঁদের অনেকেরই ধারণা, গত এক বছরে বিজেপি যেভাবে ধিকৃত হয়েছে, তাতে ভোট হলে সরকার গঠন করা মুশকিল। তার তুলনায় অনেক ভালো হবে একটা নতুন স্থানীয় পার্টি তৈরি করলে। মানুষের সহানুভূতি তারাই পাবে, বিজেপি নয়। দুই গোষ্ঠীর ঝামেলা মেটাতে নয়াদিল্লির নির্দেশে এক বৈঠক ডেকেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি। তাতে কতটা লাভ হবে?

ফুটবলার থেকে নেতা হওয়া বীরেনের দলে গৃহযুদ্ধ কী স্তরে, ইন্টারনেটেই বোঝা যায়। দিনকয়েক আগে বিজেপির এক যুব সংগঠনের নেতা বলেছিলেন, 'বীরেন রাজ্যটাকে ভাগ করে দিতে চান। তিনি মহিলা সংগঠন মেইরা পাইবিদের টাকা দিয়ে বিক্ষোভ সংগঠন করছেন।' মেইরা পাইবির মেয়েরা এমনিতে অতি শান্ত। মা-কাকিমাদের মতোই অনেকটা। লম্বা স্কার্ট ফানেক এবং কাঁধ থেকে জড়ানো শাল ইনাফি পরেন সাধারণত। তাঁরা গিয়ে এবার যুব নেতার বাড়ি ঘিরে ধরেন। চড়চাপাটিও পড়েছে নেতার গায়ে। মেইতেই বনাম মেইতেই লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক জায়গায়।

ইম্ফলের ভৌগোলিক চেহারাটা যাঁদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট, তাঁরা বুঝতে পারবেন, মেইতেই-কুকি গৃহযুদ্ধ মোটামুটি শান্ত কেন। এই শান্তি আসলে শ্মশানের শান্তি। ইম্ফল শহরটা একেবারে উপত্যকার মধ্যে। বহু দূরে ঘিরে দাঁড়িয়ে অনেক পাহাড়। মেইতেইরা ইম্ফল শহর থেকে অধিকাংশ কুকিকে মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। কুকিরা সবাই পাহাড়ের ওপারে চলে গিয়েছেন। দুই গোষ্ঠীর বড়-ছোট মারপিট হচ্ছে পাহাড় ও সমতল যেখানে মিশেছে। এতদিনেও কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি এই গৃহযুদ্ধের। এ সমস্যা মেটাতে সব পার্টির একসঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। প্রয়োজনে নয়াদিল্লি থেকে ইম্ফল বা চুড়াচাঁদপুরে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের পাঠানো উচিত। মোদি সরকার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিল কোথায়?

চিন একদিকে আমাদের ভূখণ্ডের অনেক জায়গাকে নিজেদের বলে দাবি করছে। নামও দিয়ে ফেলছে নিজেদের মতো করে। ওদিকে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী মনোভাব বেড়ে চলেছে। মায়ানমার থেকে আসছেনই শরণার্থীরা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের উত্তর-পূর্ব ভারতে শান্তি দরকার। দরকার ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সাত বোন'-এর ভালো বোঝাপড়া। সেটা কতটা হচ্ছে?

কল্পনায় নাগাল্যান্ডে যাই প্রথমে। সেখানে নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে কেন্দ্র। তেমন গ্রহণযোগ্য সমাধানসূত্র উঠে আসেনি। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফেউ রিও দিন দুই আগেই বলেছেন, নাগা রাজনৈতিক সমস্যার দ্রুত সমাধান দরকার দুটো জিনিসের জন্য। এক, রাজ্যে ঐক্যের হাওয়া। দুই, উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রীই নিজে বলছেন, রাজ্যে উন্নয়ন থমকে রয়েছে।

মণিপুর লাগোয়া মিজোরামের প্রধান সমস্যা আবার মায়ানমার সীমান্ত থেকে আসা কোটি কোটি টাকার। বাংলার বিভিন্ন শহর, মফসসল ও গ্রামে পোস্টারে পোস্টারে ছয়লাপ দেখেন--নেশামুক্তির আসল জায়গা। অধিকাংশ জায়গাতেই নতুন প্রজন্মের বড় সমস্যা ড্রাগস ও মোবাইল আসক্তি। মিজোরামের যে কোনও ওয়েব খুললেই দেখবেন, কয়েক কোটি ড্রাগস পাচারের খবর। প্রায় প্রতিদিনই।

মেঘালয়ে আবার সিলেট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ লেগেই রয়েছে প্রতিদিন। জেলে যাচ্ছে তারা। আপাতদৃষ্টিতে পর্যটন ব্যবস্থাও জমজমাট। শুধু মজার কথা, রাজ্যের ২০০৯ সালের শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে এতদিন ধরেও মামলা চলছে। সমস্যার সমাধান হয়নি। এর মধ্যে ৩৭১ ধারার দাবি নিয়ে হইচই শুরু করেছে একদল। জেলা কাউন্সিলের ভোটের আগে নতুন পার্টি হয়েছে একটা। তাদের প্রশ্ন, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশ যদি ৩৭১ ধারার কিছু সুবিধা পায়, মেঘালয় কেন নয়?

এর পাশাপাশি হাজির অসমের সঙ্গে মিজোরামের সীমান্ত সমস্যা। বাংলা, অসম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মতো অনেক রাজ্য বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে চরম বিব্রত। অরুণাচলে বিভ্রান্তির কারণ চিনা সীমান্ত। মণিপুর, নাগাল্যান্ডের মাথাব্যথা মায়ানমার। এর মধ্যে আবার আছে মিজোরাম-অসমের সীমান্ত সমস্যা। মিজোরাম ক'দিন আগে অসমকে তৃতীয় চিঠি পাঠিয়েছে সীমান্ত নিয়ে আলোচনায় বসার জন্য। অসম এখনও বসেনি সমস্যা মেটাতে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক'দিন আগেও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। বলা হত, তিনিই মোদির দূত। একদিক দিয়ে তিনি উড়ছেন, একদিক দিয়ে তিনি মাটিতে। জগদীপ ধনকর যখন বাংলার রাজ্যপাল থেকে উপরাষ্ট্রপতি হবেন ঠিক হল, তখন মমতা-ধনকরকে নিয়ে দার্জিলিং রাজভবনে বসেন এই হিমন্তই। তাঁকে ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে প্রধান পর্যবেক্ষক করেছিল বিজেপি। হিমন্ত নির্বাচনে ব্যর্থ। মণিপুরের সমস্যা মেটাতেও তিনি ব্যর্থ। বাংলাদেশিদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়েও বহু প্রশ্ন অসমে।

প্রাক্তন কংগ্রেসি হিমন্ত উড়ছেন কোথায়? ডাবল ইঞ্জিনের দৌলতে নয়াদিল্লির কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আনছেন অসমে। গোটা পঁচিশেক ফ্লাইওভার বানিয়ে ফেলেছেন গুয়াহাটিতে। যে শহর কোনওদিন বড় শিল্পের মুখ দেখতে পারেনি, সেখানে ব্যবসায়ীদের হাতে প্রচুর কাজ, মুখে হাসি। এর মধ্যে হিমন্ত তাঁর দুই প্রধান প্রতিপক্ষকে একেবারে উধাও করে ফেলেছেন। বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে দিল্লি পাঠিয়ে কার্যত মুছেই ফেলেছেন রাজ্য থেকে। আর তাঁর পুরোনো দল কংগ্রেসের নেতা গৌরব গগৈকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন ব্রিটিশ স্ত্রী এলিজাবেথ কোলবৌর্নের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ বেশ রসিয়ে রসিয়ে তুলে।

অভিযোগ কী? এলিজাবেথ নাকি একটা সময় পাকিস্তানে গিয়েছেন, আইএসআই চর ছিলেন। গগৈ-এলিজাবেথের বিয়ে হয়েছে ১৩ বছর হল। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়াশোনা চালিয়ে এলিজাবেথ কাজ করতেন ক্লাইমেট পলিসি নিয়ে। ওই সূত্রে তাঁর নেপাল, পাকিস্তান যাওয়া। গগৈ প্রতিবাদে অনেক কিছু বলছেন। আর কেউ এখন শুনলে তো? পাকিস্তানের চর বলে কাউকে দাগিয়ে দিলে পরে সেটা মোছা বেশ কঠিন।

এসবের মাঝে মণিপুর এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মাঝে দাঁড়িয়ে। গৃহযুদ্ধ সামাল দিতে হিমসিম। গৃহযুদ্ধ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। ইয়েমেন, সুদান, সিরিয়া, মেক্সিকো, মায়ানমারের বাসিন্দারা ভালো করে জানেন, গৃহযুদ্ধ কী ভয়ংকর। এখন বাংলাদেশও যেমন টের পাচ্ছে।

মনে পড়ছে ইম্ফলের প্রাণকেন্দ্রে ইমা কেইথেলের কথা। এশিয়ার সবচেয়ে বড় মেয়েদের বাজার। নারীরাই বিক্রেতা সেখানে। অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার। মধ্যবয়স্কারাই বেশি। আশি পেরিয়ে যাওয়া মহিলাও আছেন। এঁদের অনেকেই মেয়েদের বিপ্লবী দল মেইরা পাইবিদের সমাবেশে বসেন সময় বের করে। তাঁদের হাতে তখন থাকে জ্বলন্ত মশাল। ইমা মানে মণিপুরি ভাষায় মা।

এই মায়েরা বহুবছরের বিপ্লবের প্রতীক। মেইতেইদের দুর্গ ইম্ফল থেকে কুকিদের প্রধান শহর চূড়াচাঁদপুরে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝেই জটলা করে বসে থাকেন মেইরা পাইবিরা। কুকিদের অঘোষিত রাজধানী চূড়াচাঁদপুরের পথেও ওইভাবে মায়েদের বসে থাকতে দেখি। সব প্রতিবাদে জড়িয়ে থাকেন নারীরা।

রাজ্যের এমন অসীম দুর্দশায় কতদিন চুপ করে বসে থাকবেন বিদ্রোহিনী মেইরা পাইবিরা? জ্বলবে না মশাল?

আজ

১৯৯৪

নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা দেবী প্রয়াত হয়েছিলেন আজকের দিনে।

১৯৮৬

আজকের দিনে তারাদের দেশে হারিয়ে যান অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

আলোচিত

শোভন প্রভাবশালী নন। বরং রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রভাবশালী। উনি বিধায়ক। সশস্ত্র নিরাপত্তা নিয়ে ঘোরেন। আলিপুর কোর্টে গেলে বেহালার বাহিনী নিয়ে যান। রত্না শুধু ড্রামা করেন। আদালতে আসতে বললে আসেন না। একজন বিধায়ক কী ভাষায় কথা বলেন! স্ত্রী হলেই কি অধিকার বেশি থাকবে?

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তরবারি হাতে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা- এই ছবি শুক্রবার সকাল থেকেই ভাইরাল। অনেকেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ। পরে জানা গেল, এই ছবিটি তাঁর নয়। অন্য আরেকজনের। এই নৃত্যশিল্পী আসলে নিজের প্রচারে কাজে লাগিয়েছিলেন ছবিটি।

ভাইরাল/২

পিৎজাকে সংস্কৃতে কী বলে? তা নিয়েই নেট দুনিয়ায় মাতামাতি। যশ নামে এক তরুণ পিৎজা খাচ্ছিলেন ঘরে বসে। এক মহিলা তাঁকে সংস্কৃতে জিজ্ঞাসা করেন 'অহঃ, যশ, কিম খাদাসি?' যশ এসে বললেন, 'পিৎসাজাম'। নেটিজেনরা তাতে মুগ্ধ।

উত্তরের পাঁচালি

নজর যখন শ্রুতিনাটকে

সমবেত।। শ্রুতিনাটক নিয়ে শিলিগুড়িতে 'শ্রুতি ও স্বর'-এর অনুষ্ঠান।

সেদিন সন্ধেবেলা। শিল্পীদের পরনে ব্র্যান্ডেড শার্ট ও জিনস, কেউ কেউ পায়জামা পাঞ্জাবি, বাহারি জ্যাকেট, সোয়েটার আর মহিলারা শাড়ি, শাল পরে মঞ্চে বসে আছেন। একজন শাহজাহানের সংলাপ বলে যাচ্ছেন। তাজমহলের কারিগরদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়তমার স্বপ্নের স্মৃতিসৌধ কতটা দরদ আর মমতা দিয়ে তৈরি করতে হবে। তাঁর স্বরাভিনয় যতই উচ্চমানের হোক, উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের একটু বিভ্রম তৈরি হবেই। জিনস শার্ট পরা শাহজাহানকে চিনতে খানিকটা সময় লাগবে। আর এই বিভ্রম কাটানোই শ্রুতিনাটকের বাচিকশিল্পীদের প্রাথমিক কাজ। মঞ্চনাটকের শিল্পীরা মঞ্চ উপকরণ এবং সাজসজ্জার যে সুবিধে পান শ্রুতিনাটকের শিল্পীদের ক্ষেত্রে তা থাকে না। তাঁদের কণ্ঠস্বর দিয়েই শ্রোতাদের মনে চরিত্রের ছবি আঁকতে হয়, স্থান ও কালকে ধরতে হয়। আর এটা যিনি পারেন তিনিই শ্রুতিনাটকের যথার্থ শিল্পী। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কোনও চরিত্রকে শুধু গলার আওয়াজ দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা এবং চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কাজটা খুব একটা সহজ নয়। শ্রুতিনাটক চর্চার নানাদিক নিয়ে আলোচনা সভায় এই সরল সত্যটা আর একবার প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভাগৃহে এই আলোচনার উদ্যোক্তা ছিল বাচিকচর্চার সংস্থা 'শ্রুতি ও স্বর'।

আলোচনায় নাটককার অভিনেতা পরিচালক অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল শ্রুতিনাটকের নন্দনতত্ত্বের প্রাথমিক আভাস ও বিচার নিয়ে একটা ধারণা দিলেন। দীর্ঘদিনের নাট্যব্যক্তিত্ব ভাস্বতী চক্রবর্তী আলোচনা করেন শ্রুতিনাটকে বিশ্বাসযোগ্য অভিনয়ের পটভূমি ও অভিনেতার প্রস্তুতি নিয়ে। সংস্কৃতিকর্মী অভিনেত্রী মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী মৌকণা মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল শ্রুতিনাটক ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে। বহু শ্রুতিনাটকের রচয়িতা সংস্থার কর্ণধার ডঃ অরুময় চক্রবর্তীর আলোচনা বিষয় ছিল শ্রুতিনাটকের স্বরচর্চা এবং নাটককার পরিচালক আবহ নির্মাণ বিশেষজ্ঞ কুন্তল ঘোষ বললেন, শ্রুতিনাটকের আবহ নির্মাণ ও প্রয়োগ নিয়ে। সব মিলিয়ে শ্রুতিনাটক চর্চা নিয়ে এমন নিটোল আলোচনা শিলিগুড়িতে এর আগে হয়নি।

আকাশবাণীর দীর্ঘদিনের বাচিকশিল্পী মুক্তি চন্দর বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বহু শ্রুতিনাটকের নাটককার পার্থপ্রতিম মিত্র ছিলেন আলোচনা সভার সঞ্চালকের ভূমিকায়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন স্বাগতা পাল, গীতালি চক্রবর্তী, অমিতাভ ঘোষ, রিনা সাহা, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, হৈমন্তী মজুমদার, অপর্ণা চক্রবর্তী, চন্দনা বসু। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে অভিজিৎ সরকারের নাট্যরূপে শ্রুতিনাটক করেন অমৃতা রায় ও এনাক্ষী বিশ্বাস। লীলা মজুমদারের বাপের ভিটে গল্প পাঠ-অভিনয় করেন অনন্যা চক্রবর্তী ও অরুময় চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন অমৃতা রায়। **-ছন্দা দে মাহাতো**

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কাজের ভাষাও পাহাড়ে উন্নতির বাধা

ভাষা দিবসের আবহে মনে হয়, পাহাড়কে রাজ্যের অংশ মনে করলে পাহাড়িদের ভাষার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে।

অজন্তা সিনহা

ডিসেম্বরের চরম হিমেল দিনে কলকাতা থেকে পাকাপাকি পা রেখেছিলাম চুইখিমে। কিছুদিন নির্জন প্রকৃতির কোলে আশাপ্রদ নিরুপদ্রব কাটানোর পরেই শুরু হল পাহাড়ের মানুষের আন্দোলন। সেটা ২০১৭। পাহাড়ের বিভিন্ন অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের আন্দোলনের দাবিতে আগুনে চেহারা নিয়েছিল।

এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ভাষা। স্থানীয় মানুষজনের ওপর বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগটাও তীব্র হয়েছিল, আন্দোলনের অংশস্বরূপ। এই প্রতিবাদের রূপ একসময় জ্বলন্ত রূপ ধারণ করে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একদা ঘনিয়ে ওঠা বাংলা ভাষার প্রতি বিদ্বেষ কি তাহলে ঘরের কাছের এই অতি চেনা পাহাড়ি গ্রাম-শহরে ফিরে এল? এই আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল এলাকাবাসী বাংলাভাষী মানুষ। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। এত আশা করে কলকাতার পাট চুকিয়ে পাহাড়ে এসে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হব, এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি!

আমার এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ মিথ্যে প্রমাণিত হতে অবশ্য দেরি হয়নি। ভাষা বা কোনও কিছুই পাহাড়বাসীর সঙ্গে আমার দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি। প্রতিবেশী পাহাড়ি অন্তর দিয়ে বনধজনিত কারণে উদ্ভূত আমার বাজারহাটের যাবতীয় সমস্যায় এগিয়ে এসেছে। এটা বুঝেছিলাম ভাষার দূরত্ব এখানে সম্পর্কের অন্তরায় নয়। অবশেষে আন্দোলন এবং রাজনৈতিক চাপানউতোরের খেলার ইতি ঘটে ১০৪ দিনের দীর্ঘতম বনধের শেষে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে জোর করে পাহাড়বাসীর ওপর বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ভাবনা থেকে সরে এসেছে। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে যা খুব ভালো দিক বলে মনে হচ্ছে।

মাতৃভাষা প্রসঙ্গে অধিকাংশ মানুষই অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অংশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা উত্তরবঙ্গের পাহাড়বাসীর মাতৃভাষা নয়। তাঁরা মূলত নেপালি ভাষায় কথা বলেন। তা বলতেই পারেন। এতে কার কী ক্ষতি! তবে, ভাষা যখন যোগাযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, সেখানে মাতৃভাষা কী, তার থেকেও বড় হয়ে ওঠে, এই মানুষজন আদতে কোন ভাষায় যোগাযোগ স্থাপন করবেন ভিনরাজ্যের মানুষজনের সঙ্গে? অর্থাৎ কোনটা হবে তাঁদের কাজের ভাষা! বহু পাহাড়ি তরুণ-তরুণী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে কাজের জন্য। ইংরেজি বা হিন্দি জেনে কাজ করেন। সংখ্যাটার আরও বৃদ্ধি দরকার।

একটি গ্রামে টানা বসবাস করা ছাড়াও আমি দীর্ঘদিন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে বা আধাশহরে ঘুরে দেখেছি, শুধু পথঘাট নয়, ভাষাও ওঁদের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। অনেকেই নেপালি ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না। কিছুটা ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতে পারলেও ইংরেজি অনেকেরই আয়ত্তে নেই। এদিকে, পর্যটন ব্যবসায় অহরহ ওঁদের বাইরে থেকে আগত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যাঁদের মধ্যে নেপালি জানা মানুষ তুলনায় কম।

একইভাবে স্কুলগুলিতে পড়ানোর ক্ষেত্রেও কিছু জটিলতা রয়েছে। এমনিতে ইংরেজিমাধ্যম স্কুলই বেশি। কিন্তু সেখানে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের মধ্যেকার যোগাযোগের মাধ্যম মূলত নেপালি ভাষা। এর ফলে পাহাড়ের বাইরে যখনই হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে যাচ্ছে এইসব ছেলেমেয়ে, চূড়ান্ত অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে তারা। তাদের সাহায্য করছে কিছুটা হিন্দি।

পাহাড়কে যদি আমরা রাজ্যের অংশ বলে মনে করি, যদি সত্যি তাঁদের উন্নয়ন চাই, পাহাড়িদের ভাষার দিকটাও ভেবে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে! অন্তত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উপযোগী একটি ভাষার প্রচলন এখানে জরুরি। না হলে, পাহাড় ও সমতলের মানুষের মধ্যেকার দূরত্ব কোনওদিনই ঘুচবে না।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। কৃষ্ণের একজন পত্নী, সত্রাজিতের মেয়ে ৩। সুরধর্মী বা গীতিময় কবিতা ৫। বিভীষণ ও সরমার ছেলে যিনি রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ৭। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গা ৯। কাঠ ফুটো করার যন্ত্র তুরপুন অথবা পতঙ্গ ১১। অপ্রত্যাশিত বা হঠাৎ ১৪। অনুমতি বা স্বীকৃত ১৫। ননী বা মাখন।

উপর-নীচ : ১। জঙ্গ বা লড়াই ২। কোনও অভীষ্ট পূরণের জন্য দেবতার কাছে অঙ্গীকার ৩। দেবী ভগবতী বা সরস্বতী ৪। টেমসের তীরে রাজধানী শহর ৬। মুসলিম প্রথায় অভিবাদন করা ৮। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ১০। দেশের যে প্রতিনিধি বিদেশে থাকেন ১১। আয়েশ বা সুখ, গান্ধিজি যাকে হারাম বলেছিলেন ১২। হোঁচট বা ঠোকর খাওয়া ১৩। বন বা উপবন।

সমাধান ■ ৪০৭১

পাশাপাশি : ১। চটকা ৩। হবি ৫। পাই ৬। কয়াধু ৮। সড়ক ১০। অগ্রজা ১২। মাতন ১৪। পরি ১৫। খাজা ১৬। নফর।

উপর-নীচ : ১। চমচম ২। কাপালিক ৪। বিজয়া ৭। ধুনি ৯। লামা ১০। অন্তরিন ১১। জাদুঘর ১৩। তনখা।

ভালো খবর

মুম্বইয়ের বাসিন্দাদের পক্ষে দারুণ খবর। শিগগিরই সেখানে আসছে ডিজনিল্যান্ডের মতো থিম পার্ক। হচ্ছে আসলে নভি মুম্বইয়ে। পার্কের নাম হচ্ছে ওয়ান্ডার পার্ক। অনেক ধরনের খেলা থাকছে। থাকছে লাইভ অনুষ্ঠান। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মডেল থাকছে। অনেক বাবা-মায়েরাই খবরটা জেনে উত্তেজিত। বাচ্চাদের ঘোরার আরেকটা জায়গা হল।

চার্জশিটে 'কাকু'

প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র সহ তিনজনের বিরুদ্ধে ব্যাংকশাল আদালতে চার্জশিট পেশ করল সিবিআই। এই নিয়ে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট দেওয়া হল।

মামলার রায়দান

সন্দেশখালিতে তিনজনকে খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় শেখ শাহজাহানের। এই মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন করা হয়। সোমবার মামলার রায়দানের সম্ভাবনা।

সম্মেলন শুরু

শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে সিপিএমের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসবেন প্রতিনিধিরা। থাকবেন শীর্ষনেতারা। খাওয়াদাওয়া ও এলাহি আয়োজনের প্রস্তুতি তুঙ্গে।

ধর্ষণের অভিযোগ

চার বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ৬৫ বছরের দাদু। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান মহিলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তর বাড়িতে প্রায়শই খেলতে যেত শিশুটি।

রাজ্য সরকার ও মালিকদের প্রতিবাদ, রাস্তা থেকে উধাও হতে পারে যানবাহন

ফিটনেস ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবে শঙ্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ১৫ বছরের পুরোনো গাড়ি বাতিলের গেরোয় কলকাতা সহ কেএমডিএ এলাকায় বাস-মিনিবাসের অভাবে নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগ আগেই চরমে উঠেছে। এবার দিল্লি থেকে কেন্দ্রের প্রস্তাবে রাজ্যজুড়ে মফসসল এলাকায় বাস, মিনিবাস পরিষেবার ওপর চরম আঘাত আসার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র চায়, মফসসল এলাকায় বাস, মিনিবাসের সিএফ (সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস) ফি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হোক। এমনিতেই তেল ও যন্ত্রাংশের চড়া দাম নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবসা প্রায় ধুঁকছে। তার ওপর এভাবে ফি বৃদ্ধি করা হলে তাঁরা আরও যন্ত্রণার মধ্যে পড়বেন বলে মনে করছেন পরিবহণ মালিকরা।

তাঁরা বলছেন, এবার মফসসল এলাকায় রাস্তা থেকে বাস ও মিনিবাস তাঁরা তুলে নিতে বাধ্য হবেন। তার ফলে মফসসলেও নিত্যযাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হবেন। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক সিএফ ফি বৃদ্ধির খসড়া বিজ্ঞপ্তি

রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর ও বাস-মিনিবাস মালিক সংগঠনগুলির কাছে পৌঁছোনোর পর সংশ্লিষ্ট মহলে চরম উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। মালিক সংগঠনগুলি কেন্দ্রের খসড়া প্রস্তাবের চরম বিরোধিতা করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে চিঠি পাঠিয়েছে।

রাজ্য সরকার এখনই প্রকাশ্যে এই বিরোধিতায় না গেলেও আগামীদিনে যে ওই পথেই হাঁটবে শুক্রবার রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর কথায় তার আভাস মিলেছে। পরিবহণমন্ত্রী এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেছেন, 'খসড়া প্রস্তাব কেন্দ্র পাঠালেই তো হবে না। রাজ্য তা মানবে না। পারিপার্শ্বিক দিকগুলিও আমাদের ভাবতে হবে। পরিবহণ ক্ষেত্রটি কেন্দ্র ও রাজ্যের এক্তিয়ারে হলেও রাজ্য সবসময় সব নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়। এমনিতেই পরিবহণ মালিকরা নানা চাপের মধ্যে রয়েছেন। তারপর ফি বৃদ্ধিতে তাঁদের ওপর আরও আর্থিক চাপ বাড়বে। কেন্দ্রের প্রস্তাবে খসড়া বিজ্ঞপ্তি খতিয়ে দেখেই আমাদের মতামত আমরা কেন্দ্রকে জানাব।'

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের এই খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়েছে, গাড়ির সিএফ-এর বর্তমান ফি ১৫ বছর পর্যন্ত ৮৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হোক। এছাড়াও ১৮ শতাংশ জিএসটি আলাদা লাগবে। ১৫ থেকে ২০ বছরের ক্ষেত্রে সিএফ ফি ৩৬ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে আরও ১৮ শতাংশ জিএসটি লাগবে। এই প্রস্তাবের ওপর রাজ্যগুলি ও বাস মালিক সংগঠনগুলির মতামত শীঘ্রই জানতে চায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক। এতেই প্রমাদ গণতে শুরু করেছে রাজ্যের বাস, মিনিবাস মালিক সংগঠনগুলি। সিএফ না থাকলে রাস্তায় গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ বেআইনি। তাদের আশঙ্কা, এমনিতেই গাড়ি চালানোটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেল ও যন্ত্রাংশের দাম নিয়মিত বাড়ছে হু হু করে। এবার মফসসলেও রাস্তা থেকে বাস, মিনিবাস তুলে নিতে তাঁরা বাধ্য হবেন। হয়রানির শিকার হবেন নিত্যযাত্রীরা।

অবিলম্বে সিএফ ফি বৃদ্ধির এই অযৌক্তিক প্রস্তাব বাতিলের দাবি জানিয়ে বাস, মিনিবাস মালিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রককে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে পশ্চিমবঙ্গ বাস, মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁদের পাঠানো প্রতিবাদের কপি রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের কাছেও পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মতে, পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে অর্থকে হাতিয়ার করে নয়, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা কেন্দ্রের খেয়াল রাখা দরকার।

কেন্দ্রের ভাবনা

- গাড়ির সিএফ-এর বর্তমান ফি ১৫ বছর পর্যন্ত ৮৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হোক
- এছাড়া ১৮ শতাংশ জিএসটি আলাদা লাগবে
- ১৫ থেকে ২০ বছরের ক্ষেত্রে সিএফ ফি ৩৬ হাজার টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব
- সঙ্গে আরও ১৮ শতাংশ জিএসটি

ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীর পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

সরকারি উদ্যোগে ভাষা দিবস উদযাপন

সংগীতশিল্পী প্রতুলের নামে রাস্তা কলকাতায়

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভাষা দিবসটা সবার। কারও একার কেনা নয়। আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তা মাতৃভাষা। তার প্রতি সবার বিশেষ আবেগ থাকে, শুক্রবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উদযাপনে এভাবেই তাঁর মনের কথা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে ভাষা দিবস অনুষ্ঠানটি উৎসর্গ করা হয় প্রয়াত গায়ক প্রতুল মুখোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি, প্রয়াত সংগীতশিল্পীর স্মরণে ল্যান্সডাউন প্লেসের নাম রাখা হল প্রতুল মুখার্জি সরণি। শুক্রবার ভাষা দিবসে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ভাষা দিবসের ওই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত শিল্পীর স্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। রাজ্য সংগীত দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর প্রতুলের ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জয় গোস্বামী, ইমন চক্রবর্তী, লোপামুদ্রা মিত্র, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুল সুপ্রিয়, রূপঙ্কর বাগচী সহ বাংলার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, গায়করা কবিতা পাঠ ও সংগীত পরিবেশন করেন। প্রতুল স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'পার্থিব জগতে না থাকলেও তিনি আমাদের হৃদয়ের জগতে থাকবেন।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার কুরুখ ভাষা থেকে সাদরি, অলচিকি থেকে শুরু করে রাজবংশী, কামতাপুরি, গোর্খা, হিন্দি, উর্দু, কুরমালি সমস্ত ভাষাকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য না করলেও সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বে পঞ্চম জনপ্রিয় ভাষা বাংলা। এশিয়ায় দ্বিতীয়।'

তিনি জানান, সম্প্রতি বাংলা ভাষা 'ধ্রুপদি' ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষার গুরুত্ব চিরকাল ছিল, আছে ও থাকবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর লেখা 'শান্তি' কবিতাটি পাঠ করেন। বলেন, 'আমরা সবাই শান্তি চাই। ঐক্য চাই, সম্প্রীতি চাই।'

তাঁর কামনা, 'বাংলা ভাষা আরও তুফান তুলুক, জাগরিত হোক, সুরভিত, সুশোভিত, বিকশিত, পুলকিত, পল্লবিত হোক।' তাঁর উপলব্ধি, 'ভাষার মাঝেই জন্ম-মৃত্যু, ভাষার মাঝেই জীবন।' একইসঙ্গে তাঁর আবেদন, 'বাংলা ভাষাকে ভালোবাসুন, বাংলাকে ভালোবাসুন, দেশকে ভালোবাসুন।'

রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বামেরাও বাংলা ভাষা দিবস উদযাপন করে। এদিন কলেজ স্ট্রিটে 'রেড বুকস ডে' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, ভাষাবিদ পবিত্র সরকার, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন পবিত্র সরকারের 'নানা ভাষা নানা মত' বইয়ের উদ্বোধন হয়। এবছর বাংলাদেশে ভাষা দিবস তেমনভাবে পালন করা হয়নি।

সেই আক্ষেপের কথা মনে করিয়ে পবিত্রবাবু বলেন, 'ওদেশে নয়, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ভাষা দিবস সঠিকভাবে পালন হয়নি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে পালন করতে এত সংকোচ কেন? এই সরকার বোধহয় একুশ নিয়ে লজ্জিত।' বিমানবাবু আক্ষেপের সুরে বলেন, 'বাংলাদেশে যথোচিত মর্যাদায় ভাষা দিবস পালন না হওয়া অত্যন্ত দুঃখের। বাংলাদেশে যাঁরা ভাষা দিবস পালন করতেন, তাঁরা অনেকেই আজ লুকিয়ে আছেন। এটা পরিতাপের।'

২০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে ফের জাল ওষুধচক্রের হদিস মিলল। বাজেয়াপ্ত করা হল অন্তত ২০ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আমতায়। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, এখানে দীর্ঘদিন ধরেই জাল ওষুধের কারবার চলছে। খবর পেয়েই ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা শুক্রবার হানা দেন সেখানে। তখনই উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ ওষুধ। আমতার একটি গুদামে ওই নকল ওষুধ মজুত করে রাখা হয়েছিল। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সংস্থার মালিক বাবলু মান্নাকে। বিহারের পাটনা থেকে ওই জাল ওষুধ নিয়ে আসতেন তিনি। পরে তা হোলসেলের মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করতেন। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানান, অন্তত ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার জাল ওষুধ ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় জাল ওষুধ কারবারের সঙ্গে জড়িত এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেইসময় প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের জাল ওষুধ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তারপর ফের এই ঘটনা।

আ মরি বাংলা ভাষা।।

শুক্রবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দুর্ঘটনা এড়াল গুয়াহাটিগামী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল বেঙ্গালুরু-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস। গুয়াহাটিগামী ট্রেনটি যখন শুক্রবার দুপুরে বেঙ্গালুরু থেকে হাওড়া স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল, তখনই লাইনে ফাটল ধরা পড়ে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশনের কাছে আপ লাইনে ফাটল দেখতে পান কর্তব্যরত গেটম্যান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাল ঝান্ডা পুঁতে দেন লাইনে। দূর থেকে লাল ঝান্ডা দেখে চালক ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে দেন। ফলে বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রেলকর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফাটল মেরামতির কাজ শুরু হয়। আধঘণ্টার মধ্যেই ফাটল মেরামত করে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অন্তর্বর্তী উপাচার্য ও অন্তর্বর্তী রেজিস্ট্রারকে সরানোর দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। বিক্ষোভের জেরে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটি রোড ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেননি অন্তর্বর্তী রেজিস্ট্রার আশিস সামন্ত। এদিন সকাল থেকেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের কাছে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল পরিচালিত অশিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। তাদের বক্তব্য, অনৈতিকভাবে অস্থায়ী উপাচার্যের পদে রয়েছেন শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। রাজ্যপাল তাঁকে ২০২৩ সালে নিযুক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদ ৬ মাস পেরিয়ে গিয়েছে।

ধন্দে বিজেপি, কটাক্ষ সিপিএমের

বাংলা দখলে মোদির নির্দেশ এনডিএ-কে

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ছাব্বিশে বাংলা দখলে এনডিএ-কে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ইন্ডিয়ার বৈঠকে অসম, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ শরিকদের একযোগে ঝাঁপানোর নির্দেশ দেন মোদী।

বঙ্গ দখলে প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ নিয়ে ধন্দে পড়েছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্যে এনডিএ'র কোন শরিককে নিয়ে ঝাঁপানোর কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী তা এখনও স্পষ্ট না হওয়ায় ধন্দে পড়েছে তারা। বিজেপির এক রাজ্য নেতা বলেন, যেহেতু,নির্দেশ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর, তাই না পারছে ফেলতে, না পারছে গিলতে এমনি অবস্থা রাজ্যে বিজেপির।

চলতি বছরে বিহার ও ২৬ শে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট। এরমধ্যে আবার বাংলা জয়কে ইতিমধ্যেই পাখির চোখ করেছে বিজেপি। এই আবহে, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়ে গেছে রাজ্য বিজেপিতে। এদিন কুম্ভ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মাটিতে তাঁর চিন্তাধারায় তৈরি দল বাংলায় গণতান্ত্রিকভাবে সরকারে আসবে। সীমান্তবর্তী রাজ্য ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির নিরিখে উনি যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে সেটা ওঁর মনের কথাই বলেছেন। পূরণ করার দায়িত্ব বাংলার মানুষের এবং আমাদের।'

এদিনই দিল্লি থেকে ফিরে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য শরিকদের নিয়ে বাংলা জয়ের বিষয়ে কিছুটা এড়িয়ে গেছেন। শমীকের কথায়, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন, তখন সেটাই হবে।

রাজ্য বিজেপির নেতারা মনে করছেন, আসলে এটা প্রধানমন্ত্রীর জোট বার্তা। উনি বিজেপির প্রধানমন্ত্রী নন, এনডিএ'র প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই দেখতে চান। যদিও,২৪ এর খরা কাটিয়ে সম্প্রতি ওড়িশা,মহারাষ্ট্র হরিয়ানা এবং সর্বশেষ দিল্লিতে বিজেপি একার ক্ষমতায় বিপুলভাবে জয় পেয়েছে। তাতে শরিকরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত। সেই কারণে আগামীর প্রতিটি নির্বাচনে এনডিএ-র শরিকরা যাতে কোনোভাবেই নিজেদের গুরুত্বহীন বলে মনে না করেন, সেই লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য। বাংলায় এনডিএ শরিকদের গুরুত্ব না থাকলেও তিনি তাদের সহযোগিতার জন্য আগাম বার্তা দিয়ে রাখলেন।

তবে, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের যে ব্যাখাই বিজেপির রাজ্য নেতারা দিক না কেন, কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না সিপিএম। সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর মতে, রাজ্য বিজেপির নেতারাই জানে না বাংলায় এনডিএ-র শরিক কে? তবে তারা জানে এখানেও মহারাষ্ট্রের শিবসেনার মতো একজন 'শিন্ডে' খুঁজছেন মোদী। শিন্ডে শিবসেনা থেকে বেরিয়ে এখন বিজেপিতে। মোদী তো জানেন, এখানে ওঁর এনডিএ-র একজন শরিক আছেন। তা সত্ত্বেও উনি যখন বলছেন,তখন মনে হয় শিন্ডের মত সেই শরিককেও বিজেপিতে হয়তো শামিল করতে চান তিনি।'

শোভনের হয়ে আইনি লড়াই কল্যাণের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : একজন তৃণমূলের প্রাক্তন নেতা তথা কলকাতার প্রাক্তন মহানাগরিক। অপরপক্ষ তৃণমূলের বর্তমান বিধায়ক। অথচ আদালতে প্রাক্তন তৃণমূল নেতার হয়ে সওয়াল করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী। তৃণমূল বিধায়কের উদ্দেশে বললেন, 'আপনি তো প্রভাবশালী। বেহালায় আপনার কত সমর্থক রয়েছে।' এভাবেই হাইকোর্টের বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা বেনজির শুনানি চলল। আসলে মামলাটি প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বেহালা পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহবিচ্ছেদের। শোভনের হয়ে আদালতে সওয়াল করলেন আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এজলাসে দাঁড়িয়েই তিনি রত্নার বিপক্ষে সওয়াল করে বললেন, 'একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা উচ্চারণ করা যায় না। তিনি একজন বিধায়ক। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তিনি নষ্ট করেছেন। তাই অপরপক্ষের বিরুদ্ধে প্রভাবশালী তত্ত্ব কেন আনছেন?'

উল্লেখযোগ্যভাবে শোভনের হয়ে কল্যাণের এই আইনি লড়াইকে ভিন্ন রাজনৈতিক আখ্যা দিচ্ছে বিরোধীরা।

বিতর্কের মধ্যে কুম্ভে ডুব শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : 'মৃত্যুকুম্ভ' বিতর্কের মধ্যেই মহাকুম্ভে গিয়ে ডুব দিয়ে এলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার বিধানসভায় মহাকুম্ভে অব্যবস্থার সমালোচনা করে তাকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সেই মন্তব্য মহাকুম্ভের অপমান বলে দাবি করে বিধানসভায় বিজেপির ধর্না থেকে সরব হন শুভেন্দু। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বাদ দেওয়ার জন্য দাবি জানান। এই আবহেই শুক্রবার কুম্ভের ত্রিবেণি সঙ্গমে ডুব দিলেন শুভেন্দু।

ইতিমধ্যেই মহাকুম্ভে গিয়ে স্নানপর্ব চুকিয়ে ফেলেছেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য বিজেপির বহু নেতা। কুম্ভে যাওয়ার ব্যাপারে বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা না গেলেও সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ প্রথম দফাতেই কুম্ভ ঘুরে এসেছেন। কুম্ভে যাওয়ার বিষয়ে বিধায়কদের ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহও দিয়েছেন শুভেন্দু। এদিন বিরোধী দলনেতার কুম্ভস্নানের ছবি সমাজমাধ্যমে দেখে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা বলেন, 'আমি কুম্ভে গিয়েছি। বিরোধী দলনেতা আমাদের পরিষদীয় দলনেতা। তিনি কিছু করলেই আমাদের সকলের করা হয়। উনি স্নান করায় বাকি বিজেপি বিধায়কদেরও কুম্ভস্নানের পুণ্য অর্জন হবে।'

কুম্ভে স্নান করার ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শুভেন্দু লিখেছেন, 'আজ মহাকুম্ভের পবিত্র ত্রিবেণি সঙ্গমে স্নানের সৌভাগ্য হল।'

সম্প্রতি কুম্ভে যাওয়া নিয়ে ঘরোয়া কথাবার্তায় শুভেন্দু বলেছিলেন, 'ঢাকঢোল পিটিয়ে যাব না। ডুব দেওয়ার পর জানতে পারবেন।' সূত্রের খবর, এদিন কলকাতা থেকে চাটার্ড প্লেনে দিল্লি যান শুভেন্দু। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে পৌঁছান কুম্ভে। ট্রাফিক এড়াতে এই পরিকল্পনা। এক্স হ্যান্ডেলে বা ফেসবুকে তাঁর যে ছবি দেওয়া হয়েছে সেখানেও তাঁকে সেই চপারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে শুভেন্দু বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন। এই কথা বলে তিনি সমস্ত সনাতনীকে অপমান করেছেন। পাপ করেছেন। এই পাপের শাস্তি ওঁকে পেতে হবে।'

ইস্পাত কারখানা তো দুই মাসে হয় না : সৌরভ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : তিনি বাংলার আইকন। তিনি বাংলার শুভেচ্ছাদূতও।

বেশ কিছুদিন আগে তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন মেদিনীপুরের শালবনিতে ইস্পাত কারখানা তৈরির কথা। মাঝে অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। মহারাজের প্রস্তাবিত সেই ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যৎ কী? কাজ কতদূর এগিয়েছে?

আজ দুপুরে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক স্পষ্ট করেছেন, শালবনিতে ইস্পাত তৈরির কারখানার বিষয়টি নিয়ে প্রবলভাবে

আগ্রহী। কিন্তু স্টিল প্লান্ট তৈরির জন্য সময় প্রয়োজন। ইস্পাত কারখানা তো দুই মাসে তৈরি হয়ে যাবে না। সৌরভের কথায়, 'খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। ১৮-২০ মাসের মধ্যে উৎপাদনের কাজও শুরু হয়ে যাবে। মনে রাখবেন, ইস্পাত কারখানা তৈরি দুই মাসে হয় না। তার জন্য সময় লাগে।'সৌরভের কাছে বাংলার প্রত্যাশা বরাবরই অন্যরকম। সেই প্রত্যাশাপূরণের পথে শালবনির ইস্পাত কারখানা বাংলাজুড়ে কর্মসংস্থানও তৈরি করবে, আশ্বাস দিয়েছেন সৌরভ। মহারাজের কথায়, 'ঠিক কবে কাজ শুরু হবে, আজ এখনই তার দিন-তারিখ বলতে পারব না। তবে খুব দ্রুতই শুরু হবে কাজ। আর হ্যাঁ, বাংলাজুড়ে কর্মসংস্থানও হবে।'

হস্টেলের নয়া ফরমানের প্রতিবাদ

উপাচার্যের ঘরে তালা যাদবপুরের পড়ুয়াদের

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : হস্টেলে অবাধ যাতায়াতের দাবি সহ বিভিন্ন দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ম করেছেন, রাত ১১টার পর বন্ধ হয়ে যাবে হস্টেলের দরজা। কিন্তু তা মানতে নারাজ প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। তাঁদের সাফ কথা, এর ফলে কোনও প্রয়োজনে এক হস্টেল থেকে অন্য হস্টেলে যাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও হস্টেলে লাইট, ফ্যান, ওয়াটারকুলার ইত্যাদির যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধানেরও দাবি জানানো হয়েছে। ৭ দিনের মধ্যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের তারিখ বেঁধে দিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, হস্টেলে র‍্যাগিং নিয়ে বহু অভিযোগ উঠছে। গত বছর র‍্যাগিংয়ের জেরে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। এর ফলে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের মধ্যে ভীতি জন্মায়। তাঁদের সুরক্ষিত করার জন্যই বেশ কিছু ব্যবস্থা নেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে রাত ১১টার পর হস্টেলে অবাধ প্রবেশ বন্ধ করা অন্যতম। কিন্তু তা মানতে নারাজ প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রীতিমতো মতানৈক্য শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্তর অফিসঘরে তালা লাগিয়ে দেন প্রথম বর্ষের পড়ুয়ারা। পরে অবশ্য তালা খুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ভাস্করবাবুর সাফ কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের গাইডলাইন মেনেই সমস্ত নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে। কোনও অনিয়ম করা হয়নি। যাঁরা অফিসে তালা ঝুলিয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন।

ফেব্রুয়ারি মাসের বিষয় : ট্রাভেল ফোটোগ্রাফি

মাসাই মারা, আফ্রিকা

প্রথম : শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস মার্ক ২ ৭ডি

চুসুল, লাদাখ

দ্বিতীয় : নীহাররঞ্জন সরকার
(ধলদিঘি, গঙ্গারামপুর) ক্যানন ইওএস আর৬

ভিক্টোরিয়া, কলকাতা

তৃতীয় : অনুপম চৌধুরী
(ভোলারডাবরি, আলিপুরদুয়ার জংশন) নিকন জেড৫

নকশালবাড়ির পথে

চতুর্থ : অতনু চক্রবর্তী
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি) ক্যানন ইওএস ৭৫০ডি

গঙ্গা, বারাণসী

পঞ্চম : বিক্রম কর্মকার
(কামাখ্যাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার) সোনি এ৭ ৩

ডাউকি, মেঘালয়

ষষ্ঠ : চন্দন দাস
(ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার) নিকন ডি৫৩০০

মানস, অসম

সপ্তম : দেবজিৎ সরকার
(বংশীহারী, দক্ষিণ দিনাজপুর) রিয়েলমি ১১ প্রো

নাহারগড় ফোর্ট, রাজস্থান

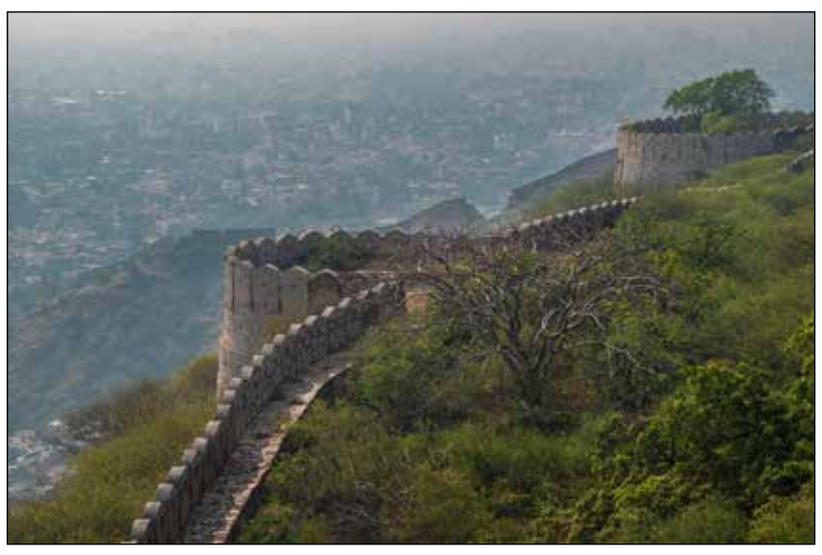

অষ্টম : কৌশিক দাম
(গোমস্তপাড়া, জলপাইগুড়ি) নিকন জেড৫

নাথু লা, সিকিম

নবম : মনীষা দাস
(বালুরঘাট) রিয়েলমি ১১ প্রো

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

আরও যাঁরা ছবি পাঠিয়েছেন

সুকন্যা চক্রবর্তী, ওমকেশ রায়, তন্ময় দাস, সর্বাণী গোস্বামী, সন্দীপন সান্যাল, উৎপল বসু, প্রত্যয় রায়, বিপাসনা শাস্ত্রী, সুবল বসাক, শুভঙ্কর দেবনাথ, শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চক্রবর্তী, স্বপনকুমার বসু, কোয়েল চৌধুরী, কোহিনুর ধর, মৌমিতা প্রামাণিক, তাপস ভৌমিক, শৌভিক রায়, প্রিয়াংকা হোড়, অভিরূপ ভট্টাচার্য, অমিতাভ সাহা, সৌরভ রক্ষিত, অর্ঘ্য তরফদার, নবনীতা মণ্ডল, মৈনাক শিখর সমাজদার, মনোজ রায়, জয় দাস, দুর্জয় রায় ও জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাতাসিয়া লুপ, দার্জিলিং

দশম : দীপাঞ্জয় ঘোষ
(গোফানগর, দক্ষিণ দিনাজপুর) ভিভো ভি২৩

আমেরিকাকে বার্তা বিদেশমন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ৩ দফায় অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীদের ফেরত পাঠিয়েছে আমেরিকা। প্রথম দফায় মার্কিন বিমানে ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও তাঁদের শিকল পরিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। আমেরিকায় আটক থাকার সময় এক শিখ অভিবাসীর পাগড়ি ফেলে দেওয়ার কথাও জানা গিয়েছে। বিষয়টি সামনে আসার পর ট্রাম্প সরকারকে উদ্বেগের কথা জানিয়েছিল কেন্দ্র। ভারতের বার্তার পর সতর্ক হয়েছে আমেরিকা। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

এস জয়শংকরের মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমরা মার্কিন সরকারকে আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলাম। ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি ভারতে আসা বিমানগুলিতে সওয়ার অভিবাসীদের যেন মানবিকভাবে ফিরিয়ে আনা হয় এবং তাঁদের ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়টি খেয়াল করা হয়। আমাদের তথ্য অনুসারে, উক্ত ২ দিনে অমৃতসরে আসা বিমানগুলিতে মহিলা ও শিশুদের শিকল পরানো হয়নি।'

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি মোট ২২৮ জন ভারতীয় অভিবাসীকে ফেরত পাঠিয়েছিল আমেরিকা। মহিলা, শিশুদের শিকল না পরানোর কথা জানালেও পুরুষদের প্রতি মার্কিন সরকারের 'আচরণ' নিয়ে আলাদাভাবে কিছু জানায়নি বিদেশমন্ত্রক। এদিকে আমেরিকা থেকে আরও কিছু অবৈধ ভারতীয় অভিবাসীকে পানামায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানকার এক হোটেলে রাখা হয়েছে তাঁদের। ওই ভারতীয়দের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে বিদেশমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। সেই প্রক্রিয়া শেষ হলে তাঁদের ভারতে ফেরত পাঠাবে আমেরিকা।

বাংলাদেশকে সতর্ক করল ভারত

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির মধ্যেই সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারকে সতর্ক করে দিল ভারত। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ বলেছেন, 'মাস্কাটে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সার্ককে পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার সবাই জানে কোন দেশ ও তার কী ধরনের কর্মকাণ্ড সার্ককে কোণঠাসা করে রেখেছে। সন্ত্রাসবাদের স্বাভাবিকীকরণ করাটা যে বাংলাদেশের একেবারেই উচিত নয় সেকথা তৌহিদ হোসেনকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জানিয়ে দেন।'

২০১৬ সালে উরি হামলার পর থেকে সার্ক সম্মেলন গতি হারায়। ভারতের সাফ কথা, সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু উপদেষ্টা ইদানীং যে সমস্ত ভারত বিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন সেদিকেও যে নয়াদিল্লি নজর রাখছে সেকথা জানিয়ে দিতে ভোলেননি রণধীর। সদ্যসমাপ্ত বিএসএফ-বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে ঢাকার তরফে দাবি করা হয়েছিল, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনাটি অতিরঞ্জিত। যদিও জয়সওয়ালের সাফ কথা, 'বাংলাদেশে গত কয়েকমাসে সংখ্যালঘুদের ওপর কী হয়েছে তা সকলেই জানেন। ভারত বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এই বিষয়ে।'

এদিকে ডিজি বৈঠক শেষে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে নতুন হটলাইন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দুই বাহিনীর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে। সূত্রের খবর, এই নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা কলকাতা-ভিত্তিক বিএসএফ পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অতিরিক্ত ডিজি এবং ঢাকায় বিজিবি সদর দপ্তরে নিযুক্ত আধিকারিকের মধ্যে কার্যকর হবে। পাশাপাশি, দুই দেশের সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য প্রায় ৯৯টি নতুন স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারত নাকি বাংলাদেশ!

মার্কিন বরাদ্দ নিয়ে কং-বিজেপি তর্জা

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ভারতে ভোটারদের বুথমুখী করতে ২.১ কোটি ডলার (প্রায় ১৮২ কোটি টাকা) বরাদ্দ করেছিল আমেরিকা! জো বাইডেন সরকারের আমলে হওয়া বরাদ্দ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর দাবি, ভারতে লোকসভা ভোটে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পালে হাওয়া তুলতেই নাকি এই অর্থ দেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে শুরু করেছে বিজেপি। কেন্দ্রকে পালটা শ্বেতপত্র প্রকাশের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। এদিকে গোটা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ভারত নয় ওই টাকা বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ করেছিল বাইডেন প্রশাসন। যে বরাদ্দের সিংহভাগ টাকা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, কনসোর্টিয়াম ফর ইলেকশনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল প্রসেস স্ট্রেংথেনিং (সিইপিপিএস)-এর মাধ্যমে অর্থবরাদ্দ করেছিল ইউএসএআইডি। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে ভারতে ইউএসএআইডি-র অর্থায়নে কোনও সিইপিপিএস প্রকল্প চলছে না। রিপোর্টটি সামনে আসার পরেই স্বাভাবিকভাবে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধেই 'বহিরাগত শক্তির মদতে' দেশে অস্থিরতা ছড়ানোর অভিযোগ করেছে তারা। দলের মুখপাত্র পবন খেড়া বলেন, 'বিজেপি কি জাতীয়তাবাদ বিরোধী আচরণ করছে না? ওরা তথ্য যাচাই না করেই অভিযোগ করেছে। বিজেপি দীর্ঘদিন বিরোধী আসনে থাকাকালীন সরকারকে অস্থির করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত শক্তির প্রত্যক্ষ ও অনৈতিক সাহায্য নিয়েছে। বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি না করেই বর্তমান শাসকদল বিরোধীদের দিকে আঙুল তুলতে শুরু করেছে।'

আমরা বিষয়টির ওপর নজর রাখছি। এই ঘটনা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

রণধীর জয়সওয়াল

বিজেপির অভিযোগ সত্যি হলে মোদি সরকারকে অন্ধকারে রেখে কীভাবে বিপুল পরিমাণ মার্কিন অর্থ ভারতে এল সেই প্রশ্নও তুলেছেন কংগ্রেস নেতা। যদিও সংবাদমাধ্যমের দাবি নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে সরকারিভাবে অবস্থান স্পষ্ট করা হয়নি। নীরব বাংলাদেশও। এ ব্যাপারে দিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও আধিকারিক মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে মার্কিন বরাদ্দ নিয়ে কংগ্রেসকে জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি। এদিন দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতে ভোটারদের জন্য ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার পাঠানোর কথা বলার একদিন পর, তিনি আবারও একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন। আর তিনি বাংলাদেশে পাঠানো ২৯ মিলিয়ন ডলারের সঙ্গে এটিকে গুলিয়ে ফেলেননি। এবার তিনি ঘুষের কথাও উল্লেখ করেছেন।'

ভারতের ভোটকে প্রভাবিত করতে মার্কিন বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'কিছুদিন আগে আমেরিকার সরকার ইউএসএআইডি-এর মাধ্যমে বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করেছে। আমরা বিষয়টির ওপর নজর রাখছি। এই ঘটনা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি করেছে।' তিনি জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করছে কেন্দ্র। সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছে। ঘটনাক্রম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেই তাঁর পক্ষে কোনও মন্তব্য করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন জয়সওয়াল।

মাছের খোঁজে... শুক্রবার বস্তারের দলপত সাগর লেকে।

সরকার গড়তেই রেখা-অতিশী যুদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : শপথ নেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টাও কাটল না। তার আগেই দিল্লির মহিলাদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘিরে নতুন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার সঙ্গে দ্বৈরথে জড়িয়ে পড়লেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী। বৃহস্পতিবার শপথগ্রহণের পর দিল্লি সচিবালয়ে নতুন মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক বসেছিল। নির্বাচনি প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অন্য বিজেপি নেতারা একাধিক জনসভায় দাবি করেছিলেন, তাঁরা দিল্লিতে ক্ষমতায় এলেই মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে মহিলাদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু তা না হওয়ায় নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে বিঁধেছেন আপ নেত্রী অতিশী। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডাকে মিথ্যেবাদী প্রতিপন্ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।' বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীরা শপথ নেওয়ার পর মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকে বসলেন। কিন্তু মহিলাদের ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল না। মুখ্যমন্ত্রী প্রমাণ করেছেন, মোদিজির গ্যারান্টির অর্থ হল স্রেফ জুমলা।' জবাবে রেখা বলেন, 'সরকার আমাদের। অ্যাজেন্ডাও আমাদেরই হবে। আমাদের কাজ করতে দিন। আপনাকে সবকিছু বলে দিতে হবে না। আপনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন যা করার করেছেন।' রেখা বলেন, 'কংগ্রেস ১৫ বছর রাজত্ব করেছে দিল্লিতে। আপের সরকার ছিল ১৩ বছর। নিজেরা কে কী করেছেন সেদিকে না তাকিয়ে একদিনের সরকার নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তোলেন কীভাবে? যাঁরা এখন বড় বড় কথা বলছেন তাঁরা ক্ষমতায় থাকার সময় একাধিক দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছিল দিল্লিতে।'

এদিকে নতুন মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কেজরিওয়ালের সাধের শিশমহলে পা রাখবেন না।

'লেডি ডন' গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : বছরের পর বছর তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাদক পাচার, তোলাবাজিতে সিদ্ধহস্ত দিল্লির লেডি ডন জোয়া খানের নাগাল পুলিশ কিছুতেই পাচ্ছিল না। অবশেষে বমাল সমেত ধরা পড়লেন। উত্তর-পূর্ব দিল্লির ওয়েলকাম এলাকায় মাদক পাচারের সময় তাঁকে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে ২৭০ গ্রাম হেরোইন মিলেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে যার দাম আনুমানিক এক কোটি টাকা। গ্যাংস্টার হাশিম বাবার তৃতীয় স্ত্রী জোয়ার ওপর নজর রেখেছিলেন দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের এসিপি সঞ্জয় দত্ত। বৃহস্পতিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তিনি আটঘাট বেঁধে নামেন। পুলিশ জোয়াকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর জোয়া হাশিম বাবাকে বিয়ে করেন। তোলাবাজি, চোরাচালান সহ ১২টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত হাশিম তিহার জেলে বন্দি। স্বামীর অনুপস্থিতিতে গ্যাং চালাচ্ছিলেন জোয়া।

বৃহস্পতিবার অগ্নিকাণ্ডের পর সব পুড়ে ছাই। ধ্বংসস্তূপের মাঝে মহিলা। শুক্রবার মুম্বইয়ের গোরেগাঁও এলাকায়।

এনইপি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি প্রধানের

তামিলভূমে ত্রি-ভাষা শিক্ষায় অনড় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ২১ ফেব্রুয়ারি : দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা ভোট। তার আগে ভাষা বিতর্ক নতুন করে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তামিলনাড়ুতে। বিতর্কের সূত্রপাত কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) নিয়ে বিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বের সক্রিয়তাকে কেন্দ্র করে। তামিলনাড়ুতে তামিল, ইংরেজির সমান্তরালে হিন্দি ভাষার পক্ষে প্রচারে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপির তামিলনাড়ু শাখা। ১ মার্চ থেকে সেই কর্মসূচি শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই কেন্দ্রের ত্রি-ভাষা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছে তামিলনাড়ুর শাসকদল ডিএমকে।

রাজ্যে বাধ্যতামূলকভাবে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দি চর্চার বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজ্যের ওপর অন্য অঞ্চলের ভাষা জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী। তামিলনাড়ুতে হিন্দি শিক্ষা চালু না করায় রাজ্যের জন্য ২০২৪ -'২৫ অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২,১৫৪ কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে রাজ্যকে পালটা চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। 'জোর করে কোনও ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না' জানিয়েও ত্রি-ভাষা নীতিতে অনড় থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী লিখেছেন, 'বিদেশি ভাষার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করে।... এনইপি ভাষাগত স্বাধীনতার নীতিকে সমর্থন করে এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দের ভাষায় শেখা অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে।' ২০২২-এ চেন্নাই সফরের সময় মোদি 'তামিল ভাষা চিরন্তন' বলে যে মন্তব্য করেছিলেন, সেই কথাও স্ট্যালিনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রধান। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর চিঠিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং 'কাল্পনিক উদ্বেগ প্রভাবিত' বলে উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

স্ট্যালিন-প্রধানের পত্রযুদ্ধ দক্ষিণে ভাষা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেন্দ্র-বিজেপিকে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নিয়ে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী-পুত্র উদয়নিধি স্ট্যালিন। তামিলরা আরও একটি ভাষাযুদ্ধের জন্য তৈরি বলে জানিয়েছেন তিনি। উদয়নিধি বলেন, 'এটা দ্রাবিড়ভূমি, পেরিয়ারের মাটি। গতবার যখন আপনারা তামিল জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন 'গো-ব্যাক মোদি' স্লোগান উঠেছিল। যদি আপনারা আবার চেষ্টা করেন তাহলে আওয়াজ উঠবে 'গেট আউট মোদি'। আপনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য আন্দোলন হবে।' রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আনবিল মহেশ পোয়ামোঝি বলেন, 'তামিলনাড়ু দ্বিভাষা নীতি অনুসরণ করে। ১৯৬৭ থেকে এখানকার সরকারি স্কুলগুলিতে তামিল এবং ইংরেজি পড়ানো হয়। এটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছে।'

জবাবে তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি কে আন্নামালাই। তাঁর অভিযোগ, দ্বিভাষা নীতিকে আঁকড়ে ধরে ডিএমকে রাজ্যকে ৬ দশক পিছনে নিয়ে যেতে চাইছে।

> বিদেশি ভাষার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শিক্ষার্থীদের ভাষাগত শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগ সীমিত করে।... এনইপি ভাষাগত স্বাধীনতার নীতিকে সমর্থন করে এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দের ভাষায় শেখা অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করে।
>
> **ধর্মেন্দ্র প্রধান**

কচ্ছপের সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে

ভুবনেশ্বর, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিপন্ন অলিভ রিডলে কচ্ছপদের বাঁচাতে অসাধ্যসাধন করল ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। তাদের চেষ্টায় এবার ঋষিকুল্যা ও দেবী নদীর মোহনা থেকে অস্ত্রাং পর্যন্ত ৫,৫৫,৬৩৮টি ডিম চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। প্রতি বছর শীতকাল এলেই প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দলে দলে অলিভ রিডলে সামুদ্রিক কচ্ছপ ভিড় জমায় ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে। বহিরাগত এই পরিযায়ী প্রাণীরা ডিম পাড়ার জন্য আস্তানা গাড়ে মূলত গহীরমথা মেরিন স্যাংচুয়ারি ও তার আশপাশের এলাকায়। কিন্তু প্রতি বছর তাদের সংখ্যা কমে যেতে থাকায় উদ্বেগ বাড়ে প্রশাসনের। কচ্ছপ ও তাদের ডিম বাঁচাতে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া জেলার ধামারা নদীর মোহনা থেকে দেবী নদীর মোহনা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার এলাকায় বিশেষ সতর্কতা জারি করে বন দপ্তর। মৎস্যজীবী চোরাকারবারি ও চোরাচালানকারীদের কবজায় আনার পাশাপাশি উপকূলের বাসিন্দাদের সচেতনতা প্রসারেরও ফল মিলেছে। ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হিসাব বলছে, ঋষিকুল্যায় কচ্ছপের ৬,১২৬টি বাসা ও ৫,৫১,২৩৮টি ডিম এবং দেবী নদীর মোহনা-অস্ত্রাংয়ে ৬০টি বাসা ও ৫,৪০০টি ডিম সুরক্ষিত রয়েছে।

কাশ প্যাটেলের প্রতিশ্রুতি স্বচ্ছতায়

ওয়াশিংটন, ২১ ফেব্রুয়ারি : ইতিহাস তৈরি হল। এই প্রথম মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর অধিকর্তা হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল। কয়েকজন রিপাবলিকান সেনেটরের বিরোধিতা সত্ত্বেও ট্রাম্পের একান্ত অনুগত কাশ প্যাটেল বৃহস্পতিবার সেনেটে ৫১-৪৯ ভোটে জয়ী হয়েছেন। কান ঘেঁষে জয় পেলেও তিনি খুশি।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন কাশ প্যাটেল। তিনি লিখেছেন, 'আমার ওপর আপনার অটুট আস্থা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে এফবিআই-এর প্রতি মার্কিন জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমি বদ্ধপরিকর।' তিনি এও বলেছেন, 'এফবিআই ন্যায়বিচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিচারব্যবস্থার রাজনৈতিকীকরণ জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করছে। আজ থেকে সেই দিন শেষ হল।' প্যাটেল কথা দিয়েছেন, 'এফবিআই-কে নতুন করে গড়বেন। বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে আমেরিকার শত্রুদের খুঁজে বের করা হবে। আসুন কাজে নেমে পড়া যাক।'

ট্রাম্পের অনুগত কাশ কিন্তু এক সময়ে এফবিআই-এর কট্টর সমালোচক ছিলেন। সেই তিনি এখন সংস্থার প্রধান। এতে ডেমোক্র্যাটরা উদ্বিগ্ন। তাঁদের আশঙ্কা, তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এফবিআইকে ব্যবহার করতে পারেন। আলাস্কা ও মেইন প্রদেশের দুই রিপাবলিকান সেনেটর সেনেটে ভোটাভুটির সময় কাশকে ভোট দেননি।

নয়াদিল্লিতে পদপিষ্টের লিংক সরানোর নির্দেশ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি : নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে সরকারি হিসাবে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন। ঘটনার ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে এক্স সহ বিভিন্ন সামাজিকমাধ্যমে।

সূত্রের দাবি, এবার রেলমন্ত্রক এক্স-কে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে ১৫ ফেব্রুয়ারি ঘটে যাওয়া হুড়োহুড়ির ভিডিও সংবলিত ২৮৫টি লিংক সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। এটি মন্ত্রকের প্রথম বড় পদক্ষেপ, যা গত বছরের ডিসেম্বরে সরাসরি কনটেন্ট অপসারণের ক্ষমতা পাওয়ার পর নেওয়া হল। জানা গিয়েছে, নৈতিকতা এবং এক্স-এর কনটেন্ট নীতির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রক ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি নোটিশ জারি করেছে, যেখানে এক্সকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ পালনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রেলের দাবি, এই ধরনের ভিডিও প্রচার জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে এবং ট্রেন চলাচলের সময় রেল পরিষেবা ব্যাহত করার আশঙ্কা রয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় একাধিক অ্যাকাউন্টও এসেছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় সংবাদ সংস্থার অ্যাকাউন্টও রয়েছে। নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভিডিওগুলোতে 'সংবেদনশীল ও বিচলিত করার মতো দৃশ্য' রয়েছে, যেখানে মৃত ব্যক্তিদের চিত্রও দেখা গিয়েছে।

এই প্রথম নয় যে রেলমন্ত্রক কনটেন্ট অপসারণের ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। জানুয়ারিতে মন্ত্রক ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামকে অনুরূপ একটি নোটিশ পাঠিয়েছিল, যেখানে 'ভুল ও উসকানিমূলক তথ্য' থাকা কিছু কনটেন্ট মুছে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পাশাপাশি মহাকুম্ভের শেষ সপ্তাহে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্কতা জারি করেছে রেল। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজের ত্রিবেণি সঙ্গমে শেষ শাহিস্নান। তার আগে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়ার আঁচ করে যেসব স্টেশন থেকে প্রয়াগরাজগামী ট্রেন ছাড়বে, সেগুলিতে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নয়াদিল্লি স্টেশনেও আরপিএফ এবং জিআরপি কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল এদিন এক্সে পোস্ট করে বলেছেন, 'মৃতদের ক্ষতিপূরণের জন্য রেলের তরফে নগদ অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং মৃতদেহগুলোকে দ্রুত নিরাপত্তা দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। যা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।'

গুলিতে হত ছাত্র

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষায় নকল করা নিয়ে দু-দল ছাত্রের মধ্যে গোলমালের মাঝেই চলল গুলি। তাতে এক ছাত্র নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও দুজন পড়ুয়া। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সাসারামে। গুলিতে ছাত্রমৃত্যুর জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গিয়েছে, পরীক্ষার সময় নকল করা নিয়ে দু-দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায় এদিন। দু-দল ছাত্রের মধ্যে গুলির লড়াই বেধে যায়। একজন ছাত্রের চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয়। একজনের পায়ে গুলির আঘাত লাগে। অপরজনের পিঠে গুলি লাগে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে নিহত ছাত্রের পরিবার সড়ক অবরোধ করে।

অসমে কং সাংসদকে রাস্তায় ফেলে মার

গুয়াহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেস সাংসদ রাকিবুল হুসেনের ওপর হামলা নিয়ে শুক্রবার ধুন্ধুমার হল অসম বিধানসভায়। কংগ্রেসি বিধায়করা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি জানালে স্পিকার তা নাকচ করে দেন। এরপর এককাট্টা বিরোধীদের হট্টগোলে মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে বিধানসভা অন্তত দু'বার মুলতুবি করতে হয়।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সাংসদ রাকিবুল নিজের জেলা নগাঁওয়ে সামাগুড়িতে দলের একটি সভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে কংগ্রেস সাংসদ ও তাঁর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে মোটরবাইক থেকে টেনে নামিয়ে

ব্যাট এবং লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। সমাজমাধ্যমে সেই ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, কংগ্রেস সাংসদ 'অক্ষত' থাকলেও তাঁর দুই নিরাপত্তারক্ষী 'সামান্য আহত' হয়েছেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, কেন এই হামলা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ১০ জন 'হামলাকারীর' নামও সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেন তিনি।

শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই কংগ্রেস বিধায়করা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চেয়ে প্রাঙ্গণে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান। বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া বলেন, 'রাজ্যে গুন্ডারাজ আর জঙ্গলরাজ চলছে। এটা বরদাস্ত করা হবে না।'

২০ হাজার চা শ্রমিককে হাজির করানোর পরিকল্পনা

শুভেন্দুর সভার তোড়জোড় তুঙ্গে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি : রবিবার কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের মাঠে শুভেন্দু অধিকারীর সভা। সেখানে বিজেপি দলে দলে চা শ্রমিকদের হাজির করাতে চাইছে। এনিয়ে শ্রমিক সংগঠন বিটিডব্লিউইউয়ের নেতারা ঘাম ঝরাচ্ছেন। সাংসদ তথা বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা বলেন, 'ওই সভায় কমবেশি ২০ হাজার চা শ্রমিককে হাজির করানোর পরিকল্পনা রয়েছে। তরাইয়ের চেয়ে ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি থেকে বেশি শ্রমিক ওই সভায় উপস্থিত হবেন। সভা নিয়ে শ্রমিকরা ব্যাপক উৎসাহী।'

বৃহস্পতিবার ডিমডিমা চা বাগানে সভার প্রস্তুতিতে সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

শুক্রবার বিটিডব্লিউইউয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক লুইস কুজুর বীরপাড়ায় সাংসদ তথা বিজেপির জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গার বাড়িতে গিয়ে এনিয়ে শলাপরামর্শ করেন। পরে চা শিল্পে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে লুইস রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। শুক্রবার বীরপাড়ায় লুইসের প্রতিক্রিয়া, 'তরাই ডুয়ার্সের চা বলয়ে প্রায় ১৫০ বছর ধরে পুরুষানুক্রমে বাস করছি। কিন্তু রাজ্য সরকার ৩০ শতাংশ জমি পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিতে চলেছে। আমরা ওই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী। চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হলেও দাগ খতিয়ান থাকছে না। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে ২৩ ফেব্রুয়ারি শুভেন্দু অধিকারীর সভায় চা শ্রমিকদের হাজির হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'

আলিপুরদুয়ার জেলা একসময় গেরুয়া শিবিরের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ২০১৯ সালে বিজেপি প্রার্থী জন বারলা দুই লক্ষ ৪৩ হাজার ৯৮৯ ভোটে জেতেন। গত বছর আলিপুরদুয়ার আসনটি ৭৫ হাজার ৪৪৭ ভোটে বিজেপি দখল করে। অর্থাৎ ২০১৯ সালের তুলনায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫৪২ ভোট কম পায়। গত বছরের নভেম্বর মাসে উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভাও বিজেপি হারিয়েছে। এদিকে, লোকসভা ভোটের আগে থেকে 'বেলাইন' প্রাক্তন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলা। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, বারলার তৃণমূলে যোগ দেওয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। স্বাভাবিকভাবে শুভেন্দুর সভায় চা শ্রমিকদের হাজির করানো বিজেপি নেতাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

আলিপুরদুয়ার জেলা ও লোকসভা এলাকা মিলিয়ে প্রায় ৭০টি চা বাগান রয়েছে। কয়েকটি চা বাগান এখনও বন্ধ। রাজ্য সরকার একদিকে চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর, চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দিচ্ছে। ফলে চা শ্রমিকদের অনেকে তৃণমূলে ঝুঁকছেন। এর মধ্যে চা বাগানের জমির একাংশ উদ্যোগপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোর বিরোধিতা করে পদ্ম শিবির চা বাগানে প্রচারে নেমেছে। এসব ইস্যু নিয়ে কয়েকদিন ধরে চা বলয় কালচিনিতে গেরুয়া শিবির প্রচার চালাচ্ছে। এদিন বিজেপির মাদারিহাট-১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সুরেশ শা বলেন, '১ নম্বর মণ্ডলে সাতটি চা বাগান আছে। প্রত্যেক বাগান থেকে শ্রমিকদের সভায় নিয়ে যেতে আলাদা গাড়ি থাকবে।'

তুষারপাতের পর নেহরু কুণ্ডে যানবাহনের ভিড়। শুক্রবার মানালিতে। ছবি : পিটিআই

শিক্ষার হাল ফেরাতে উদ্যোগী ডিপিএসসি

শিক্ষকদের জন্য জারি বিশেষ নির্দেশিকা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : দিন কয়েক আগে দাবি করেছিলেন জেলার সব প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা মিটে গিয়েছে। তার সেই মন্তব্যের জন্য নানান জায়গায় কম আলোচনা হয়নি। সেই সঙ্গে দাবি করেছিলেন, জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলোতে সব সমস্যা মিটে যাওয়ারও। সেই মন্তব্যেরও বিরোধিতা করেছিলেন অনেকে। এবার তাঁর সেই কথাকে বাস্তবায়িত করতে তিনি যে বদ্ধ পরিকর সেটাই যেন প্রমাণ করার কাজে উঠেপড়ে লাগলেন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন।

কোথাও সময়ের আগেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, কোথাও বা আবার শিক্ষকরা নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পৌঁছান না। আলিপুরদুয়ার জেলার বেশকিছু প্রাথমিক স্কুলকে কেন্দ্র করে এমনই অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ (ডিপিএসসি) উদ্যোগী হল। সংসদের চেয়ারম্যান এক নির্দেশিকার মাধ্যমে শিক্ষকদের স্কুলে সকাল ১০টা বেজে ৫০ মিনিট থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত স্কুলে থাকার নির্দেশ জারি করেছেন। এছাড়া, শিক্ষকরা তাতে পঠনপাঠনে জোর দেন সেজন্য একগুচ্ছ নির্দেশ জারি করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'শিক্ষকরা সমাজ গড়ার কারিগর। তাঁরা যাতে ঠিকমতো সমস্ত কাজ করেন সেজন্যই এই নির্দেশিকা। এটি ঠিকমতো পালন না করা হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।'

> শিক্ষকরা সমাজ গড়ার কারিগর। তাঁরা যাতে ঠিকমতো সমস্ত কাজ করেন সেজন্যই এই নির্দেশিকা। এটি ঠিকমতো পালন না করা হলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **পরিতোষ বর্মন**
> চেয়ারম্যান, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের হাল নিয়ে বহুদিন ধরেই সংশ্লিষ্ট মহলে ক্ষোভ রয়েছে। এনিয়ে বহুদিন ধরেই ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জোরালো হচ্ছিল। এবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর এজন্য উদ্যোগী হওয়ায় এই মহলে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ফেরাতে ডিপিএসসি'র এই উদ্যোগকে শিক্ষক সংগঠনগুলি স্বাগত জানিয়েছে। এবিপিটিএ'র জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'খুবই ভালো উদ্যোগ। দীর্ঘদিন থেকেই নিয়মিতভাবে স্কুল পরিদর্শন হচ্ছিল না। এর ফলে স্কুল পরিচালনায় কিছু সমস্যা চলছিল। এই উদ্যোগের ফলে স্কুলে পঠনপাঠনে জোর দেওয়া হবে। পাশাপাশি, স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।' পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক তৃণমূল শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রত্নদ্বীপ ভট্টাচার্য বললেন, 'ডিপিএসসি'র এই নির্দেশিকাকে সাধুবাদ জানাই। এই নির্দেশিকা সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আগামীদিনে আমাদের শিক্ষকরা তাঁদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবেন বলেই আশা করছি।'

বিচারপতির বাংলায় সওয়াল

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অন্যদিনের মতোই সকাল সকাল কলকাতা হাইকোর্টের ১৯ নম্বর এজলাসে নিজের আসনে বসেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সঙ্গে সঙ্গেই আইটেম নম্বর ধরে ডেকে শুরু হয়ে যায় মামলার শুনানি। আইনজীবীরাও 'মাই লর্ড' বলে সওয়াল করতে যান। তখনই স্মরণ করান বিচারপতি। বলেন, আপনারা প্লিজ আজ বাংলায় সওয়াল করুন। আজ ভাষা দিবস। একটা দিন কি আমরা বাংলায় সওয়াল করতে পারি না?'

তাঁর হাত ধরেই শুক্রবার এই দিনটিকে সম্মান জানাতে নয়া পথে হাঁটল কলকাতা হাইকোর্ট। সাধারণভাবে হাইকোর্টে ইংরেজিতেই মামলাগুলির শুনানি হয়। শুরু সেই ইংরেজ আমল থেকে। হাইকোর্টের জন্মলগ্ন থেকেই শুনানি প্রক্রিয়া ইংরেজিতেই চলে আসছে। দেশের নিম্ন আদালতগুলিতেও শুনানি ও নির্দেশনামার ক্ষেত্রে ইংরেজিই ব্যবহার করা হয়। তবে শুধু আদালত নয়, চিকিৎসকদের প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্রেও ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করা হয়। তবে ২১ ফেব্রুয়ারির এই বিশেষ দিনে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু অধিকাংশ মামলার শুনানি করলেন বাংলা ভাষায়। তেমনই চিকিৎসকদের একাংশের তরফেও প্রেসক্রিপশনে রোগীদের ওষুধপত্র নির্দেশনার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের তরফে সওয়াল করা হল।

এদিন সারাদিন অধিকাংশ মামলা বাংলাতেই শুনানি করেন বিচারপতি বসু। বৃহস্পতিবারই তিনি জানিয়েছিলেন, মাতৃভাষা দিবসে কোনও আইনজীবী চাইলে নিজেদের ভাষাতেই শুনানিতে অংশ নিতে পারেন। এদিন কোর্টে নিত্যদিনের কর্মপ্রক্রিয়া শুরু হতেই প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি মামলায় আইনজীবীরা ইংরেজিতে সওয়াল করেন। কিন্তু বিচারপতি ঝরঝরে বাংলায় প্রশ্ন ও মন্তব্য করতে থাকেন। তিনি বলেন, 'আপনারা প্লিজ বাংলায় সওয়াল করুন। আজ ভাষা দিবস। আমরা সবাই জানি, উত্তর ভারতে আদালতে হিন্দিতে সওয়াল-জবাব হয়। আমরা একটা দিন বাংলায় সওয়াল-জবাব করতে পারি না?' পরে অধিকাংশ আইনজীবী বাংলাতেই সওয়াল-জবাব প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। তবে যাঁরা বাংলা বলতে জানেন না, তাঁরা অবশ্য ইংরেজি ভাষাই ব্যবহার করেন। এর আগে বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন তিনিও এই বিষয়ে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ওই সময় তাঁর ১৭ নম্বর এজলাসে টানা এক সপ্তাহ বাংলায় শুনানি হয়। তিনি বলেছিলেন, 'অনেক সাধারণ মানুষ যাঁরা নিত্য মামলা লড়তে হাইকোর্টে আসেন, অথচ তাঁরা ইংরেজি বোঝেন না। তাঁরা বুঝতেই পারেন না আদালতে কী কাজকর্ম চলছে বা শুনানিতে কী সওয়াল-জবাব হচ্ছে।' এদিন বিচারপতি বসুও খানিকটা এই পথেই হেঁটে বলেন, 'বাংলা ভাষায় আইনের বইয়ের মান আরও ভালো হওয়া উচিত।' উল্লেখ্য, এখন সুপ্রিম কোর্ট বা অনেক হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির নির্দেশনামা আঞ্চলিক ভাষাতেই প্রকাশ করা হয়।

শুধু হাইকোর্ট নয়, চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফেও একই দাবি করা হয়েছে। প্রেসক্রিপশনে ইংরেজিতেই লেখার রীতি প্রচলিত। গণ্ডগ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল সর্বত্রই ডাক্তারবাবুরা ইংরেজিতেই ব্যবস্থাপত্র লেখেন, ডাক্তারি পরামর্শও দেন ইংরেজিতেই। ফলে রোগী কখন কোন নিয়ম পালন করবেন, তা অনেকের কাছেই বোঝা দায় হয়ে ওঠে। তাই এদিন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টার অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্জনস অফ ইন্ডিয়া, লিভার ফাউন্ডেশন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থোপেডিক অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দাবি করা হয়, রোগী যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষাতেই ব্যবস্থাপত্র লিখলে দ্রুত ও ভালোভাবে তা আত্মস্থ করতে পারবেন। এতে চিকিৎসার ফলও ভালো হবে। এদেশে চিকিৎসক পেশার প্রশিক্ষণ হয় ইংরেজিতে। তাই ডাক্তাররাও ইংরেজিতেই সাবলীল হয়ে ওঠেন।

চিকিৎসকরাও সমাজের প্রতিনিধি। তাই তাঁরাও চিকিৎসার মান ভালো রাখতে রোগীর মুখের ভাষাতে যাতে এবার থেকে প্রেসক্রিপশনে লেখার পদক্ষেপ করেন, তার আর্জি করা হয়েছে। তাঁদের মতে, প্রচেষ্টা তো শুরু হোক। তারপর পুরোপুরি রপ্ত করতে অনেক সময় লাগবে।

মাতৃভাষা দিবসে নয়া ভাবনা

> আপনারা প্লিজ বাংলায় সওয়াল করুন। আজ ভাষা দিবস। আমরা সবাই জানি, উত্তর ভারতে আদালতে হিন্দিতে সওয়ালজবাব হয়। আমরা একটা দিন বাংলায় সওয়ালজবাব করতে পারি না?
>
> **বিশ্বজিৎ বসু**, বিচারপতি

হুমকি কৃষ্ণেন্দুকে

প্রথম পাতার পর

দু'দিন ধরে মেসেজ করলেও আমি কেন দেখিনি, তা জানতে চায় কড়া সুরে। এরপরই আমার কাছে ২০ পেটি (২০ লক্ষ টাকা) দাবি করে। আগামীকালের মধ্যে টাকা না দিলে পরিবার সহ আমাকে মেরে দেওয়ার হুমকি দেয়।'

খবর পেয়েই এদিন সকালে কৃষ্ণেন্দুর বাড়িতে আসে পুলিশের বিশাল দল। পরে এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন।

প্রথমে কৃষ্ণেন্দুর দুজন নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন। বাবলা খুনের পর আরও একজন নিরাপত্তারক্ষী যুক্ত করা হয়। এদিনের ঘটনার পর অতিরিক্ত একজন এএসআই পদমর্যাদার অফিসার সহ তিনজন সশস্ত্র রক্ষী নিযুক্ত করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশের তরফে মুখ খোলা না হলেও জানা গিয়েছে, যে মোবাইল নম্বর থেকে ফোন ও মেসেজ এসেছিল সেটির সঙ্গে মোথাবাড়ি থানা এলাকার কোনও যোগ রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণেন্দুর এই ঘটনা নিয়ে মানসিকভাবে চাপে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার কাকলি চৌধুরী। তিনি বলছেন, 'বাবলাদা ও কৃষ্ণেন্দু দুজনেই ঘনিষ্ঠ ছিল। মমতাদি দলীয় সম্পর্কের বাইরে গিয়েও তাঁদের স্নেহ করেন। বাবলাদাকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দুকেও সরাতে পারলে কারও কোনও লাভ হবে কি না জানা নেই।' কৃষ্ণেন্দুর বক্তব্য, 'এর আগেও আমাকে বাইরের বিভিন্ন নাম করে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মালদা সীমান্ত জেলা। ফলে কোন সূত্রে কে এর পেছনে জড়িয়ে রয়েছে সেটা বলতে পারব না। পুলিশ তাদের খুঁজে বের করুক।'

আইনজীবীদের কর্মবিরতি

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর : অ্যাডভোকেট অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে আইনজীবীদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিল তাঁদের স্বার্থবিরোধী বলে আইনজীবীরা অভিযোগ জানিয়েছেন। তাই এই বিলের বিরোধিতায় রাজ্য বার কাউন্সিল সোমবার রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে। সেদিন কলকাতা হাইকোর্ট সহ রাজ্যের সমস্ত আদালতে আইনজীবীরা কাজে যোগ দেবেন না।

আপাতত বিলের খসড়া দেখে আইনজীবীদের মত, আইনজীবীরা ইচ্ছামতো কর্মবিরতির ডাক দিতে পারবেন না বলে বলা হয়েছে। আন্দোলনের নামে বিচার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করা অথবা আদালত বয়কটও বরদাস্ত করা হবে না। তাই তাঁরা এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামছেন বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন। আইনজীবীরা সোমবার দিল্লিতেও কাজে যোগ দেবেন না।

ভুখা হরতালে অসুস্থ অনেকে

শিলিগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি : দেশজুড়ে লোকো পাইলটদের ভুখা হরতাল শুক্রবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে দেশজুড়ে ভুখা হরতালে বসেছেন লোকো পাইলটরা। অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে লাগাতার ৩৬ ঘণ্টার ভুখা হরতাল করছেন তাঁরা। শুক্রবার দুপুরে তাঁদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এনজেপিতেও ৪০ জনের মতো অনশনকারী অসুস্থ হয়েছেন বলে সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার ফের একবার রেলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ক্ষোভ উগরে দেন লোকো পাইলটরা। এদিন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি শিবশংকর ঠাকুর অভিযোগ করেন, 'আমরা যাঁদের অধীনে কাজ করি সেই আধিকারিকদেরই আমাদের জন্য সময় নেই। কেউ একবারের জন্যেও দেখা করতে আসেননি।' সংগঠনের অনেকে জানান, এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে দেশজুড়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জয়কুমার চৌধুরীকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। জিআরএম-কে ফোন করার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাটিহার কন্ট্রোল রুম থেকে কুন্দনকুমার চৌরাসিয়া নামে একজন ফোন করে ঘটনা সম্বন্ধে জানতে চান। তিনি বলেন, 'ডিআরএম সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন। যা বলার আমায় বলুন, পরবর্তীতে তিনি ফোন করে নেবেন।'

শুক্রবার সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মাকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'লোকো পাইলটদের কিছু কর্মসূচি চলছে। আমরা বিষয়টি ম্যানেজ করার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

এনজেপিতে ভুখা হরতালের দ্বিতীয় দিন।

কলসযাত্রা

জয়গাঁ, ২১ ফেব্রুয়ারি : শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণকথার আয়োজন করা হল জয়গাঁর দারাগাঁও এলাকায়। সাতদিন ধরে চলবে এই পুরাণকথা পাঠ। এদিন জয়গাঁয় এই উপলক্ষ্যে কলসযাত্রার আয়োজন করা হয়। কলসযাত্রায় এলাকার মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। মহাপুরাণ পাঠের পাশাপাশি প্রতিদিন পুণ্যার্থীদের ভোগ খাওয়ানো হবে।

ভাঙা হল শহিদ স্মারক

প্রথম পাতার পর

ছড়িয়ে পড়েছে নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ফেসবুক পোস্টে। যার কমেন্ট বক্সে ঝরে পড়ছে বাংলাদেশের অনেক নেটিজেনের হাহাকার। কেউ কেউ লিখছেন, বাংলাদেশ মরে গিয়েছে, কাঁদারও কেউ নেই। পূর্ব পাকিস্তান হাসছে, রাজাকাররা হাসছে।

তসলিমার পোস্ট করা আরেকটি ভিডিওতে (যার সত্যতাও উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) অন্য একটি জায়গায় শহিদ স্মারক ভাঙতে দেখা গিয়েছে একদল লোককে। কবিতায় বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের উল্লেখ থাকায় চট্টগ্রামে ভাষা দিবস উদযাপনে একটি আবৃত্তি অনুষ্ঠান মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। রবিউল হুসাইন নামে একজন বাচিকশিল্পী কবিতায় বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতেই প্রতিবাদ জানায় একদল জনতা, বাচিকশিল্পীকে হেনস্তার পর তাঁকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়।

যদিও জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার নামে যে সংগঠনটি ওই কর্মকাণ্ডে যুক্ত, তার সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশিদের যুক্তি, 'কবিতায় তারা বলছিল, একাত্তর ভুলে গিয়েছি, মুক্তিযুদ্ধ ভুলে গিয়েছি। আমরা তাই তাদের নিষেধ করেছি।' কিন্তু নেটিজেনরা মন্তব্য করছেন, কান্নার সবে শুরু। কেউ লিখেছেন, এরপর চোখের জলও শুকিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রাজনীতির কূটকচালিও চলল সমানভাবে। ভাষা শহিদদের স্মরণ করতে গিয়ে হাসিনা বললেন, 'খুনি ইউনূস সরকারের আমলে গত ৬ মাসে অসংখ্য শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোটি কোটি মানুষ বেকার। ৭১ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে। ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং জঙ্গিগোষ্ঠীদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা সবকিছু আজ বিপর্যস্ত।'

ইউনূস অবশ্য শুক্রবার বিকালে ইউনেসকোর সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালে ভাষণে বলেন, 'মানুষের পরিচয়ের মূলে মাতৃভাষা। সবাইকে মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝতে হবে।' প্রধান উপদেষ্টার মতে, সমস্ত জাতি-গোষ্ঠী মাতৃভাষার গুরুত্ব না বুঝলে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, 'জুলাই অভ্যুত্থান সহ বাংলাদেশ নির্মাণের ইতিহাসে মাতৃভাষার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।'

জল চাই, জল নাই জল নাই...

প্রথম পাতার পর

লাগানো জলের পাইপ উপড়ে ফেলে দিয়েছি।'

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে গিয়েছে, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ফালাকাটা এবং বড়ডোবা কোনও এলাকাতেই পানীয় জল মেলে না। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বড়ডোবার। তিন দিক দিয়ে মুজনাই নদীবেষ্টিত হয়েও পানীয় জল পান না তাঁরা। পানীয় জলের দাবিতে এর আগে আন্দোলনও করেছেন বাসিন্দারা। সামনে চড়া রোদ ও বৃষ্টির দিন আসছে। ওই সময় জলকষ্ট আরও বাড়বে। কিন্তু এলাকায় জল না পেয়ে বাধ্য হয়ে অনেককে দাম দিয়ে জল কিনে খেতে হবে। অনেকে আবার প্রায় দুই কিমি দূরে ফালাকাটা শহর থেকেও জল নিতে আসেন। এই অবস্থায় এলাকার মানুষ চাইছেন তাঁদের এলাকায় দ্রুত জলের ব্যবস্থা করুক পুরসভা। না হলে তাঁরা এবার জল দাও-ভোট নাও স্লোগানে পথ অবরোধ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পড়ুয়াদের আন্দোলন স্থগিত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি : ডাক্তারি পড়ুয়াদের বেশ কিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বর সরগরম হয়ে রয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে কলেজের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডলকে ঘেরাও করে আন্দোলন শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক বৃহস্পতিবার কলেজে গেলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

এরই মধ্যে অধ্যক্ষ নির্মলকুমার কোচবিহার ছেড়েছেন। তিনি সরকারি কাজে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় গিয়েছেন। এদিকে, এমজেএনের ডাক্তারি পড়ুয়াদের আন্দোলনও স্থগিত হল। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতির কারণেই আন্দোলন স্থগিত হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তবে আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়াতেই আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে পড়ুয়ারা জানিয়েছেন। শুক্রবার কলেজে স্বাভাবিকভাবেই পঠনপাঠন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নির্মলকুমারের কথায়, 'স্বাস্থ্য ভবনে বেশ কিছু কাজের জন্য কলকাতায় এসেছি। আন্দোলনকারীদের কেউ অসুস্থ হয়েছে বলে খবর পাইনি। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব।'

চিকিৎসক-অধ্যাপক নিয়োগ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা দাবি নিয়ে ডাক্তারি পড়ুয়ারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আন্দোলনের জেরে বুধবার কলেজেই যাননি অধ্যক্ষ। তবে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। বৃহস্পতিবার তিনি কলেজে গেলে ফের তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর অভিজিৎ দে ভৌমিক সেখানে গেলেও কোনও কাজ হয়নি। দিনভর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করলেও সমস্যা সেই তিমিরেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ ও অভিজিৎ কলেজ চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও আন্দোলন চলতেই থাকে। পরবর্তীতে মাঝরাতে আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আন্দোলন করতে গিয়ে তিনজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়েছে বলে অভিযোগ ডাক্তারি পড়ুয়াদের।

আন্দোলনকারী ডাক্তারি পড়ুয়া প্রকৃতি বর্মন বলেন, 'তিনজন আন্দোলনকারী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাঁদের হস্টেলেই চিকিৎসা করানো হচ্ছে। তবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়নি বলেই দাবি পড়ুয়াদের।'

জেলা সভাপতি বদলে আজ সভা

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির জেলা সভাপতিদের নামের প্রাথমিক ঝাড়াইবাছাই হতে চলেছে শনিবার। সল্টলেকের একটি হোটেলে এজন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির বৈঠক নির্ধারিত আছে। বৈঠকে বাংলায় দলের ৪৩টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও পর্যবেক্ষকরা উপস্থিত থাকবেন। দলীয় সূত্রে খবর, ৫০ শতাংশ জেলাতেই বর্তমান সভাপতিরা বাদ পড়তে পারেন।

ফেব্রুয়ারির ২৫-২৬ তারিখের মধ্যে এই রদবদল চূড়ান্ত হয়ে যাবে। চলতি মাসের মধ্যে জেলা সভাপতিদের তালিকা ঘোষণা হয়ে যাবে। শনিবার সল্টলেকের বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসাল, সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য, মঙ্গল পান্ডে প্রমুখ। এক ব্যক্তি এক পদ নীতি কার্যকর করার পরিকল্পনা আছে নেতৃত্বের। তবে প্রয়োজনে ব্যতিক্রমও হতে পারে। এরপর চলতি মাসের শেষে বা মার্চের শুরুতে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার সম্ভাবনা।

অগ্নিকাণ্ড

ক্রান্তি, ২১ ফেব্রুয়ারি : ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ক্রান্তি ব্লকের কেশববালা হাট সংলগ্ন এলাকায়। শুক্রবার চন্দন রায় নামে স্থানীয় একজনের বাড়িতে আগুন লেগে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে।

নারীজীবনে আলোর রেখা নিশ্চিত নয়

প্রথম পাতার পর

কিংবা মহিলা প্রধানকে শিখণ্ডী করে দলের নেতাদের চালবাজির সুযোগ থাকত না।

নারীর ভার তৈরিতে না সরকারের, না রাজনৈতিক দলের আগ্রহ আছে। বরং সুযোগ পেলে মেয়েরাই সেই ভার সৃষ্টি করতে পারেন। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা হাটের কাছে আদিবাসী গ্রাম বড় পুখুরিয়ায় এ রকমই এক নারী বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। গ্রামটি হয়ে উঠেছিল চোলাইয়ের ঠেক। মদের ঠেক ভেঙে দিল মহিলারা- সংবাদমাধ্যমে এরকম শিরোনাম হওয়ার বদলে অন্য পথে হেঁটেছে গ্রামটির প্রমীলাবাহিনী।

কারণ? ঠেক ভাঙলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে কারবার বন্ধ করা যায় না। বরং কারবারিদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন মহিলারা। বড় পুখুরিয়ার মার্থাশিলা মুর্মু, বাসন্তী সোরেন, রাসমণি টুডুরা দিনের পর দিন কারবারিদের বুঝিয়ে নিরস্ত করেছেন।

চোলাই ব্যবসায়ীরা ওই পথে আর থাকবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন স্বেচ্ছায়। চোলাইয়ের ব্যবসামুক্ত হয়েছে গ্রামটি। লাঠি হাতে ঠেক ভাঙার বদলে এই কাজটি নারীর সশক্তিকরণের নমুনা বৈকি।

কাজটা সরকারও পারত সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে। কিন্তু সরকারের আবগারি দপ্তরের পাখির চোখ যে শুধু রাজস্ব বাড়ানোয় আর চোলাইয়ের ঠেকে পুলিশের নজর থাকে শুধু তোলা আদায়ের লক্ষ্যে। বড় পুখুরিয়ার মহিলারা স্বেচ্ছায় নেমেছিলেন। অথচ সরকার উৎসাহ দিলে নারীবাহিনী আরও বেশি নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হতে পারে। কিন্তু রাজনীতির নজরে সেই ক্ষমতায়ন নেই, আছে শুধু ভোটের কাঙালপনা।

২০২৬-এর বাংলায় নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে তাই ভাতার প্রতিযোগিতা নিশ্চিতই। ১৪ হাজার কোটি থেকে চলতি বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বরাদ্দ এক ধাক্কায় বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৬ হাজার কোটি টাকা।

মহিলাদের যেন বার্তা দেওয়া হল- ভোট দাও ঘাসফুলে, ভাতা যাবে ফুলেফেঁপে। নরেন্দ্র মোদি একসময় ভাতা সংস্কৃতিকে 'রেউড়ি' বলে ব্যঙ্গ করতেন। এখন তাঁর দল রাজ্যে রাজ্যে রেউড়ির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বাংলাতেও নামার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

অর্থনীতির জন্য নারীর হাতে নগদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। ক্ষমতায়নও সমানভাবে জরুরি। তাছাড়া কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া শুধু ভাতা তো আসলে নাকের বদলে নরুন দিলাম- টাক ডুমাডুম ডুম...। শুধু ভাতায় দু'বেলা খেয়ে-পরে বাঁচার ব্যবস্থা হয় না। ভাতায় না জোটে সংসার চালানোর খরচ, না হয় সশক্তিকরণ। তাহলে ভাতা, ভোট, ভারের সঙ্গে যদি আরেক 'ভ'- ভিক্ষা উচ্চারণ করলে দোষের কী?

আরজি কর মেডিকেল কলেজের এক নারী শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের বিচার চেয়ে সংগঠিত নাগরিক আন্দোলনে মহিলাদের বড় ভূমিকা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু বিচারে এ প্রশ্নের মীমাংসা হল না যে, ধর্ষকের ফাঁসি বা যাবজ্জীবন যাই হোক, তাতে কি সামগ্রিকভাবে মেয়েদের সম্মান রক্ষা হবে? ভাতা ছাপিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে- সম্মান না ভিক্ষা! সন্দেহ নেই, ভাতাটা প্রয়োজন। তাতে অন্তত নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

কিন্তু নারীর সুরক্ষা, সম্মান ও ক্ষমতায়নের নিশ্চয়তা দেওয়া সরকারেরও কর্তব্য। শুধু মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মাস গেলে কিছু টাকা জমা করলেই সেই কর্তব্য পালন হয় না। ভাতায় নারীর সম্মান নিশ্চিত হয় না। রেখাকে মুখ্যমন্ত্রী করলেই নারীজীবনে আলোর রেখা আসে না। সে রেখা যতই দিল্লির প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে মহিলাদের ভাতা চালুর সিদ্ধান্ত নিন না কেন!

ছোট্ট তারা

৭ বছর বয়সি প্রিসা বিশ্বাস সারেংপট্টি এলাকার বাসিন্দা। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্রী নাচ ও আবৃত্তিতে বিশেষ দক্ষতা রেখে পুরস্কার পেয়েছে।

স্তব্ধ নাগরিক পরিষেবা

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ওয়েবসাইট নষ্ট

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ার পুরসভার ওয়েবসাইট দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। এর জেরে থমকে গিয়েছে নাগরিক পরিষেবাও। কয়েকমাসের জন্য সম্পূর্ণ অকেজো থাকার পর সাময়িকভাবে সচল হলেও, পুনরায় এটি অকার্যকর হয়ে পড়েছে। ফলে ট্রেড লাইসেন্স, হোল্ডিং নম্বর, জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্যের কাজ, কর সংক্রান্ত তথ্য সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা পেতে নাগরিকদের পুরসভায় গিয়েও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

২০১৪ সালে প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিন্দ্য ভৌমিকের সময়ে চালু হওয়া এই ওয়েবসাইটটি আলিপুরদুয়ারের নাগরিকদের কাছে একটি কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পরিচিত ছিল। শুধু তথ্য প্রাপ্তিই নয়, অভিযোগ জানানো এবং নানা পরিষেবা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানে ওয়েবসাইটটি বন্ধ থাকায় ডিজিটাল পরিষেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

এই ইস্যুতে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিরোধী দলনেতা তথা ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শান্তনু দেবনাথ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'পুরসভার উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। এই ওয়েবসাইট বন্ধ থাকা বর্তমান প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রমাণ।' বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ রক্ষিত বলেন, 'নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। সার্ভার সমস্যার অজুহাতে ওয়েবসাইট বন্ধ রাখা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।'

শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, সাধারণ নাগরিকরাও এই অবস্থায় চরম ক্ষুব্ধ। প্রবীণ নাগরিক সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দাস বলেন, 'অনেক প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য অনলাইনে পরিষেবা পাওয়া ছিল একমাত্র ভরসা। এখন তাঁদের কষ্ট করে পুরসভায় যেতে হচ্ছে, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।' অনেকে আবার শিশু কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরসভায় বসে থাকেন কাজ হওয়ার আশায়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ যেন দিন-দিন বেড়েই যাচ্ছে।

পুরসভার এক কর্মী শ্যামলেন্দু কর্মকার বলেন, 'ওয়েবসাইটটি নতুনভাবে আপডেট করার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।'

ভোগান্তি

- ২০১৪ সালে প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনিন্দ্য ভৌমিকের সময়ে চালু হয় পুরসভার ওয়েবসাইটটি
- বর্তমানে ওয়েবসাইটটি বন্ধ থাকায় সমস্যা হচ্ছে নাগরিক পরিষেবায়
- পুরসভায় এসেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে
- চেয়ারম্যানের অবশ্য আশ্বাস, ওয়েবসাইটটি আপডেটের কাজ চলছে, শীঘ্রই চালু হবে

তবে কতদিনে এটি পুনরায় চালু হবে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'ওয়েবসাইট আপডেটের কাজ চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু আশ্বাসের বাণীতে সমস্যার সমাধান না হওয়ায় নাগরিকদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে বসেছে।

সারা দেশ যেখানে ডিজিটাল পরিষেবার দিকে এগিয়ে চলেছে, সেখানে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ওয়েবসাইট মাসের পর মাস বন্ধ থাকা রীতিমতো লজ্জাজনক। নাগরিকদের দাবি, অবিলম্বে ওয়েবসাইট চালু করে আগের মতো স্বচ্ছ ও দ্রুত পরিষেবা ফিরিয়ে আনা হোক, যাতে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে তাঁরা আবারও স্বস্তিতে পুর পরিষেবা পেতে পারেন।

ঘুরেফিরে করি ফেরি।। *আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।*

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে নানা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরফে দিনটি পালন করা হয়। এর মধ্যেই আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায় একাধিক অনুষ্ঠান হয়। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল ছোটদের অনুষ্ঠান। নাচ-গান, আলোচনায় বেশ জাঁকজমকভাবেই পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

পাখি সেজে ভাষার গুরুত্ব বোঝাল ওরা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : পাখিদেরও নিজস্ব ভাষা আছে। যে ভাষায় তারা কথা বলে সেটাই তাদের মাতৃভাষা। কিন্তু মানুষের নানা ক্রিয়াকলাপে পাখিরা আজ বিপন্ন, তাদের ভাষাও বিপন্ন। তেমনি বহু জনজাতির ভাষাও আজ বিপন্ন কিংবা হারিয়ে যাওয়ার পথে। শুক্রবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এভাবেই পাখি সেজে ভাষার গুরুত্ব বোঝাল খুদেরা। ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। শুধু তাই নয়, ফালাকাটার বিভিন্ন স্কুল, সংগঠন থেকে শুরু করে শহরজুড়ে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়।

ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা বলেন, 'মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন পড়ুয়াদের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও পাখি সেজে তারা ভাষার গুরুত্ব বুঝিয়েছে। বন ফাউন্ডেশন নামে একটি সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করেছে।'

ফালাকাটার ড্রামাটিক হলের সভাপতি অজিত দে সরকার বলেন, 'শতাব্দীপ্রাচীন ড্রামাটিক হলে এদিন শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভাষা দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও গার্লস হাইস্কুল এবং সুভাষ পাঠাগারেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ভাষা দিবস পালন করা হয়।'

ফালাকাটায় পাখি সেজে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের গুরুত্ব বোঝাচ্ছে পড়ুয়ারা।

ফালাকাটার বেশিরভাগ অনুষ্ঠানেই ইংরেজিমাধ্যম তথা বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তুলনায় অবশ্য বাংলামাধ্যমের পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল কম। ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগারেও ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ফালাকাটা পারঙ্গেরপার হাইস্কুলের তরফে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্কুলের স্থায়ীভাবে তৈরি করা ভাষা শহিদের বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে স্কুলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা। পরে পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা মিলে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলের দেওয়াল পত্রিকা 'খোলামন' প্রকাশ করা হয়। দেওয়াল পত্রিকায় ছাত্রছাত্রীদের কবিতা, ছড়া ও অঙ্কন স্থান পায়।

নানা আয়োজন

- ফালাকাটার খুদেরা পাখি সেজে ভাষা দিবস পালন করে
- সরকারি-বেসরকারি নানা স্কুলে ছিল অনুষ্ঠান
- ড্রামাটিক হলে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়
- সুভাষ পাঠাগারে ভাষা দিবস পালন করা হয়

ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সদ্য প্রয়াত প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের 'আমি বাংলায় গান গাই/ আমি বাংলার গান গাই...' গান গাইলেন ফালাকাটা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। শুক্রবার কলেজের সেমিনার রুমে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান হয়। কলেজের কালচারাল কমিটি এই আয়োজন করে। শহিদ বেদিতে পুষ্প নিবেদন করেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি সুরেশ লালা সহ অন্যরা। তারপর স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ। 'আধিপত্যবাদের প্রভাবে মাতৃভাষার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন' এনিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অভিরঞ্জন বর্মন। এরপর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ রঞ্জন রায়। এছাড়াও পড়ুয়ারা গান, আবৃত্তি পরিবেশন করে দিনটি পালন করেন। ফালাকাটা গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ সহ শহরের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যমের স্কুলের তরফে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস পালন করা হয়।

ডিআরএম-এর সঙ্গে কথা বলছেন ফালাকাটার তৃণমূল নেতারা। শুক্রবার। ছবি : ভাস্কর শর্মা

নেতাদের নিয়ে বৈঠক করল রেল

ফালাকাটা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা রেলস্টেশন ও সংলগ্ন এলাকার একাধিক সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছে তৃণমূল। ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্মারকলিপি, অবস্থান বিক্ষোভ সহ মিটিং, মিছিলও করা হয়েছে। এমনকি আগামী মাসে রেল রোকোর হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের এই হুঁশিয়ারির জেরেই এবার নড়েচড়ে বসল রেলমন্ত্রক। শুক্রবার ফালাকাটার তৃণমূল নেতাদের ডেকে আলিপুরদুয়ার অফিসে বৈঠক করলেন ডিআরএম। রেলের এমন উদ্যোগকে তৃণমূল স্বাগত জানিয়েছে। তবে দাবি না মিটলে 'রেল রোকো' থেকে তাঁরা পিছপা হবেন না বলেই এদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন।

ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'ফালাকাটায় রেল পরিষেবা এবং স্টেশন সংলগ্ন এলাকার মানুষের স্বার্থে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। রেল আমাদের আন্দোলনের জেরে আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেয়। এদিন তাই আলিপুরদুয়ারে ডিআরএম-এর সঙ্গে সমস্যা নিয়ে কথা বলি। আলোচনা ভালো হয়েছে। তবে আমরা স্পষ্ট জানিয়েছি দাবি পূরণ দ্রুত না

তৃণমূলের আন্দোলনের জের

হলে আগামী মাসেই রেল রোকো আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

ফালাকাটা পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অসীম দেব বলেন, 'রেলস্টেশন চত্বরটি আমার ওয়ার্ডেই পড়ে। অথচ এই এলাকাটি রেলের বলে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ আমরা করতে পারছি না। ফলে পুরসভার সব এলাকায় উন্নয়ন হলেও এখানে করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা তাই রাস্তা, আলো, ড্রেন, পানীয় জল সহ আরও একাধিক বিষয়ে কাজ করার অধিকার চেয়ে আন্দোলন করছি। এদিন ডিআরএম-এর সঙ্গেও কথা বলে একই দাবি করেছি। উনি দ্রুত বিষয়গুলি নিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, স্টেশন এলাকায় যে আন্দোলন চলছে তার খবর ইতিমধ্যেই ডিআরএম জানেন। তাই বৃহস্পতিবার ডিআরএম অফিস থেকে ফালাকাটার তৃণমূল নেতাদের দেখা করার কথা বলা হয়। শুক্রবারই ডিআরএম দেখা করতে চান বলে জানানো হয়। এদিন তাই দুপুরের মধ্যেই তৃণমূলের টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে সহ একটি টিম আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে যায়। আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'ফালাকাটার নেতাদের সঙ্গে ভালো আলোচনা হয়েছে। দশদিনের মধ্যে আমরা ফালাকাটা স্টেশন এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ ঠিক করে দেব। রাস্তাগুলিও আমরাই মেরামত করে দেব। বাকি বিষয়গুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার অল ইন্ডিয়া ডিএসও আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির তরফে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার কলেজের অস্তিত্ব নিয়ে সংগঠনের তরফে ডুয়ার্সকন্যার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও স্মারকলিপি দেওয়া হয় সংগঠনের তরফে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সমরেশ ভুঁইমালি বলেন, 'যদি উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার না করে, আগামীতে নাগরিক সমাজকে একত্রিত করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।'

ভাষা দিবসে নানা সাজে ছোটরা। আলিপুরদুয়ারে। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

খুদেদের শোভাযাত্রায় বাংলার প্রচার

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : সকাল তখন সাড়ে নয়টার কাছাকাছি। বিএফ রোডে একঝাঁক খুদে শোভাযাত্রা করছে। তাদের কারও হাতে পোস্টার, কারও হাতে আবার আঁকা ছবি। এডওয়ার্ড লাইব্রেরির সামনে থেকে ফায়ার ব্রিগেডের সামনে পর্যন্ত খুদেদের এই শোভাযাত্রা তাক লাগিয়ে দেয়।

চতুর্থ শ্রেণির নীলাঞ্জনা আচার্যর কথায়, 'বাংলা ভাষাকে আরও উঁচু স্থানে নিয়ে যেতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শ্রেণির দীপান্বিতা বিশ্বাস বলে, 'আগে কখনও এমন শোভাযাত্রায় অংশ নিইনি।' শুধু খুদে না, আট থেকে আশি সকলেই হেঁটেছে এই শোভাযাত্রায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গানও গেয়েছেন।

প্রতিবারের মতো আলিপুরদুয়ার সাংস্কৃতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান করে। বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকেই আলপনা দেওয়া শুরু হয়েছিল। এরপর সাড়ে ১২টায় ভাষা শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফুল, মোমবাতি জ্বালানো হয়। নাচগান, আবৃত্তি, আলোচনা সহ নানা অনুষ্ঠান হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠান থাকবে ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে।

ওই সংস্থার সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী বলেন, 'ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে মধ্যরাত থেকেই নানা অনুষ্ঠান ছিল।' প্যারেড গ্রাউন্ডে শুক্রবার সকালে রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন বঙ্গরত্ন প্রমোদ নাথ সহ বিশিষ্টরা। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। শ্রদ্ধা নিবেদন, সংগীত পরিবেশিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন সহ বিশিষ্টরা। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য সরিতকুমার চৌধুরী, রেজিস্ট্রার জয়দীপ রায় সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা।

প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগেও আলিপুরদুয়ার জংশনে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে সকালে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের শ্রদ্ধা, আলোচনা হয়। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্যোগে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, সাহিত্য, আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হয়। 'স্বপন বুড়ো স্মৃতিরক্ষা সমিতি'-র উদ্যোগে পালন করা হয় দিনটি। মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান হয়নি। সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরদুয়ারের একটি বেসরকারি কলেজের তরফে 'অমর একুশে' অনুষ্ঠান হয়।

হারাচ্ছে খেলার জায়গা, মাঠজুড়ে বাঁশ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : আলিপুরদুয়ারে বেশ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। যেখানে ক্রিকেট, ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত খেলোয়াড়রা অনুশীলন করেন। তাছাড়া অনেকে সকাল-বিকাল 'ফিট' থাকার জন্য হাঁটাহাঁটিও করেন। শহরের মাঠগুলির মধ্যে অন্যতম নাম হল আলিপুরদুয়ার জংশনের 'রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মাঠ।' এই মাঠে জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ট্রায়ালও এই মাঠেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে এই মাঠেই কোনও এক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মাঠের চারদিকে বাঁশ পোঁতা হচ্ছে। এমনকি অনেক গর্তও করা হয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিদিনই সকালে ও বিকেলে অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল ছাড়াও অনেকে ব্যায়াম করতে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাঠে অনুশীলনে যাওয়ার সময় তাঁরা দেখতে পারেন আগাম কোনও নোটিশ ছাড়াই এই মাঠে গর্ত করা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। আর এতেই ক্ষুব্ধ ক্রীড়াপ্রেমীরা।

খেলোয়াড়দের অভিযোগ, গর্তের কারণে অনুশীলন করতে গিয়ে অনেকে চোট পাবেন। বড়সড়ো দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল সাব-কমিটির সম্পাদক শুভেন্দু চৌধুরী বলেন, 'মাঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই দেখি কয়েকজন মাঠে গর্ত করছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, একটা অনুষ্ঠান আছে। দু'দিন ধরে কাজ হচ্ছে। আলোকসজ্জা, স্টেজও তৈরি হবে শুনেছি। এতে মাঠের ক্ষতি তো হবেই, সঙ্গে যাঁরা খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িত, তাঁদেরও ক্ষতি হবে। রেলকে এই বিষয়ে জানিয়েছি।'

ফুটবল প্রশিক্ষণ নেন অনুজ দাস, জয় ভৌমিক। তাঁদের কথায়, মাঠে এগুলো করা উচিত না। আমরা অনুশীলন করতে পারছি না। মাঠেরও ক্ষতি করছে। আবার অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষক স্নিগ্ধা মোদক বলেন, 'গতকাল থেকে দেখছি। দেখে অবাক হলাম। যেখানে প্রতিদিন সবাই খেলে, প্র্যাকটিস করে সেখানে এগুলো হওয়া উচিত না।' অ্যাথলিট জ্যাসমিন তিরকি, রেজনাইল কুজুর বলেন, অনুশীলন করতে পারছি না। এতে আমাদেরই ক্ষতি।

এই বিষয়ে রেলের ওয়েলফেয়ার ইনস্পেকটর যোগেন্দ্র সিং বলেন, 'আমার কাছে খেলোয়াড়রা অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তবে এই বিষয়টা আমি দেখি না। যাঁরা দেখেন, সেখানে যোগাযোগ করতে বলি।' পরবর্তীতে আলিপুরদুয়ার জংশনে সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার ওয়ার্কস-১-এর ভাস্কর দত্তকে ফোন করে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি ফোন কেটে দেন। তবে কারা এই অনুষ্ঠান করছে তা এখনও জানা যায়নি।

জংশনের রেল ইনস্টিটিউট মাঠজুড়ে এখন বাঁশ পোতা রয়েছে। শুক্রবার।

রংদার রোববার

জয় হে বসন্ত

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল। বাংলার পথে পথে লাল উল্লাস। কোথাও শিমুল, কোথাও পলাশ। পাহাড়ে উঁকি মারছে রডোডেনড্রন। বসন্ত নিয়ে কত গান, কত কবিতা, কত গল্প! এবারের রংদার রোববারে প্রচ্ছদ কাহিনীতে সেই বসন্তেরই জয়গান। নীল দিগন্তে শুধু ফুলের আগুন।

প্রচ্ছদ কাহিনী : পবিত্র সরকার, মণিদীপা বিশ্বাস কীর্তনিয়া ও রণবীর দেব অধিকারী
ছোটগল্প : গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
ফুড ব্লগ : শুভ সরকার
কবিতা : নীহার জয়ধর, শৃন্বন্তী, পাঞ্চালী দে চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল, উত্তম দেবনাথ ও অনিতা সূত্রধর

ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা : পূর্বা সেনগুপ্ত

যেসব পেশায় বিচ্ছেদ বেশি

কান পাতলেই গুনগুন। হচ্ছে না বনিবনা। দুজনের মধ্যে কাঁইকিচির তুঙ্গে। অতএব বিবাহবিচ্ছেদ। শুধু আমাদের বঙ্গদেশ বা দেশে নয়, দুনিয়াজুড়ে বিচ্ছেদের সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে। বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান ডিভোর্স ডটকমের তথ্য মতে, সাধারণত সময়ের অভাবেই বেশিরভাগ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে কিছু নির্দিষ্ট পেশার ব্যক্তিরাই এই পথে হাঁটছেন। কিন্তু কোন পেশার মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার সর্বোচ্চ।

বারটেন্ডার

সমীক্ষক সংস্থার মতে, বিবাহবিচ্ছেদের তালিকায় সবথেকে ওপরে আছেন বারটেন্ডাররা। তারা মূলত বারে পানীয় তৈরি ও পরিবেশন করেন। এই পেশার লোকেদের মধ্যে বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি।

বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত

বিবাহবিচ্ছেদের দ্বিতীয় স্থানে বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা। পেশাগত কারণে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে মানসিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, ঈর্ষা, প্রতারণার মতো বিষয়গুলো বেশিমাত্রায় দেখা যায়।

উচ্চপর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তা

এই তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে আছেন উচ্চপর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তারা। এটি এমন এক পেশা, যেখানে সব সময় মানসিক চাপে থাকতে হয়। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে এই পেশাজীবীদের মানসিক দূরত্ব সাধারণত অনেকটাই দেখা যায়। তাঁদের জীবনসঙ্গীরা একাকীত্ব ও সম্পর্কে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। ফলে স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনের অভাবে তাঁরা বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন।

> কান পাতলেই গুনগুন। হচ্ছে না বনিবনা। দুজনের মধ্যে কাঁইকিচির তুঙ্গে। অতএব বিবাহবিচ্ছেদ। শুধু আমাদের বঙ্গদেশে বা দেশে নয়, দুনিয়াজুড়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী

এই পর্যায়ে রয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই পেশার মানুষরা সাধারণত জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন রোগীদের, জীবনসঙ্গী নয়। এই পেশার কারণে তাঁরা খুব কমই সঙ্গী বা পরিবারকে সময় দিতে পারেন। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গীর মানসিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হন।

গেমিং সার্ভিসেস কর্মী

এই বিভাগে গেমিং সার্ভিসেস ওয়ার্কারদের কথা বলা হয়েছে। যারা ক্যাসিনোতে কাজ করেন বা জুয়ার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জীবনযাপনের ধরনের কারণে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে খুব সহজে।

বিমানবালা

এয়ারহস্টেস। অনেকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় চাকরি। এই পেশায় যুক্ত কর্মীরা বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে থাকেন। বেতনও তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে এই পেশাটি বেশ চাপের। ক্রমাগত ভ্রমণের ফলে তারা শারীরিক আর মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন। লম্বা সময় পরিবার থেকে দূরে থাকা ও 'লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ' চালিয়ে নেওয়া সহজ কথা নয়।

নৃত্যশিল্পী ও কোরিওগ্রাফার

বিবাহবিচ্ছেদের হার ব্যালে ডান্সারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই পেশায় সর্বোচ্চ সাফল্য পেতে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। ফিটনেস বজায় রাখাও খুবই জরুরি। শরীরে ব্যথা, ফ্র্যাকচার, লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, হাড় ভাঙা— নানা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। 'ইটিং ডিজঅর্ডার'-এ ভোগেন। তাই বিচ্ছেদ বেশি।

কিশোরী ত্বকের যত্নে

'খাদান'। এ ছবির কিশোরী গানে মাতোয়ারা বঙ্গভূম। কিশোরীদেরও মন তোলপাড়। মনের পাশাপাশি এই বসন্তে ত্বকেরও যত্ন জরুরি। টিনেজারদের ত্বকের যত্ন নেওয়া আরও বেশি জরুরি। কিন্তু অনেক কিশোরী জানেন না কীভাবে তা করা যায়। মূলত নিজের ত্বকের ধরন সম্পর্কে তাদের ভালো কোনও ধারণা না থাকায় এমন সমস্যা হয়। ফলে ভুলভাল পণ্য ব্যবহার করে ত্বকের ক্ষতি করে বসে।

এই সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভালো উপায়, নিজের ত্বক সম্পর্কে জানা। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ত্বকের ধরণ অনুযায়ী ত্বকের পরিচর্যায় বিষয়েও জানা উচিত।

সাধারণ ত্বক

সাধারণ ত্বক সচরাচর মসৃণ এবং সমান হয়ে থাকে। স্মুথ স্কিন টোন যাকে বলে। ত্বকের রোমকূপগুলো এই ধরনের ত্বকে দেখা যায় না। সাধারণ ত্বকে লালচে ভাব কিংবা কোনও ধরনের কালো দাগ দেখা যায় না। এই ধরনের ত্বক একেবারে শুকনো বা তেলতেলেও বলা চলে না। পরিচর্যার জন্যে মাইল্ড ফেসওয়াশ দিয়ে পরিষ্কার করুন।

শুকনো ত্বক

শুকনো ত্বক সচরাচর রুক্ষ, খরখরে এবং নিষ্প্রভ হয়ে থাকে। শুষ্ক ত্বকের রোমকূপ প্রায় দেখাই যায় না। এই ধরনের ত্বকে প্রায়ই চুলকানি হয়। পরিচর্যার জন্যে মাইল্ড ফেস-ওয়াশ ব্যবহার করা উচিত। প্রতিদিন ত্বক পরিষ্কার করা জরুরি। পারফিউম মুক্ত কিংবা অ্যালকোহল মুক্ত ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

আরও একটা কথা বলা জরুরি, গরম জলে স্নান করা এড়াতে হবে। তবে প্রচণ্ড গরম কিংবা শীতে কুসুম গরম জল দিয়ে মুখ ধুলে আরাম পাওয়া যায়। মূলত ময়েশ্চারাইজার লক করে এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত।

তেলতেলে ত্বক

আপনার ত্বক উজ্জ্বল হলে, রোমকূপগুলো স্পষ্টভাবে দেখা গেলে এবং প্রায়শই ব্ল্যাকহেড কিংবা পিম্পল দেখা দিলে বুঝতে হবে আপনার ত্বক তৈলাক্ত। তৈলাক্ত ত্বকের পরিচর্যায় প্রতিদিন দুবার অথবা অন্তত একবার হলেও ফেসওয়াশ এবং জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিতে হবে।

তেল এড়াবার জন্য ক্লিনজিং প্যাড ব্যবহার করা উচিত। অ্যাকনে কিংবা পিম্পল হলে কখনো টিপে গেলে ফেলবেন না। তাতে বরং ছড়ানোর সম্ভাবনা বাড়ে। এমনটা হলে, প্রসাধনী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে।

মেলানো মেশানো

অনেকের ত্বক শুষ্ক এবং তেলতেলে, দু ধরনের বৈশিষ্ট্যই বহন করে। এই ধরনের ত্বক হয় খুব তেলতেলে বা শুষ্ক।

মূলত দিনে দুই থেকে তিনবার হালকা সাবান জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

> **সাধারণ ত্বক সচরাচর মসৃণ ও সমান হয়। যাকে বলে, স্মুদ স্কিন টোন। ত্বকের রোমকূপগুলো এই ধরনের ত্বকে দেখা যায় না। সাধারণ ত্বকে লালচে ভাব কিংবা কোনও ধরনের কালো দাগও দেখা যায় না।**

যে দুই সুপে রোগ পালাবে

ভেজিটেবল সুপ

যা যা লাগবে

পাঁচমিশালি সবজি ১ কাপ ডাইস কাট, ১ কাপ ডাইস কাট পেঁয়াজ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১/৪ চা বাটার, অলিভ ওয়েল ১ টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, চিকেন কিউব ১-২ পিস, লেবুর রস ২ চামচ, জল পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন

একটি পাত্রে অলিভ অয়েল ও বাটার দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, সবজি, লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হালকা ভেজে নিন। চিকেন কিউব, জল, লেমন গ্রাস, লেবুর রস দিয়ে সবজি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ক্রিম অফ মাশরুম সুপ

যা যা লাগবে

মাশরুম ১/২ কাপ (চপ কুচি), পেয়াজ ১ টেবিল চামচ (চপ কুচি), বাটার ২ চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১/৪ চামচ, ময়দা ১ চামচ, কর্ন ফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিকেন স্টক ২ কাপ।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে একটি পাত্রে ১ চামচ বাটার দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, মাশরুম কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে হালকা ভেজে উঠিয়ে নিন। ওই পাত্রে আবার ১ চা ময়দা, বাটার দিয়ে ভেজে চিকেন স্টক দিয়ে দিন। কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিয়ে দিন। থিক টেক্সচার এলে মাশরুম দিয়ে লবণ দিন। ফোটা শুরু হলে নামিয়ে নিন। পরিবেশন পাত্রে ঢেলে ক্রিম টপারে দিয়ে পরিবেশন করুন।

বসন্তে ফুটুক রূপের জেল্লা

যতই হোক, তিনি ঋতুরাজ। প্রকৃতিতে তাই মন কেমন করা অনুভব। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী গান সর্বত্র। প্রকৃতির এই পরিবর্তনের নন্দিনীদের ত্বককেও প্রভাবিত করে। শীত থেকে গরমের শুরুর সময়টাতে আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য ত্বক কিছুটা রুক্ষ হয়ে যায়। ধুলোবালি, ঘামের কারণেও ত্বক হয়ে ওঠে অনেকখানি অনুজ্জ্বল।

এই সময় শুষ্কতার কারণে ত্বকে মরা কোষ জন্ম নেয়। ত্বকের মতো চুলও রুক্ষ, নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। ঋতু পরিবর্তনের মিশ্র আবহাওয়াতে ত্বক ও চুলের এরকম নানা সমস্যা দূর করতে প্রয়োজন বিশেষ সচেতনতা। আমাদের ত্বক ও চুলকে শীতের শেষের আবহাওয়া উপযোগী করে তুলতে হবে।

ফেসিয়াল করা জরুরি

শীতের শেষভাগে অর্থাৎ গরমের শুরুর দিকটাতে ফেসিয়াল করে নিলে ত্বকের রুক্ষতা, মরা কোষ, অনুজ্জ্বলতা অনেকটাই দূর হবে। এক্ষেত্রে ফ্রুটিস, হোয়াইটোনিং, নরমাল, হারবাল যে কোনও ফেসিয়াল করতে পারেন।

ত্বকের যত্নে মনোযোগ দিন

ফাল্গুনের শুরুতেই নিয়ম করে ত্বক ক্লিঞ্জিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিং করুন। ত্বক পরিষ্কার করে শসার রস লাগিয়ে টোনিং করে ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। একদিন পরপর ত্বক স্ক্রাবিং করতে পারেন। তবে ত্বকে ব্রণ থাকলে স্ক্রাবিং না করে অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করবেন। কারণ অ্যালোভেরা ত্বককে নরম, হাইড্রেট ও উজ্জ্বল করার পাশাপাশি ব্রণও দূর করে।

রুক্ষ চুলে যত্ন নিন

শীত শেষে চুল রুক্ষ হয়ে যায়। এ সময়টাতে চুলে স্মুদিং ট্রিটমেন্ট কারানোর পাশাপাশি সপ্তাহে এক থেকে দু-বার ডিপ কন্ডিশনিং এবং ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া চুলে তেল দিতে হবে। রাতে নারকেল তেল হালকা গরম করে স্কাল্পে এবং পুরো চুলেও লাগিয়ে রেখে সকালে শ্যাম্পু করে কন্ডিশনার লাগিয়ে নেবেন। আর চুলে ধুলো-ময়লা বেশি জমলে প্রতিদিন না করে, একদিন অন্তর শ্যাম্পু করতে হবে। শ্যাম্পুর পর চুল মুছে নিয়ে কন্ডিশনার ব্যবহার করুন চুল নরম ও মসৃণ রাখার জন্য।

গাঢ় লিপস্টিকে সত্যিই কি ঠোঁট কালো হয়?

ঘরে যেমন তেমন হলেও বাইরে গেলে কিন্তু পরিপাটি। সাজুগুজু না করে বাইরে বেরোনোটা এই প্রজন্মের রুটিনে পড়ে না। নিজেকে সুন্দর করে সাজানোর আকাঙ্ক্ষা কি সহজে ভোলা যায়? নিজেকে সাজানোর জন্য অনেকেই গাঢ় শেড বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু সেই পছন্দের আড়ালেও থাকে শঙ্কা। নিয়মিত গাঢ় শেড ব্যবহারে আবার ঠোঁট কালো হয়ে যাবে না তো? হ্যাঁ, হতে পারে। তবে কালো যাতে না হয় সেজন্যে ঠোঁটের বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সেটা কী করে? আসুন, দেখে নেওয়া যাক:

> অনেক সময় টুথপেস্টের কারণেও অ্যালার্জি হয়, ঠোঁট কালচে হয়ে যায়। সেজন্যে টুথপেস্ট বদলে নিন। লিপস্টিক লাগানোর আগে লিপ-বাম ব্যবহার করুন।

● বাড়ি ফিরে নিয়মিত ঠোঁট থেকে লিপস্টিক মুছে ফেলুন।

● যতটাসম্ভব ঠোঁটের আর্দ্রতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

● লিপস্টিক লাগানোর আগে লিপ-বাম ব্যবহার করুন।

● এমন লিপ-বাম ব্যবহার করুন যার সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর আছে। ত্বকে কালচেভাব ফেলতে সূর্যরশ্মি অনেকটাই দায়ী।

● শুধু ত্বকেই নয়, ঠোঁটেও এক্সফোলিয়েশন জরুরি। সর, মধু এবং লেবুর মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে লাগান। সেই মিশ্রণ শুকোলে চিনি দিয়ে ঠোঁটে স্ক্রাব করুন।

এতে ঠোঁটের মৃত কোষ সরে যাবে দ্রুত।

● অনেক সময় টুথপেস্টের উপাদানের ফলে এলার্জি হয় ও ঠোঁট কালচে হয়ে যায়। সেজন্যে টুথপেস্ট বদলে নিন।

● ময়েশ্চারাইজার হিসেবে নারকেল তেল ব্যবহার করুন। নারকেল তেল ঠোঁটের স্বাভাবিক রং বজায় রাখতে সাহায্য করে।

● বিভিন্ন লিপ মাস্ক ব্যবহার করুন ও ঠোঁটের স্বাভাবিক রং ধরে রাখুন।

সামির টুর্নামেন্ট হতে চলেছে, দাবি পন্টিংয়ের

বিরাটদের নিয়ে ভাবা উচিত এখনই : কুম্বলে

বেঙ্গালুরু ও সিডনি, ২১ ফেব্রুয়ারি : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে সবে একটা ম্যাচ অতিক্রান্ত। বাংলাদেশকে হারিয়ে শুভ সূচনা ভারতীয় দলের। ছন্দটা ধরে রেখে ট্রফি পুনরুদ্ধারই পাখির চোখ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের।

এর মধ্যেই দলের দুই সিনিয়ারকে নিয়ে কড়া পদক্ষেপের পরামর্শ অনিল কুম্বলের। জানান, সময় এসেছে, বিরাটদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এখনই আগামীর দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

কুম্বলে বলেছেন, 'চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ভিত্তিতে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিনিয়ারদের সরিয়ে নতুনদের নিয়ে আগামীর দল সাজাতে হবে। কঠিন হলেও সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোচকেই।'

প্রাক্তনের মতে, বিরাট-রোহিতদের ওডিআই কেরিয়ার কতটা লম্বা হবে, তা ঠিক করে দেবে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফলাফল। তবে আগামীর ভাবনায় পালাবদল আবশ্যিক। ফলাফল যাই হোক, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, এখন থেকেই ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ নিয়ে পরিকল্পনা প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বকাপের আগে এমন একটা দল দরকার, যাঁরা একসঙ্গে অন্তত গোটা ২০-২৫টি ম্যাচ খেলেছে। নাহলে দলের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি হবে না। কাকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, কার কী দায়িত্ব, বিষয়গুলি পরিষ্কার হবে না।

চলতি ফর্ম নিয়েও বিরাটের উদ্দেশ্যেও পরামর্শও ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কুম্বলের মতে, বড় রানের তাগিদে বাড়তি চেষ্টা করতে গিয়েই নিজেকে চাপে ফেলছে। বিরাটের উচিত, চাপমুক্ত হয়ে ব্যাটিং করা। রোহিত শুরু থেকে চাপমুক্ত হয়ে খেলছে। জানে পিছনে অনেকে রয়েছে। বিরাটেরও উচিত রোহিতের পথেই হাঁটা। চিন্তা ঝেড়ে ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করুক।

রিকি পন্টিং অপরদিকে মহম্মদ সামিকে নিয়ে মুগ্ধ। আইসিসি-র ওয়েবসাইটে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন পর প্রত্যাবর্তন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচেই পাঁচ শিকার, দুর্দান্ত। দল অবশ্য ঠিক এটাই প্রত্যাশা করে। বরাবরই মনে হয়েছে, সামি এমন একজন বোলার, যার ওপর যে কোনও পরিস্থিতিতে আস্থা রাখা যায়। আমার ধারণা, প্রত্যাবর্তনের পর নতুন সামি আরও ধারালো। আরও একটা দারুণ টুর্নামেন্ট হতে চলেছে সামির।'

সামির পাঁচ উইকেট মঞ্চ তৈরি করে দিলেও বাংলাদেশকে হারাতে উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয় ভারতকেও। শুভমান গিলের পরিণত ব্যাটিং এবং লোকেশ রাহুলের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন জুটিতে শেষপর্যন্ত ফিনিশিং লাইন পার। যদিও বীরেন্দ্র শেহবাগের দাবি, কখনোই চাপে ছিল না ভারত। টাইগারদের কার্যত কাগুজে বাঘ আখ্যা দিয়ে বীরুর কটাক্ষ, 'বাংলাদেশকে নিয়ে আবার আশঙ্কা! আমি যখন খেলেছি, কখনও চিন্তা করিনি। আজ স্টুডিওতে বসেও চাপ অনুভব করিনি। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া বা পাকিস্তান নয়। সত্যি কথা বলতে ১ শতাংশ চাপ দেখিনি সমর্থকদের মধ্যেও। সহজ জয়। গিল দুর্দান্ত। রোহিত-বিরাটরা আরও কিছুক্ষণ টিকে গেলে ৩৫ ওভারে ম্যাচ জিতত ভারত।'

মাত্র ২২ রানেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আউট হলেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে।

ফিল্ডিং নিয়ে উদ্বেগ, পাক বধের পরিকল্পনা শুরু

সামিভাই কিংবদন্তি, বলছেন তৃপ্ত শুভমান

দুবাই, ২১ ফেব্রুয়ারি : সাফল্যের স্বপ্ন দেখা শুরু। দিনকয়েক আগে বিরাট কোহলি বলেছিলেন, ২০১১ একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল টিম ইন্ডিয়া। পরবর্তী সময়ে খেতাবও জিতেছিল ভারত।

চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরেও কি তাই হতে চলেছে? জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে গতরাতে বাংলাদেশকে প্রথম ম্যাচে দাপটের সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরুর পর দারুণ মেজাজে ভারতীয় দল। আজ দুবাইয়ে রোহিত শর্মাদের ছিল নিখাদ ছুটির দিন। অনুশীলন ছিল না। দলের কোনও ক্রিকেটারই মাঠের দিকে যাননি। বদলে সন্ধ্যার দিকে দুবাইয়ের টিম ইন্ডিয়ার হোটেলে ছিল পুরো দলের জিম ও পুল সেশন। সেই জিম ও পুল সেশনের মাধ্যমে রবিবারের ভারত-পাকিস্তান মহারণের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। জানা গিয়েছে, রবির মহারণে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। পাশাপাশি গতকালের বাংলাদেশ ম্যাচে ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের বেহাল দশা, একাধিক ক্যাচ হাতছাড়া হওয়ার বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। পাকিস্তান ম্যাচের আগে দলের ফিল্ডিংয়ের হাল ফেরানোর ডাক দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর।

ফিল্ডিং যদি পাকিস্তান ম্যাচের আগে 'কাঁটা' হিসেবে হাজির হয়ে থাকে, তাহলে ভারতীয় দলের জন্য রয়েছে নানা সুখবরও। শুভমান গিলের অপরাজিত শতরান ভারতীয় দলের জন্য নিশ্চিতভাবেই বিরাট স্বস্তির। অধিনায়ক রোহিত বড় রান না পেলেও রান তাড়ার শুরুতে তাঁর ব্যাটে যে ঝড় উঠেছিল, সেটাও দলকে স্বস্তি দিয়েছে। সবচেয়ে বড় স্বস্তি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে হাজির হয়েছেন মহম্মদ সামি। ১৪ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পর সামি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। যার প্রমাণ, গতরাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সামির পাঁচ উইকেট দখল।

বাংলাদেশকে অনায়াসে হারিয়ে দেওয়ার পর আইসিসি-র ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সামি নিজেও তাঁর স্বস্তির কথা গোপন করেননি। সামি বলেছেন, 'ইকনমি রেট নিয়ে বেশি না ভেবে আমি উইকেট নেওয়ার চেষ্টাই করেছিলাম। আমার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। কিন্তু এখনও পথ চলার অনেক বাকি।' জসপ্রীত বুমরাহ চোটের কারণে ভারতীয় স্কোয়াডে নেই। বদলে সামি এখন ভারতীয় বোলিংয়ের নেতা। দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে তিনি তাঁর দায়িত্ব উপভোগ করছেন। সামি বলেছেন, 'নিজের শক্তির উপর ভরসা রয়েছে আমার। ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পর দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলাম। কঠিন সময়ের মধ্যেও কখনও হাল ছাড়িনি। জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন ও ইচ্ছাশক্তি আমায় আজ এখানে পৌঁছে দিয়েছে।'

সামির ছন্দ ভারতীয় সাজঘরেও স্বস্তি এনে দিয়েছে।

> সামিভাই আইসিসি প্রতিযোগিতায় যখনই বল হাতে নেয়, অন্তত চার-পাঁচটি উইকেট নিয়েই শেষ করে। এত মসৃণভাবে সামিভাই উইকেট নিয়ে চলে যায়, বোঝাই যায় না সেটা। -শুভমান গিল

যার প্রমাণ বাংলাদেশ ম্যাচে অপরাজিত শতরান করে দলের জয় নিশ্চিত করা শুভমানের কথায়। বাংলাদেশ দখলের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে শুভমান তাঁর সিনিয়ার সতীর্থ সামিকে 'কিংবদন্তি' আখ্যা দিয়েছেন। শুভমানের কথায়, 'সামিভাই একজন কিংবদন্তি। যখনই ও বল হাতে নেয়, মনে হয় উইকেট আসবে আমাদের।' আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে যখনই বল হাতে রানআপে দৌড় শুরু করেছেন সামি, পেয়েছেন চার-পাঁচটি উইকেট। গিলের কথায়, 'সামিভাই আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে যখনই বল হাতে নেয়, অন্তত চার-পাঁচটি উইকেট নিয়েই শেষ করে। এত মসৃণভাবে সামিভাই উইকেট নিয়ে চলে যায়, বোঝাই যায় না সেটা।'

সামি-শুভমানের ছন্দের পাশে ফিল্ডিং সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারলে রবিবার রোহিতদের রোখা কঠিন হবে পাকিস্তানের পক্ষে।

'২৫ বছর পাকিস্তান শাসন করছে ভারত'

মহারণে ফেভারিট টিম ইন্ডিয়া, বলছেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : হতে পারত বড় দুর্ঘটনা। বরাতজোরে হয়নি। হতে পারতেন আহত। বাস্তবে কিছুই হয়নি। বরং বর্ধমান যাওয়ার পথে গতকালের গাড়ি দুর্ঘটনার কথা শুনলে এখন শুধুই হাসছেন তিনি।

সেই হাসির সঙ্গে মিশে রয়েছে অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসও। এমন আত্মবিশ্বাস, যেন দুনিয়া শাসন করতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ দুপুরে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে মহারাজ হাজির হয়ে ভুরা নামের এক বহুজাতিক সংস্থার শুভেচ্ছাদূত হলেন। আর তারপরই চলতি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা তুলে ধরলেন দুনিয়ার দরবারে। রবিবারের আসন্ন ভারত-পাক মহারণের আসরে রোহিত শর্মার ভারতীয় দলকে ফেভারিট বেছে নিলেন। তেমনই ঘোষণা করে দিলেন, শেষ ২৫ বছর ধরে বাইশ গজে পাকিস্তানকে শাসন করছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। দুবাইয়ের মাটিতে রবিবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

রবির প্রতিপক্ষ পাকিস্তান

হ্যাঁ, দুর্দান্ত একটা ম্যাচ হবে। তবে ভারতই ফেভারিট রবিবারের মহারণে। সাদা বলের ক্রিকেটে বর্তমান ভারতীয় দল অসম্ভব শক্তিশালী। দলের ভারসাম্যও দুর্দান্ত। তাছাড়া দীর্ঘসময় ধরে (একটু ভেবে) অন্তত ২৫ বছর ধরে বাইশ গজে পাকিস্তানকে শাসন করছে ভারত। রবিবারও সেই শাসন জারি থাকবে।

মহারণের ফেভারিট

অবশ্যই ভারত। ২০০০ সাল থেকে যদি মনে করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখা যাবে বরাবরই বাইশ গজের লড়াইয়ে পাকিস্তানকে শাসন করেছে ভারত। যতদূর মনে পড়ছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ইতিহাসে মাত্র একবারই পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পেরেছিল।

খাদের কিনারায় পাকিস্তান

নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা ঘরের মাঠে মোটেও ভালো খেলেনি পাকিস্তান। দুবাইয়ের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা ওদের জন্য সহজ হবে না। দুবাইয়ের পিচে বড় রানের ম্যাচ হওয়া কঠিন। তাছাড়া দুবাইয়ের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভালো শুরুর পর পাকিস্তানের তুলনায় ভারতের আত্মবিশ্বাসও অনেক বেশি থাকবে রবিবারের ম্যাচে।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছবি : ডি মণ্ডল

লোকেশ নাকি ঋষভ

(আমি কি ভারতীয় দলের কোচ নাকি, হো হো হাসি) ঋষভ পন্থ দুর্দান্ত ক্রিকেটার। লোকেশ রাহুলকেও খুব একটা পিছিয়ে রাখা যাবে না। সাদা বলের ক্রিকেটে ওর পরিসংখ্যানও খারাপ নয়। ওদের মধ্যে তেমন ফারাকও নেই। তবে সিদ্ধান্তটা ভারতীয় দলের কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টকেই নিতে হবে।

সামির স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন

মহম্মদ সামি বরাবরই ফাইটার, চ্যাম্পিয়ন বোলারও। ওর মতো বোলার যে কোনও দলের সম্পদ। ১৪ মাস পর একজন ফাস্ট বোলারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরাটা সহজ নয়। সামি কঠিন পরিশ্রম করে কাজটা করে দেখিয়েছে। আমি নিশ্চিত, বাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও সামিকে একই ছন্দে দেখতে পাব আমরা।

বুমরাহর না থাকা

মাসখানেক আগে একটি অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম, জসপ্রীত বুমরাহর সামিকে প্রয়োজন। আবার সামিরও বুমরাহকে প্রয়োজন। বাস্তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে চোটের কারণে বুমরাহ নেই। ওর না থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। তবে আমার বিশ্বাস, সামি ওর সেরাটা দিয়ে পরিস্থিতি সামলে দেবে।

বিরাটের রান না পাওয়া

কোহলি অসাধারণ ক্রিকেটার। ও দ্রুত বড় রান করবে বলেই আমার বিশ্বাস। মনে রাখবেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮০টি শতরান রয়েছে বিরাটের। ফলে কঠিন সময়ের চ্যালেঞ্জ সামলে কীভাবে রান করতে হয়, সেটা কোহলি জানে।

সম্ভাব্য চার সেমিফাইনালিস্ট

নিউজিল্যান্ড, ভারত শেষ চারে যাচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস। অন্য গ্রুপ থেকে হয়তো ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। মিচেল স্টার্ক, জোশ হ্যাজেলউড, প্যাট কামিন্সরা না থাকার কারণে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

প্রথম লেগ
৪ ও ৫ মার্চ

দ্বিতীয় লেগ
১১ ও ১২ মার্চ

পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম আর্সেনাল
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম লিভারপুল
ক্লাব ব্রাগ বনাম অ্যাস্টন ভিলা
বেনফিকা বনাম বার্সেলোনা
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম লিলে
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
ফেনুর্দ বনাম ইন্টার মিলান

হার বাঁচাতে পারল না মুম্বই

দুই রানের লিডে ফাইনালে কেরল

ম্যাচের সেরার পদক গলায় বিদর্ভের যশ রাঠোর।

আহমেদাবাদ ও নাগপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি : ম্যাচ ড্র। লিড মাত্র দুই রানের। সেই নিয়েই প্রথমবারের জন্য রনজি ট্রফি ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল কেরল। অন্য সেমিফাইনালে মুম্বইকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল বিদর্ভ।

কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে এদিন গুজরাটের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৪৫৫-তে। আর সেটা যেভাবে হল তাকে নাটকীয়ভাবে বললেও বোধহয় কম বলা হবে। ৪৪৬ রানে নবম উইকেট পতনের পর শেষ উইকেটেও লড়ছিল গুজরাট। কেরলের স্কোর ছুঁতে তখন মাত্র দুই রান প্রয়োজন। ঠিক সেই সময়ই মাঠে ফিজিওকে ডাকেন কেরলের উইকেটরক্ষক মহম্মদ আজহারউদ্দিন। গুজরাটের ছন্দপতন হল তারপরই। আদিত্য সারওয়াতে নাটকীয়ভাবে আউট করেন আরজান নাগাসওয়ালাকে। তাঁর শর্ট শর্ট লেগে দাঁড়ানো সলমন নিজারের হেলমেটে লেগে প্রথম স্লিপে শচীন বেবির হাতে চলে যায়। ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে দুই রানের লিড পাওয়ার সুবাদে কেরল ফাইনালের টিকিট পেয়ে যায়। কেরলের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত সঞ্জু স্যামসন বলেছেন, 'আমি রোমাঞ্চিত। গত দশ বছর আমরা এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করেছি। বিশ্বাস করেছি আমরা পারব। স্বপ্নপূরণ থেকে আর মাত্র একধাপ দূরে আমরা।'

অন্য সেমিফাইনালে মুম্বইকে ৮০ রানে হারিয়ে গতবারের ফাইনালে হারের প্রতিশোধ নিল বিদর্ভ। এদিন জয়ের জন্য মুম্বইয়ের প্রয়োজন ছিল ৩২৩ রান। হাতে ছিল ৭ উইকেট। তবে শিবম দুবে, সূর্যকুমার যাদবরা উইকেটে টিকতেই পারলেন না। শার্দুল ঠাকুর ও শামস মুলানি সপ্তম উইকেটে ১০৩ রান যোগ করলেও শেষরক্ষা হয়নি। ৩২৫ রানেই গুটিয়ে যায় মুম্বইয়ের দ্বিতীয় ইনিংস।

বাঁচতে ভারত-বধের পণ খুশদিলের

দুবাই, ২১ ফেব্রুয়ারি : শুরুতেই কি বিদায়ের বাজনা?

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে বিশ্রী হারে যে আশঙ্কায় পাকিস্তান শিবির। গ্রুপ 'এ'-র বাকি দুই ম্যাচে জিততেই হবে পরিস্থিতি। এরমধ্যে রবিবার ভারতের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ দ্বৈরথ।

বাংলাদেশকে হারিয়ে রোহিত শর্মা ব্রিগেড ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। কয়েকটা জায়গায় ফাঁকফোকর থাকলেও খাতায়-কলমে, চলতি পারফরমেন্সের নিরিখে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে মেন ইন ব্লু। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পাকিস্তানের পয়লা নম্বর লক্ষ্য ভারতীয় প্রাচীর অতিক্রম করা।

করাচি ছেড়ে দুবাইয়ে পা রেখে সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার হুংকার সবুজ ব্রিগেডের। শুক্রবার সন্ধেবেলায় প্র্যাকটিসেও নেমে পড়েছে পাকিস্তান। তার আগে দলের অলরাউন্ডার খুশদিল শা-র সাফ কথা, পাকিস্তানকে খরচের খাতায় ফেললে ভুল হবে। নিজের দিনে যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখেন তাঁরা। কথা আর কাজের মধ্যে কতটা মিল থাকে, উত্তর মিলবে রবিবারই।

ভারতীয় দলের শক্তিকে সমীহ করেও খুশদিলের পালটা দাবি, ভারতীয় দল বেশ ভালো। অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু নিজেদের একশো শতাংশ দিতে পারলে ভারত-বধ অবশ্যই সম্ভব। সেই বিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবেন দুবাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। নিশ্চিত, আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটবে ভারত ম্যাচে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মোট পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে দুই দেশ। ভারত জিতেছে তিনবার। তবে শেষ সাক্ষাৎকারে (২০১৭) ফাইনালে জয়ী হয় পাকিস্তান। যে ম্যাচে ফখর জামানের শতরান ব্যবধান গড়ে দিয়েছিল। রবিবাসরীয় দ্বৈরথে অবশ্য ফখর নেই। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে চোট পেয়ে টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গিয়েছেন।

বদলি হিসেবে ইমাম-উল-হক ডাক পেয়েছেন। তবে ইমাম নাকি অন্য কেউ ফখরের জায়গায় বাবরের সঙ্গে ওপেন করবেন, এখনও নিশ্চিত নয়। খুশদিলের মতে, ব্যাট-বলের টক্করের সঙ্গে চাপ নেওয়ার ক্ষমতাও এক্স ফ্যাক্টর হতে চলেছে। বলেছেন, 'ভারত-পাক ম্যাচের দিকে নজর থাকে গোটা বিশ্বের। চাপটা যে দল সামলাতে সক্ষম হবে তারাই সাফল্য পাবে।'

আত্মবিশ্বাসী খুশদিলের আরও সংযোজন, 'আমরা একটা ম্যাচ হেরেছি। কিন্তু এখনও টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাইনি। ভারতকে হারাতে পারলে দৌড়ে টিকে থাকব। এত তাড়াতাড়ি আমাদের বাতিলের খাতায় ফেলে দেবেন না।'

নিউজিল্যান্ড ম্যাচে দলগত ব্যর্থতার মাঝেও খুশদিলের ৪৯ বলে ৬৯ রানের লড়াকু ইনিংস প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভারত ম্যাচেও দল তাকিয়ে থাকবে। মজার কথা, কয়েক সপ্তাহ আগেও খুশদিল নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না আদৌ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ডাক পাবেন কি না। রাখঢাক না করে বলেও দেন, সুযোগ পেয়ে তিনিও অবাক। কেন, উত্তরটা নির্বাচকরাই দিতে পারবেন।

এদিকে, ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচের সম্প্রচারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লোগো নিয়ে বিতর্ক। অভিযোগ, লোগো থেকে পাকিস্তান লেখা মুছে দেওয়া হয়েছে। আইসিসি-র কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করেছে পাকিস্তান। আইসিসি 'টেকনিকাল ভুল' বললেও ক্ষোভ যাচ্ছে না পিসিবি-র।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৯ রান করে ছন্দে থাকার প্রমাণ দিয়েছেন পাকিস্তানের খুশদিল শা।

কামিন্সদের অভাব মিটবে, বিশ্বাস জাম্পার

বোলিংই চিন্তা অজিদের

লাহোর, ২১ ফেব্রুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহ নেই।

ছিটকে গিয়েছেন টুর্নামেন্ট থেকে। যদিও বুমরাহ-আতঙ্ক ধাওয়া করছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে! আগামীকাল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গদ্দাফি স্টেডিয়ামে অভিযান শুরু করবে অস্ট্রেলিয়া।

লাহোরে তারই প্রাক প্রস্তুতিতে নেটে ম্যাক্সওয়েলকে অস্বস্তিতে ফেললেন পাকিস্তানের এক 'খুদে বুমরাহ'! বোলিং অ্যাকশনে প্রায় বুমরাহর কার্বন কপির সামনে বারবার পরাস্ত হলেন ম্যাক্সওয়েল। যা নিয়ে মিমও ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যান্ড

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
স্থান : লাহোর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

ব্যাটিং নয়, অজি শিবিরের মূল চিন্তা অবশ্য বোলিং। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কদের হারিয়ে কার্যত 'কানা' পেস ব্যাটারি। সিন অ্যাবট, বেন ডোয়ার্সহুইস, স্পেনসার জনসন, নাথান এলিসরা যে শূন্যতা পূরণে কতটা সক্ষম হবেন, তার ওপর ঝুলে বিশ্বজয়ীদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য।

আগামীকাল থেকে যে উত্তর খোঁজার পালা। ইংল্যান্ডের বাজবল ধোপে টেকেনি গত ভারত সফরে। যদিও অধিনায়ক জস বাটলার দাবি করেছিলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অন্য খেলা হবে। কামিন্স-স্টার্কহীন দুর্বল অজি বোলিংয়ের ওপর 'বাজবল' আছড়ে পড়ার হাতছানি।

অজি স্পিন ব্রিগেডের মূল অস্ত্র অ্যাডাম জাম্পা অবশ্য আত্মবিশ্বাসী। বলেছেন, 'কামিন্সদের না পাওয়া বড় ক্ষতি। পাশাপাশি বাকিদের জন্য দারুণ সুযোগও। নিজেদের দায়িত্বটা সবাইকে পালন করতে হবে। পারলে ঠিক ম্যাচ উইনার পেয়ে যাব আমরা। ইংল্যান্ডকে হারানো বরাবর উপভোগ করি। আগামীকালও উপভোগ করতে চাই।'

দলকে ভরসা দিতে বোলিং অনুশীলনে অজি অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ।

ইংল্যান্ড ইতিমধ্যেই প্রথম একাদশ ঘোষণা করেছে। ওপেনিংয়ে ফিল সল্ট-বেন ডাকেট। মিডল অর্ডারে জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বাটলার। কামিন্স-স্টার্ক-হ্যাজেলউডহীন বোলিং লাইনআপের জন্য অ্যাসিড টেস্ট। পালটা জবাবে অজি ব্যাটারদের কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব। লক্ষ্য যতটা সম্ভব বড় স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া।

জোফ্রা আর্চার, মার্ক উড, আদিল রশিদদের বিরুদ্ধে ট্রাভিস হেডের আগ্রাসী ব্যাটিং তুরুপের তাস। অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথের কাঁধে 'অ্যাঙ্কর রোল'-এর দায়িত্ব। রোহিত শর্মা, শ্রেয়স আইয়ার, শুভমান গিলদের থেকে রসদ খুঁজতে পারেন। গত সিরিজে গিলদের ইতিবাচক ব্যাটিংয়ের সামনে উড়ে গিয়েছিল আর্চার-উডদের গতিসর্বস্ব বোলিং। তবে রশিদের লেগস্পিন 'এক্স ফ্যাক্টর'।

মর্যাদার দ্বৈরথের আগে জো রুট আবার দাবি করেছেন, ওডিআই ফরম্যাট বরাবরই তাঁকে টানে। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপের পর দলের বাইরে থাকলেও কখনও বলেননি, পঞ্চাশের ফরম্যাটে আর খেলবেন না। আর নির্বাচন প্রক্রিয়া খেলোয়াড়দের হাতে নেই। গত ভারত সফরে ডাক। প্রত্যাশিত সাফল্য না পেলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভরসার মর্যাদা রাখতে চান।

শেষ ষোলোয় রোমা, আয়াখস

রোম ও আমস্টারডাম, ২১ ফেব্রুয়ারি : এফসি পোর্তোকে হারিয়ে ইউরোপা লিগের শেষ ষোলোয় খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল এএস রোমা। যদিও এদিন ম্যাচ শুরুর আধ ঘণ্টার মধ্যে পোর্তো ১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে আট মিনিটের ব্যবধানে সমতা ফেরান পাওলো ডিবালা। ৩৯ মিনিটে তাঁর গোলেই এগিয়ে যায় রোমা। ৮৩ মিনিটে রোমার হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন নিকোলা পিসিলি। সংযুক্তি সময়ে রোমারই এক ফুটবলার আত্মঘাতী গোল করায় ম্যাচ শেষ হয় ৩-২ গোলে। প্লে-অফের প্রথম লেগে ম্যাচ ড্র হয়েছিল ১-১ ফলে। ফলে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জিতে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালের টিকিট আদায় করে নিল রোমা।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় লেগে ইউএসজি-র কাছে ২-১ গোলে হেরেও শেষ ষোলোয় খেলার ছাড়পত্র পেল আয়াখস আমস্টারডাম। দুই লেগ মিলিয়ে তারা জিতেছে ৩-২ ফলে। এছাড়া এফসি মিডটজিল্যান্ডকে দুই লেগ মিলিয়ে ৭-৩ গোলে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টারে উঠল রিয়াল সোসিয়েদাদ।

UEFA EUROPA LEAGUE

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **মায়রা (জিয়া)** : সুন্দর এই পৃথিবীতে সুন্দরতম জীবন হোক তোমার, পূরণ হোক প্রতিটি স্বপ্ন, প্রতিটি আশা, ভালোবাসায় হয়ে ওঠো তুমি অনন্যা, দিনগুলো কাটুক ভালো, বেঁচে থাকো হাজার বছর। মানুষের মতো মানুষ হও, এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। – **দাদান-মাধব ঘোষ (বাদল), দিদুন-মঞ্জু, বাবান-মানস (জয়), মনি-রিমা (মিষ্টু), পিসুন। হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

ডব্লিউপিএলে আজ

দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম **ইউপি ওয়ারিয়র্স**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ফুটবলারদের সতর্ক করছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : অকাল হোলির প্রস্তুতি চলছে বাগানে।

মাঝে আর মাত্র একটা দিন। তারপরেই কি কাঙ্ক্ষিত দিন আসতে চলেছে সমর্থকদের? রবিবাসরীয় সন্ধ্যাটা হয়তো বছরের সবথেকে রঙিন দিন হতে চলেছে আপামর সবুজ-মেরুন ভক্তদের কাছে। আর এদিন থেকেই যেন শুরু হয়ে গেল তাঁর প্রস্তুতি। উল্টোডাঙ্গা মেরিনার্সের সদস্যরা তরফে থেকে এদিন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, বিশাল কেইথ ও জেসন কামিংসকে তাঁদেরই ছবি হাতে এঁকে ও উত্তরিও দিয়ে রবিবারের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। এদিন বাংলা ভাষা দিবসে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বাংলায় শুভেচ্ছা জানালেন শুভাশিস বসু, মনবীর সিং, কামিংস, কেইথও। মনবীর বলেছেন, 'নমস্কার, কেমন আছো সবাই,' বিশালের মন্তব্য, 'আমি বাংলাকে ভালোবাসি,' দীপক টাংরি বলেছেন, 'আমাদের সূর্য মেরুন,' পিছিয়ে নেই কামিন্সও। তিনি নিজস্ব উচ্চরণে বলে দেন, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।' সবশেষে শুভাশিস সবাইকে মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছেন, 'আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, সবাইকে জানাই শুভ মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা।'

অন্যদিকে, সমর্থকদের মতোই প্রস্তুতি শুরু করেছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও। তবে একেবারেই অন্যভাবে। তিনি অবশ্য কড়া হেড মাস্টারের মতো ফুটবলারদের মধ্যে এই চ্যাম্পিয়নশিপের ভাবনাটাই আসতে দিতে রাজি নন। দলের মধ্যে যাতে আত্মতুষ্টি না হয় সেই বিষয়ে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন গোটা দলকে। এমনকি অনুশীলনে বাড়তি ধমক-ধামকও দিচ্ছেন যাতে তীরে এসে তরী না ডোবে। অনুশীলনের সময়ে ফুটবলারদের বলছেন, 'ভুলে যেও না তোমরা এখনও চ্যাম্পিয়ন হওনি কিন্তু। সামনে তিনটি কঠিন ম্যাচ। শুধুই মনসংযোগ করো ম্যাচে।' এদিন আলাদা করে ডিফেন্ডার ও আক্রমণভাগের ফুটবলারদের নিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুশীলন করান। ইতিমধ্যেই ম্যাচের ৫৬ হাজার টিকিট নিঃশেষিত। বাকি ছয় হাজার টিকিট শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ও মোহনবাগান মাঠ থেকে পাবেন সমর্থকরা। সবুজ-মেরুন সদস্যদের জন্য কিছু বিনামূল্যের টিকিটও দেওয়া হচ্ছে বলে ক্লাব সূত্রের খবর।

আত্মবিশ্বাস বাড়ানোই লক্ষ্য ইস্টবেঙ্গলের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : ২২ মিনিটে চারটি গোল। ঘরের মাঠে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর এভাবেই ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই সুখস্মৃতি নিয়েই শনিবার ফিরতি লেগে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে নামছে অস্কার ব্রুজোঁর দল।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় লাল-হলুদ শিবিরে যেমন আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে। তবে চিন্তাও থাকছে। অস্কারের মাথাব্যথা বাড়াচ্ছে চোট আঘাতের সমস্যাও। পাঞ্জাব ম্যাচেও ভেনিজুয়েলান উইঙ্গার রিচার্ড সেলিস যে খেলবেন না তা একপ্রকার নিশ্চিত। চিন্তা বাড়িয়েছে নন্দকুমার শেখরের চোট। এই ম্যাচে একান্তই তিনি খেলতে না পারলে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাই হয়তো শুরু করবেন। জিকসন সিংও এখনও পুরোপুরি ফিট নন। ফলে মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে নাওরেম মহেশে সিংয়েরই জুটি বাঁধার সম্ভাবনা বেশি। যদিও সাউল ক্রেসপোও আগের তুলনায় অনেকটাই ফিট। গত ম্যাচে গোলও করেছেন। পাঞ্জাব ম্যাচে তিনিও অস্কারের পরিকল্পনায় রয়েছেন। দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে স্প্যানিশ মিডিও বলেছেন, 'চোটের কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে ছিলাম। কিছুটা হতাশ তো বটেই। তবে এখন অনেক ফিট। আশা করছি ভালোভাবে মরশুমটা শেষ করতে পারব।'

আক্রমণে গত ম্যাচের মতো দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের পাশে রাফায়েল মেসি বাউলির ওপরই হয়তো আস্থা রাখবেন অস্কার। তবে সাউল যদি শুরু করেন সেক্ষেত্রে ছক বদলাতে পারেন স্প্যানিশ কোচ। এদিকে, হেক্টর ইউস্তের হালকা চোট থাকলেও তিনি সম্ভাবত ঝুঁকি নিয়েই খেলবেন। কার্ড সমস্যা কাটিয়ে ফিরছেন লালচুংনুঙ্গাও। ফলে রক্ষণে একাধিক বিকল্প থাকছে ইস্টবেঙ্গল কোচের হাতে। এছাড়া গত ম্যাচে চোট পাওয়া গোলরক্ষক প্রভসুখান সিং গিলকে নিয়েও অস্কার ঝুঁকি নেবেন কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তিনি না খেললে গোলের নীচে দেবজিৎ মজুদারকেই দেখা যাবে।

শনিবার পাঞ্জাবকে হারাতে পারলে অন্ধকার কাটিয়ে লিগ টেবিলেও আলোর দিশা দেখতে পাবে ইস্টবেঙ্গল। অস্কার বলেছেন, 'এই ম্যাচটা জিতলে আমরা আট নম্বরে উঠব। শুধু তাই নয় শেষ চারটি ম্যাচে জয়ই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। এছাড়া পাঞ্জাব আর হায়দরাবাদকে হারাতে পারলে দলের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।' অঙ্কের হিসাবে আইএসএলে সুপার সিক্সের দৌড়ে টিকে থাকলেও বাস্তবে সেটা যে কার্যত অসম্ভব তা বেশ ভালোভাবেই জানেন অস্কার। কাজেই আত্মবিশ্বাসটা যে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে কাজে লাগবে তাই হয়তো বোঝাতে চাইলেন তিনি। অন্যদিকে, সাউল লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখের হাসিটা ফিরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

আইএসএলে আজ

পাঞ্জাব এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল

সময় : বিকেল ৫টা, **স্থান** : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

Notice Inviting e-Tender

Tender for e-NIT 08 & 09/2024-25 is invited by the undersigned. Last date of bid submission 25/02/2025 upto 18:00 hrs. Details of nit may be view from https://wbetenders.gov.in and office notice board of the undersigned.

Sd/-
Pradhan
Kalchini Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned though e-tender Portal for N.I.T No-10/RGP/2024-2025, Date-21/02/2025 and NIT No 11/RGP/2024-2025 date-22/02/2025 Details are available at the board of Rangalibazna Gram Panchayat GP office and www.wbtenders.gov.in portal.

Sd/-
Pradhan
Rangalibazna Gram Panchayat

রিকেলটনের শতরানে জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

করাচি, ২১ ফেব্রুয়ারি : রায়ান রিকেলটনের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ১০৭ রানে জিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অভিযান শুরু করল। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শুক্রবার কনুইয়ের চোটের জন্য পাওয়ার হিটার হেনরিচ ক্লাসেন খেলতে পারেননি। দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ওপেনার রিকেলটন (১০৩)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন টেম্বা বাভুমা (৫৮), রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (৫২) ও আইডেন মার্করাম (৫২)। প্রোটিয়ারা ৩১৫/৬ স্কোরে পৌঁছে যায়। ১০ ওভারে ৫৯ রান খরচ করে উইকেটহীন থাকেন তারকা লেগস্পিনার রশিদ খান। রানতাড়ায় নেমে নিয়মিত উইকেট হারানোয় আফগানদের ইনিংস মসৃণ গতিতে এগোয়নি। রহমত শা (৯০) ছাড়া বাকিরা কাগিসো রাবাদা (৩৬/৩), উইয়ান মুল্ডার (৩৬/২), লুঙ্গি এনগিডিদের (৫৬/২) সামনে ব্যর্থ হন। আফগানিস্তান ৪৩.৩ ওভারে ২০৮ রানে অল আউট হয়।

রিচার লড়াইয়েও চাপে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ২১ ফেব্রুয়ারি : রিচা ঘোষের দাপটে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে জয় দিয়ে শুরু করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে শুক্রবারও আরসিবি-কে ভরসা দিল রিচার ব্যাট। আমনজ্যোৎ কাউরের (২২/৩) তিন শিকার ও অ্যামেলিয়া কেরের (২৮/০) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপে থাকা বেঙ্গালুরুকে ১৬৭/৭-এর চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেন এলিসে পেরি (৪৩ বলে ৮১) ও রিচা (২৫ বলে ২৮)। ওপেন করতে নেমে শুরুটা আক্রমণাত্মক মেজাজে করেছিলেন অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানাও (১৩ বলে ২৬)। তারপরও অবশ্য বেঙ্গালুরুর চাপ কাটেনি। নাতালি স্কিভার-ব্রান্টের (২১ বলে ৪২) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে মুম্বই পাওয়ার প্লে-তে পৌঁছে যায় ৬৬ রানে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তারা ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৪ রান তুলেছে। ক্রিজে অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের (৪১) সঙ্গে আমনজ্যোৎ (১৮)।

জয়ী শ্রীগুরু, ডুয়ার্স

আলিপুরদুয়ার, ২১ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে শুক্রবার বেলুড় শ্রীগুরু সংঘ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ৩ রানে সিকিমের অম্বা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে টসে হেরে বেলুড় ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। সুস্মিতা পাল ২১ রান করেন। জবাবে অম্বা ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৩ রানে আটকে যায়। শেরিং অংমা লেপচা ৪২ রান করেন। ম্যাচের সেরা বীথি শ্রীমনি ১৬ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ১৩৪ রানে ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে ডুয়ার্স ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২১৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা কোয়েল মণ্ডল ৮৮ রান করেন। জবাবে ক্যালকাটা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৯ রানে আটকায়। শুক্লা রায় ২০ রান করেন। পৃথী চক্রবর্তী ৬ রানে নেন ২ উইকেট।

ফাইনালে রয়্যাল রেঞ্জার্স

চালসা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিধাননগর প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল পিএনএস রয়্যাল রেঞ্জার্স। শুক্রবার প্রথম কোয়ালিফায়ারে তারা ৩৮ রানে রয়্যালস টি-কে হারিয়েছে।

উত্তরের খেলা

কোচবিহার ক্রিকেট দল

কোচবিহার, ২১ ফেব্রুয়ারি : আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য কোচবিহার জেলা দল গঠিত হল। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত ঘোষিত দলে রয়েছে ঋতু বড়ুয়া, দিশা দত্ত, দিয়া দত্ত, জাহ্নবী থাপা, মান্যতা নন্দী, শ্রেষ্ঠা দাশগুপ্ত, কবিতা রায়, পিয়ালি রায়, অস্মিতা খাতুন, সমৃদ্ধি গুহরায়, অদ্রিজা বর্মন, সৃজিতা বিদ্যানন্দ, শ্রীতনা মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা রায় ও দেবস্মিতা মিত্র। কোচ ও ম্যানেজার যথাক্রমে বাবন শর্মা ও বিশ্বজিৎ দত্ত। শনিবার শিলিগুড়ির বসুন্ধরা মাঠে জলপাইগুড়ির বিরুদ্ধে নামবে কোচবিহার।

চেরনিশভের বিদায়, সরকারি ঘোষণা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি : বিদায়টা নিশ্চিতই ছিল। এবার সরকারি ঘোষণা হয়ে গেল। শুক্রবার রাশিয়ান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়ে দিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

২৯ জানুয়ারি মহমেডান কোচ হিসেবে পদত্যাগ করেন। কিন্তু তখনই তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেনি ক্লাব। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে তাঁকে বোঝানো হয়। পরে ম্যানেজমেন্ট দাবি করে, চেরনিশভ কয়েকদিনের ছুটিতে দেশে যাচ্ছেন। দেশে ফেরার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে রাশিয়ান কোচ জানিয়েছিলেন, মহমেডানে ফেরা নিয়ে কিছু ভাবেননি। তাই চেরনিশভের বিদায়টা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। এবার ক্লাবও সেই ঘোষণা করেছে।

চেরনিশভ চলে যাওয়ার পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। তাঁকেই বাকি মরশুমের জন্য কোচের দায়িত্ব দিয়েছে ক্লাব। অবশ্য মেহরাজের প্রশিক্ষণে এখনও জয়ের মুখ দেখেনি সাদা-কালো শিবির। আইএসএলে বাকি রয়েছে আর তিনটি ম্যাচ। এই তিনটি ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেই জানিয়েছেন মহমেডান কোচ। তিনি বলেছেন, 'শেষ তিনটি ম্যাচে ক্লাবের ঐতিহ্য ও সমর্থকদের আবেগের কথা মাথায় রেখে খেলতে হবে। এর মধ্যে দুটি ম্যাচ অ্যাওয়ে। লড়াইটা খুব কঠিন। নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও বলেছেন, 'জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ছেলেরা লড়েছে। ম্যাচের শুরুতে গোল খেয়ে চাপে পড়ে যায় ছেলেরা। তারপরেও ছেলেরা মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছে।'

এদিকে, জামশেদপুর কোচ খালিদ মহমেডানের প্রশংসা করে বলেছেন, 'মহমেডান ভালো দল। প্রচুর সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দারুণ পরিশ্রম করেছে ওরা। ওদের বিরুদ্ধে জেতাটা সহজ ছিল না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন ঘুন্তুনি-এর এক বাসিন্দা

ওড়িশা, ঘুন্তুনি - এর একজন বাসিন্দা কৈবল্য প্রধান - কে 12.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65D 33609 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি বিভিন্ন মিডিয়া জুড়ে ডিয়ার লটারির অনেক বিজয়ীকে দেখেছি। এইবার পশ্চিমবঙ্গে ভ্রমণ করার সময় আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি সত্যিই ভাগ্যবান যে ডিয়ার লটারির এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি। আমাকে এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদানের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

KHOSLA ELECTRONICS

THE BIGGEST AC MELA
ON PUBLIC DEMAND OFFER EXTENDED FOR LAST 3 DAYS
Upto 60% OFF
EXCLUSIVE AT KHOSLA 1 EMI* OFF
CASH BACK + EXCHANGE Upto ₹10,000
COPPER-INVERTER AC

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC, AXIS BANK, SBI, HSBC, Standard Chartered, citibank, ICICI Bank, kotak, Bank of Baroda
Finance Available
BAJAJ FINSERV, IDFC FIRST Bank, HDB FINANCIAL SERVICES, kotak
FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹2,500*
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

ALL AC BRANDS UNDER ONE ROOF

DAIKIN — Highest Energy Efficiency — Upto 43% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹1,694*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹1,861*; 1.8 Ton 3* Inv. EMI ₹2,583*
HITACHI — ICE CLEAN Frost Wash Technology — Upto 46% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,883*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,875*
LG — AI + DUAL INVERTER — Upto 60% Discount: 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,792*; 1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹1,999*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,375* #on MRP
VOLTAS — Automatic Adjustable Sleep Mode INVERTER — Upto 54% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,533*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,375*
Panasonic — Convertible 7 with additional AI mode — Upto 48% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,575*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,842*
GENERAL — THE EXTREME MACHINE — Upto 17% Discount: 1 Ton 5* Inv. EMI ₹3,858*; 1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹4,958*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹5,042*
BLUE STAR — 80 YEARS OF TRUST — Upto 50% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,725*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,583*
Haier — 10sec. Supersonic Cooling — Upto 53% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,625*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,917*
Carrier — Hybrid jet Technology with SED (Smart Energy Display) — Upto 53% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,408*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,708*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,708*
LLOYD — 5 in 1 expandable with AQ tech — Upto 51% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,208*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,500*; 1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹3,025*
SAMSUNG — Wind Free Cooling with 23000 microholes — Upto 47% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,375*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,583*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹4,200*
Whirlpool — 6th Sense Technology — Upto 55% Discount: 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,458*; 1.5 Ton 5* Inv. EMI ₹2,917*
MITSUBISHI HEAVY DUTY — Eco Smart Hyper Inverter Electricity Saving Upto 65% — Upto 16% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹4,420*; 1.6 Ton 3* EMI ₹5,420*; 2.2 Ton 5* Inv. EMI ₹9,520*
Godrej — Tri Filtration System — Upto 41% Discount: 1 Ton 3* Inv. EMI ₹2,167*; 1.5 Ton 3* Inv. EMI ₹2,317*; 2 Ton 3* Inv. EMI ₹3,000*
WINDOW AC — VOLTAS, Carrier, BLUE STAR, GENERAL, HITACHI, LG, LLOYD — 1 Ton | 1.5 Ton | 2 Ton — Upto 36% Discount — EMI ₹2,042* onwards

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24X7 @ khoslaonline.com
Scan to locate your nearest Khosla store
*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financier. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price Includes Cashback & Exchange Amount. *Offers are not applicable on Samsung Products.